ঝিলে জঙ্গলে শিকার

—লেখক—

কুমুদনাথ চৌধুরী দেবশর্ম্মা,
এম, এ, বি, এল,

Of Lincoln's Inn, Barrister-at-Law,
and Advocate, High Court, Calcutta.

THE CITY BOOK CO.
15, College Square,
Calcutta.

গ্রন্থকার ঃঃ শিকারী—কুমুদ নাথ চৌধুরী, এম. এ, বি. এল,

Of Lincoln's Inn, Barrister-at-Law, and Advocate, High Court, Calcutta.

লেখকের ভূমিকা

আমার শিকার অভিজ্ঞতার কাহিনী এই পত্রগুলিতে সহজ সরল ভাবে বিবৃত করেছি। "শিশুকাল হ'তে" আমি শিকার ভালবাসি, কর্ম্মজীবনের পরিশ্রমের মধ্যেও সে প্রীতি আমার মন হ'তে দূর হয় নি। কোন অবসর দিন এ সম্বন্ধে আমার ব্যর্থ যায়নি, বহু কাজের মধ্যে দু এক প্রহরের ছুটি ক'রেও আমি বেরিয়ে পড়েছি। শিকার আমার শুধু চিত্ত-বিনোদনের উপায়মাত্র নয়, শিক্ষা-ক্ষেত্রও বটে! এতদ্দ্বারা আমি যে লক্ষ্য করবার ক্ষমতা ও অভিনিবেশ-শক্তি অর্জ্জন করেছি, তা আমার জীবন-যাত্রার পথে বহু বিষয়ে সহায়ক হয়েছে।

এ চিঠিগুলি আমি আমার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবকে লিখেছিলাম। আমার বিচিত্র অনুভূতির এই ইতিবৃত্ত তাঁদের মনে শিকার সম্বন্ধে কৌতূহল উদ্রেক ক'রবে, সে আশা পোষণ করি। ঝিল, জঙ্গল, পশু, পাখী চিরদিনই আমায় বিমুগ্ধ ও আকৃষ্ট করেছে। যদিও যা কিছু দেখেছি, শুনেছি, অনুভব করেছি, সব কথা বলা হয় নি, তবুও ভরসা হয়, যাঁরা শিকার ভালবাসেন তাঁদের কাছে এ কাহিনী অপ্রীতিকর হবে না। আর যাঁরা আমার সম-বৃত্তি, মৃগয়াপ্রিয়, তাঁরাও এ বিবরণ পাঠে কোন কোন বিষয়ে সাহায্য লাভ করবেন, কেননা আমার এই স্বোপার্জ্জিত জ্ঞান বিচিত্র ও বিবিধ, প্রধানতঃ বঙ্গদেশের বিভিন্ন প্রদেশ-সকলে ও মধ্য-ভারতে বহু বৎসর ব্যাপী শিকার-অভিজ্ঞতার ফল।

শিকার-ক্ষেত্রে আমি নৈপুণ্য ও সাফল্যের কিঞ্চিৎ যশ অর্জ্জন করেছি। তাই যদি আমার শিকারী বন্ধুদের কাছে এ কাহিনী আদৃত হয়, এবং আমার সন্তানগণ তাদের বৃদ্ধ পিতাকে স্মরণ ও বহুশ্রমলব্ধ মৃগয়া-সাফল্যের নিদর্শন শৃঙ্গ-চর্ম্মাদি সযত্নে রক্ষা করে, তবেই আমি আপনাকে গৌরবান্বিত মনে ক'রব।

শ্রীকুমুদনাথ চৌধুরী দেবশর্ম্মা।

অনুবাদকের নিবেদন।

আমার শ্রদ্ধেয় মাতুল শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ চৌধুরীর মূল ইংরাজী হইতে এই শিকার কাহিনী মাতৃভাষায় অনুবাদ করিয়া তাঁহারি হাতে সমর্পণ করিলাম। এ আমার "গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা।" এ কাহিনী বঙ্গীয় পাঠক-বর্গের প্রীতিকর হইলে আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

শ্রীমতি অলকা
শ্রীমান্ কল্যাণ

বর্গী
শ্রীমতি করুণা

ঝিলে জঙ্গলে শিকার। *

৯ই আগষ্ট, ১৯১৭ খৃঃ।

স্নেহের কল্যাণ,

বর্ষার সময়, বিশেষতঃ ভরা শ্রাবণে, এক একটা বাদলা দিন আসে, যেদিন আকাশ মেঘে ছাওয়া, অনবরত টিপ্ টিপ্ ক'রে বৃষ্টি ঝরছে, কোথাও কোনও খানে আলোর দেখা পাওয়া যায় না। এমন দিনে সুস্থ সবল মানুষের জীবনও দুর্ব্বহ হ'য়ে ওঠে। আজ ঠিক তেমনি একটি দিন এসে দেখা দিয়েছে,—চারিদিক্ ভিজে স্যাঁৎ স্যাঁৎ করছে, আকাশে মেঘের ভার যে কখনো হাল্কা হয়ে যাবে, এমন কোন সুদূর লক্ষণও কোথাও দেখা যাচ্ছে না। আজ আমার মনে কত দিনের কত পুরাণো সুখের কথা ভিড় ক'রে আসছে। মানুষ কত কি ভুলে যায়, কিন্তু "পুরাণো সে দিনের কথা" ভোলা হ'য়ে ওঠে না। দু'বৎসর পরে, আমি বনের মধ্যে বড় বড় বাঘ, ভালুক, হরিণ শিকার করতে নিয়ে গিয়ে তোমায় মৃগয়া-ব্রতে দীক্ষিত ক'রব কথা আছে। আমার এই অঙ্গীকার বার বার তুমি আমায় স্মরণ করিয়ে দাও।—যখন আমার বয়স নাবালকের গণ্ডি পেরোয়নি, সবে সতের কি আঠার, সেই সময় আমি প্রথম চিতাবাঘ শিকার করি। চিতা ব'লে মনে ক'রো না সেটি ছোট্ট;—তার রাক্ষস-প্রমাণ শরীর! রামায়ণে দুন্দুভি রাক্ষসের হাড়ের বর্ণনা পড়েছ তো? এই বাঘের চামড়া না নিয়ে, যদি হাড় [illegible] হ'লে হয়তো তার পরিমাণ দুন্দুভির হাড়কে হার মানাত! এক রাশ কাঁটার মত রোঁয়া! জন্তুটি এত কাছে এসে পড়েছিল যে অতটা সান্নিধ্য কখনই নিরাপদ নয়। কিন্তু না জানা থাকলে, অনেক

---

* শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ চৌধুরী প্রণীত "Sports in Jheel & Jungle" নামক ইংরাজী শিকার-গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ।

ভয়ানক জিনিষও ভয় দেখাতে পারে না। ভাগ্যে তাক্ ঠিক ছিল, এক গুলিতেই ফর্সা! তারপর তার পিছন পিছন দৌড় দিলাম। আহত বন্য জন্তুকে এমন ভাবে তাড়া ক'রে যাওয়া, শিকারের সব আইনের বিরুদ্ধ। বিশেষতঃ এদের চাল-চলন সবই যখন আমার অজানা। "সব ভাল, যার শেষ ভাল,"—জয়ী আমিই হ'লাম। আজ এই বিশ্রী বর্ষার দিনে, ঘরে ব'সে ব'সে সেদিনের পাগলামির কথা নূতন ক'রে মনে প'ড়ছে। সেদিনের সেই অপূর্ব্ব আনন্দ, আজকার সব প্রতিকূলতার মধ্যেও উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে এসে দেখা দিয়েছে—শুধু সে একা আসেনি, অনেক সাথীও সঙ্গে এনেছে। নিজের শক্তি সামর্থ্যের উপর নির্ভর ক'রে বড় বড় জানোয়ার যা কিছু শিকার ক'রেছি, তা পায়ে হেঁটেই ক'রেছি। এতে বিপদের খুবই সম্ভাবনা; তবু আমি জোর ক'রে ব'লতে পারি. এই পন্থাই সব চেয়ে নিরাপদ। যদি এদের ধরণ-ধারণ মেজাজ ও খেয়াল সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা না থাকে, যদি এদের পিছু পিছু খুঁজতে যাবার, পায়ের দাগ দেখে খুজে বার করবার কায়দা কিছু না জান, কিংবা কষ্ট স্বীকার ক'রে এ বিদ্যা আয়ত্ত না ক'রে থাক, তা হ'লে সুবিধার চেয়ে বিভ্রাট ঘটবারই সম্ভাবনা বেশী। তবে এ বিদ্যা বই প'ড়ে পাওয়া যায় না, হাতে-বন্দুকে-বল্লমে শিখতে হয়। তা যদি শিখতে পার, আর এ পথে চলবার জন্যে একজন যোগ্য সঙ্গী আর উপদেশ দেবার লোক পাও, তা হ'লে দেখবে, মৃগয়া তোমার ব্যসন না হ'য়ে, আনন্দের উপকরণ হবে। শিকারের খেয়াল বজায় রাখতে গিয়ে দুঃখে পড়বে না। এ বিষয়ে তোমায় অনেক কলা কৌশল শিখিয়ে দিতে পারবো। চারিদিকের সব অবস্থার উপর তীক্ষ্ণ ও সতর্ক দৃষ্টি দেবার স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকলে, চর্চ্চার ফলে সহজে সে শক্তি যে আরো বাড়ে, তাতে আর সন্দেহ কি! আজকালকার দিনে ছেলেদের যে-ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, তা'তে তাদের অনেক বিধিদত্ত শক্তির উৎকর্ষ সাধিত হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত অবনতি হয়। এই কথা মনে ক'রেই, আমি সর্ব্বদা তোমার মনে যে সব জীব, জন্তু, পাখী দেখতে পাও, তাদের সম্বন্ধে কৌতূহল জাগিয়ে রাখবার জন্যে বিশেষ চেষ্টা ক'রে আসছি। তুমি আর

ছোট্ট অলকা (যদিও তুমি মনে কর এ ক্ষেত্রে মেয়েদের কোন অধিকারই নাই) অনেকবার হাতীর উপর চ'ড়ে স্নাইপ (Snipe -শিকার দেখেছ। যখনই ডিঙিখানা বিলের পদ্ম আর শরবণের উপর দিয়ে নিঃশব্দে স'রে চ'লেছে, পাখীটি উড়েছে, আমি মারতে যাচ্ছি, অমনি ছেলে বয়সের অদম্য উৎসাহে, চিৎকার ক'রে, হাততালি দিয়ে, সেটিকে উড়িয়ে দিয়েছ। তবু তোমরা এখন জান, স্নাইপ (কাদাখোঁচা) কত অল্প সময়ের জন্যে বাঙ্গলা দেশে বেড়াতে আসে। তাদের লম্বা ঠোঁটের পাশে, চোখের আগে কান যেখানটিতে থাকে, সেই স্থানের বিশেষ সার্থকতা আছে। কথাটা ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেবার পর থেকে, আমার কথা ঠিক কি না, বার বার তা' পরখ ক'রে নিয়েছ। আমি যতদূর জানি বুনো-মোরোগ, কাদাখোঁচা ছাড়া আর একমাত্র পাখী, যার এই বিশেষত্ব আছে। এ তত্ত্ব তোমাদের এখনও জানতে বাকী আছে। কিন্তু কৃষ্ণপক্ষের চেয়ে চাঁদনী রাত এদের বেশী পছন্দ। তা'ই বোধ হয় শীগ্‌গিরই এসে পৌঁছুবে। তোমরা সহজেই তাদের চিনতে পারবে। তাদের মধ্যে যার ছুঁচের মত লেজ, আর যার পাখার মত লেজ, সে প্রভেদ বুঝতে তোমাদের বিশেষ বেগ পেতে হবে না! তোমাদের কাঁচা বয়সের ঝক্‌ঝকে উজ্জ্বল চোখে এ প্রভেদ অনায়াসেই ধরা প'ড়বে। একটি প্রবীণ চিত্রকর কিন্তু সেটি আবিষ্কার ক'রতে পারেন নি। স্বামী-স্ত্রীকে একই চেহারা দিয়েছেন, কিন্তু তাও কি কখনো হয় ?... আর এক কথা—এই পাখীর বর কনে'র মধ্যে এমনি ভাব যে একেবারে মানিকজোড়! পুরুষ ধরা প'ড়লে মেয়েটিও ধরা দেয়! কাজেই আমি যখন শিকারে যাব, তখন তোমরা দুই ভাই-বোনে দুটি পেতে পারবে। এদের [illegible] বেশী নয়; আর আমার বংশবৃদ্ধির অনুপাতে, তা[illegible] গ্রেপ্তার ক'রে আনবার সাধ্য আমার হচ্ছে না। তাই এবারে যেটি ধরা প'ড়বে, সেটি আমাদের বাড়ীর ছোট্ট লাটসাহেব ওরফে কালীবাবুকে নজর দিতে হবে। তা না হলে তিনি নিশ্চয়ই মান-হানির দাবীতে মহারাণীর দরবারে নালিশ রুজু ক'রবেন। তখন আমার অবস্থা কি যে হবে, তা তোমরা বেশ আন্দাজ ক'রতে পারছ।

স্নাইপ আর স্নাইপ শিকারের কথা এখন বেশী ব'লব না। আমাদের হরিপুরের পৈতৃক বাড়ীর আঙ্গিনা হ'তে অনেক সন্ধ্যায় তোমরা চিতাবাঘের আওয়াজ শুনেছ—করাত-চালার মত ; আর যতদিন না আমার গুলি লেগে সে মরেছে, ততদিন আর সে শব্দের বিরাম হয় নি। তোমরা হয়ত দেখেছ, আমি যখন শিকার ক'রতে যাই, তখন আমার বসবার টুলের সম্মুখে পাতায় ভরা ডালপালা দিয়ে একটা আড়াল করে নিই। সে আড়ালটা যথেষ্ট ঘন কিংবা মজবুত নয় ; তবু নিজেকে লুকিয়ে রাখবার পক্ষে যথেষ্ট। তোমরা মোহনলাল হাতীতে বাঘের যাওয়া-আসার গলিপথ আবিষ্কার ক'রে ফিরবার আগেই কতবার হয়তো বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পেয়েছ, তারপর তাড়াতাড়ি সেখানে পৌঁছে দেখেছ মস্ত একটা চিতাবাঘ ধূলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে—গুলি একেবারে তার গলার নলি ফুঁড়ে বেরিয়ে গিয়েছে। আমাকে শিকার করাই ছিল তার মতলব, কিন্তু কপালে লেখা ছিল অন্য রকম ; তাই তার মনের সাধ পোরবার আগেই সে লুটিয়ে প'ড়ল, আর যমরাজা তার ঝুঁটি ধ'রে টেনে নিয়ে গেলেন। জান তো যমের বাহন মহিষ। জীবন্ত থাকলে ব্যাঘ্রবীর মহিষটার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে পিছপা হ'ত না বোধ হয়। যাই হ'ক, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের মত লক্ষ্যবেধ করবার শক্তি আমার ছিল, তাই যমরাজার সুবিধা হয়ে গেল ; তা না হ'লে বাহনটি মারা গেলে ভদ্রলোকের চলাফেরার মুস্কিল হ'ত।

হরিপুরের চারিদিকেই বুনো শূয়ারের বসতি। পাবনার বুনো শূয়ার তার বিপুল বপুর জন্যে বিখ্যাত। চতুর চিতা এদের লোভে চারিদিকে ফেরে, আর সুবিধা পেলেই অসহায় বরাহশিশুদের হত্যা ক'রে উদর পূরিয়ে দিব্য হৃষ্টপুষ্ট হ'য়ে ওঠে। বনের ভিতরে যে সব খুঁড়ি পথ দিয়ে জানোয়ার আনাগোনা করে, তা' খুঁজে পাওয়া শক্ত নয়। তাড়া খেয়ে কোথায় গিয়ে তারা আশ্রয় নেবে, সেটাও অনুমান করা সহজ। আমি তোমাকে এ বিষয়ে আজ যা ব'লে দেব, তাতে কাল তোমার জ্ঞান লাভের সুযোগ হ'তে পারে। আর তার প্রসাদে পায়ে হেঁটে

নির্ব্বিঘ্নে তুমি বেশ শিকার ক'রতে পারবে। আমরা যে শুনতে পাই, শিকার ক'রতে গিয়ে অমুক লোকটা হঠাৎ মারা গিয়েছে, কিংবা ঘায়েল হয়েছে—এ সব অনর্থ কিন্তু অকারণে ঘটে না, দৈবাৎ তো নয়ই। মূলে থাকে অজ্ঞতা, অনভিজ্ঞতা কিংবা দুঃসাহসিকতা; চল্‌তি কথায় যাকে বলে বোকামি আর গোঁয়ারতমি।

মৃগয়া শুধু খেলা নয়, এর মধ্যে বিপদও অনেক। তাই সাহস আর বুদ্ধি দুইএরি বিশেষ দরকার। তা না হ'লে এ খেলায় কোন আমোদই থাকত না।

সে খেলার দাম, নয় কাণাকড়ি,
হুঁসিয়ার জোয়ানের কাছে,
নাই যাতে ভয়, নাই লড়ালড়ি,
বিপদ্ সঙ্গীন ছোটেনা পাছে।

আমি তোমাকে এখন যে সব চিঠি লিখছি, তাহাতে তুমি প্রথম যেদিন বন্দুক হাতে শিকার-ক্ষেত্রে নামবে, সেদিন অনেক দরকারী জিনিষ তোমার জানা থাকবে, অন্ততঃ থাকা উচিত। আর তুমি যদি পাকা হুঁসিয়ার শিকারী হ'তে না পার, তার জন্য আমি দায়ী হব না। শুধু পশু-পাখীর প্রাণ-হানি করবার ক্ষমতা দক্ষ শিকারীর পরিচয় নয়। ইংরাজীতে যাকে Gentleman বলে, তার ঠিক প্রতিশব্দটি আমাদের বাংলা ভাষায় খুঁজে পাওয়া সহজ নয়, তবু কথায় না ব'লতে পারলেও ভাবটি যে কি, তা আমরা সবাই বুঝি। আমার মতে যে লোক জীবনের সব ব্যাপারেই যথার্থ Gentleman, সেই ঠিক চৌকষ [illegible] (Sportsman)। জীবনটা তো সহজ ব্যাপার নয়! বিশেষ ক'রে আমাদের ভারতবাসীদের জীবন; আশে পাশে চারিদিকেই কত বাধা বিপত্তি। শিকার ক'রতে গিয়েও দেখবে, কত ঈর্ষা, বিদ্বেষ, কত ক্ষুদ্রতা, কত দলাদলি, সহজ-ভদ্রতা-বিরোধী কত হীন ব্যবহার,—এক কথায় ব'লতে গেলে, কত অভদ্রতা!

তোমার বয়সী ছেলে-মেয়েদের মধ্যে, তোমার মত মহাভারত-কথা কেউ ভাল ক'রে জানে না। তোমার বয়সের কেন, কোন বয়সের

ছেলেই জানে কি না সন্দেহ। তাই তুমি জীবনে কি-ভাবে চ'লতে পারবে, সে বিষয়ে আমার মনে বিশেষ কোন দ্বিধা নেই। ইংরাজীতে একটি কথা আছে, তার অর্থ তোমার মনে ভাল ক'রে বসিয়ে দিতে চাই। সে হচ্ছে **ক্রিকেট খেলা** (Sports), অর্থাৎ ভাল খেলোয়াড় হওয়া চাই। চেনা ব্রাহ্মণের যেমন পৈতা দরকার হয় না, তেমনি ভাল খেলোয়াড়, হাতিয়ারের পরোয়া রাখে না। সব হাতিয়ারই তার হাতে চলে ভাল। সেই যে জার্মান-ইংরাজে যুদ্ধ হয়েছিল, তাতে খুব ভালো ক'রেই প্রমাণ হ'য়ে গেছে যে, ভালো Sportsman'রাই সব চেয়ে ভাল যোদ্ধা। যুদ্ধ-ক্ষেত্রে তারা যে বীরত্ব, সাহস আর উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে, তার অনেক গুণই তারা মৃগয়া-ক্ষেত্রে অর্জ্জন ক'রেছিল; এই বিপুল সমরাভিনয়ের নান্দীপাঠ প্রথম অঙ্কে মৃগয়াতেই হয়েছিল। ফুটবলের হুড়োহুড়িতেও তুমি খুব মজবুত তা আমি দেখেছি, ক্রিকেট খেলাতেও বেশ সতর্ক। এই দুই খেলাতেই লক্ষ্য ঠিক রাখবার ক্ষমতা, ক্ষিপ্রতা, কৌশল ও কষ্টসহিষ্ণুতা বাড়ে, শরীর সবল, অস্থি-মজ্জা-পেশী দৃঢ় হ'য়ে ওঠে। পুরুষের যা পৌরুষ তারি সূচনা হয়। ইংরাজ-বাচ্চার মধ্যে এই যে খেলার উৎসাহ, আগ্রহ আর একাগ্রতা আছে, তা-ই পরে তাকে জীবনের ঝড় ঝাপটায় তরিয়ে দেয়, আর যুদ্ধের সেই সঙ্গীন বিপদের মধ্যেও খাড়া রেখেছিল। এই নৈপুণ্য, সাবধানতা ও ব্যায়ামচর্চ্চার ফলে দৈহিক উৎকর্ষ, সেদিনকার সংগ্রামের ভীষণ পরীক্ষায়, বিশ্ববিদ্যালয় আর স্কুলের ছাত্রদের যে কত বড় আর কেমন অটল সহায় হয়েছিল, তা আর আমি তোমায় কি ব'লব! বৃহত্তর জীবন সংগ্রামেও এই সুকৃতির ফলে তাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। এই জন্যেই আমি তোমাকে আর তোমার ছোট্ট ভাইটিকে বোঝাতে চাই যে, স্বদেশের সম্মান রক্ষার জন্যে যদি যুদ্ধ ক'রতে চাও, তা হ'লে সে মহৎ কর্ত্তব্যের আরম্ভ ক'রতে হবে এই খেলার আখড়ায়, শৈশবের এই খেলাঘরে! একদিন আমার জীবনেও এই আকাঙ্ক্ষা জাগ্রৎ ছিল, বৎসরের পর বৎসর চ'লে গেল, কামনা আর কর্ম্মে পরিণত হ'ল না,—এখন সে স্বপ্ন

আর আমার আশার রাজ্যে নেই, ক্রমশঃ স্মৃতির মধ্যে মিলিয়ে আসছে। তবে তোমরা আমার জীবনে এসেছ, তাই আশা আবার দেখা দিয়েছে ; আমাকে দিয়ে যা হয় নি, তোমরা তা ক'রবে। যতক্ষণ না অনুভব ক'রবে তোমারই দক্ষিণ হস্তের দৃঢ়তার উপর দেশের কল্যাণ নির্ভর করছে, যতক্ষণ না তুমি জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে, এই বিশাল রাজ্যের অন্যান্য প্রজাদের সঙ্গে পাশাপাশি সমকক্ষ হ'য়ে দাঁড়াতে পার, ততক্ষণ যথার্থ স্বদেশভক্তি তোমার মনে প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রবে না। তোমাদের এই শক্তিতে প্রাণবান্ আর এই যোগ্যতার অধিকারী হ'তে দেখাই এখন আমার জীবনের পরম আকাঙ্ক্ষা। তাই আমি চাই সংসারের এই রঙ্গভূমিতে সব রকমে তোমরা হুঁসিয়ার খেলোয়াড় আর মজবুত পালোয়ান হও।

বন্দুকে বল্লমে তীরে তলওয়ারে,
লাঠি বড়সিতে আর,
করগো শিকার, করগো শিকার,
হও হুঁসিয়ার, হও হুঁসিয়ার।
সাবাস জোয়ান, মুস্কিল আসান,
ক'রে নেবে ফতে কেল্লা দুনিয়ার !
বেড়ে যাবে ছাতি, বাড়িবে ভরসা,
নিদাঘ, হেমন্ত, দুরন্ত বরষা,
কি করিতে পারে কার ?
ভালো খেলোয়াড়, ভালো পালোয়ান,
তারা যে মানুষ ভালো,
বাহির ভিতর সমান তাদের,
কোথাও নাহিক কালো।
ভীরু যারা সব, নাকে কাঁদে শুধু,
হাঁচি-টিক্‌টিকে ডরে,
তাদের পরাণে পাপের বসতি,
দেহে মনে ঘুণ ধরে।

পছন্দ সবার নয়তো সমান,
ঝগড়া চলে না তায়,
তাস পাশা নিয়ে কারো কাটে দিন্,
কেহ বা সমরে ধায় !
তবু বলি ভাই, শিকার সবাই
করিলে করিতে বেশ,
জাল জুয়াচুরি, চুরি বাটপাড়ী,
ইহাতে নাহিক লেশ !
বন্দুকে বল্লমে তীরে তলোয়ারে,
লাঠি সড়কিতে আর,
করগো শিকার, করগো শিকার,
হও হুঁসিয়ার, হও হুঁসিয়ার।
সাবাস জোয়ান, কিসের পরোয়া,
ক'রে নেবে ফতে কেল্লা তুনিয়ার !

এ চিঠি শেষ করবার আগে, তোমাকে একটি কথা বলতে চাই। বসুন্ধরা তাঁর প্রকৃতির যে সুন্দর বইখানি আমাদের চোখের সম্মুখে দিন-রাত খুলে রেখে দিয়েছেন, এর চেয়ে ভালো পড়বার বই আর খুঁজে পাওয়া যায় না—প'ড়ে শেষও করা যায় না ; রোজই নতুন কথা লিখছেন, এক-ঘেয়ে হয় না ব'লেই বুঝি এমন ভালো লাগে। বৈজ্ঞানিক তাঁর ঘরের কোণে ঘুপ্‌সি হয়ে ব'সে আপন খেয়াল মত চলেন। অনেক সময় ভুল ক'রে, চশমাটা যে-চোখে পরবার নয়, তাতেই লাগান। তাই যা সত্যি, তা তাঁর সম্মুখে ভিন্ন-মূর্ত্তিতে দেখা দেয়। তিনি যা হওয়া উচিত মনে করেন, তার উল্টো কিছু দেখলে তাঁর মন বিরূপ হ'য়ে ওঠে। আর, মাঠে বনে যাঁরা প্রকৃতির তত্ত্ব নিয়ে ফেরেন, তাঁরাই কিন্তু ঠিক খবরটি পান। সতর্কদৃষ্টি হ'য়ে দেখতে শিখো, আর যা দেখলে তা মনে ক'রে রেখো। যে-সব জন্তু শিকার করা হয়, শুধু তাদেরই রীতি-চরিত নয়,

সব জন্তুরই অভ্যাস-ব্যবহার ভারি আশ্চর্য্য। পাখীদের সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। যখন শিকারের খবর কিছু পাওয়া যাচ্ছে না, ব'সে ব'সে দিন আর কাটে না, তখন যদি চারিদিকের অপরাপর জন্তুদের চলাফেরা লক্ষ্য করবার অভ্যাস তোমার থাকে, তা হ'লে থিয়েটার দেখতে দেখতে মানুষের যেমন সময়ের জ্ঞান থাকে না, তেমনি তোমারও দিন যে কোথা দিয়ে চ'লে গেল, বুঝতেও পারবে না।

কৃষি-কাজ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বন জঙ্গল যত কাটা প'ড়ে যাচ্ছে, শিকারও তেমনি অল্প হ'য়ে আসছে। যে সব সুবিধা আমরা পেয়েছি, সে সুযোগ তোমরা খুব সম্ভবতঃ পাবে না। খাল বিল শুকিয়ে আসছে—নদীর ধারার সে প্রবল স্রোত আর নেই। এর প্রধান কারণ দেশের বড় বন কাটা প'ড়ে মাঠে পরিণত হয়েছে। এ বিষয়ে বেশী জোর ক'রে কিছু বলবার অধিকার আমার নেই। তবে শিকার যে ক'মে আসছে, সেটা এমন প্রত্যক্ষ সত্য যে, তাও অস্বীকার করবার জো নেই। যে-সব দেশে আগে বুনো মোষ আর হরিণ দলে দলে চ'লে বেড়াত, এখন আর তাদের সেখানে দেখা যায় না। তারা অন্যত্র চ'লে গেছে, তাদের খোঁজে খোঁজে বাঘ ভালুকও দেশান্তরী হয়েছে। সেইজন্যে তোমাকেও হয় তো অনেক দূর-দেশে যেতে হবে। তবে যাত্রা যে নিষ্ফল হবে এমন কথা বলা যায় না। যা চাও তা পাবার জন্যে বহু ধৈর্য্যের আবশ্যক। জীবজন্তুর জীবন-চরিত সম্বন্ধে একটু জ্ঞান সঞ্চয় ক'রে নিয়ো। খাল, বিল, নদী, নালা, মাঠ, বন, পাহাড়, পর্ব্বত—মানুষের মন ভোলাবার অনেক [illegible] জানে,—এত আনন্দ দিতে পারে যা জীবনেও ফুরোয় না। একটা উদাহরণ দিলেই বুঝবে। এই যে পশু পাখীর গায়ের রং, এযে কেন এমন, এ রহস্য ভেদ করবার আগে অনেক বুদ্ধি খরচ ক'রতে হয়, অনেকখানি ধৈর্য্যের আবশ্যক। সূর্য্যের আলো বনের রাশি রাশি পাতার মধ্য দিয়ে গোল হ'য়ে আসে, আর যেখানে গাছপালা ছাড়া ছাড়া, পাতার মধ্যে অনেকখানি ক'রে ফাঁক, সেখানে লম্বা হ'য়ে পড়ে। এই জন্য চিতার গায়ে গুল বসানো, আর বাঘের গায়ে ডোরা কাটা। একজন

থাকেন গভীর বনে, আর একজন বনের ধারে। এমনি পোষাক পরেন ব'লেই অলক্ষ্যে শিকারের উপর গিয়ে প'ড়তে পারেন। তৃণজীবী জন্তুদের গায়ের রং তাদের বাসস্থানের সঙ্গে এমুনি মিশ খায় এবং তাদের পর্দ্দার মত আড়াল ক'রে ঢেকে রাখে যে, শত্রুর চোখ সহসা সেখানে গিয়ে পৌঁছতে পারে না। কিন্তু এটা কি একেবারে বাঁধা নিয়ম, এর আর নড়্‌চড়্‌ হয় না? হয় বৈকি। বহু শত্রুবেষ্টিত একই জায়গায় হয়তো ঝল্‌মলে পোষাক-পরা অনেক পশু-পাখী দেখা যায়—যাদের রং দূর হ'তেই চোখে পড়ে। ঋতু-পর্য্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে পশু-পাখীর গায়ের স্বাভাবিক রং আবার বদলাতেও দেখা যায়। যে-দেশে শত্রু-সংখ্যা কম, সেখানে তাদের সাজ-পোষাকের জাঁক-জমক বেড়ে ওঠে। যেমন আজকাল যুদ্ধের দিনে খাকি পরা হয়েছে, কিন্তু শান্তির দিনে সেপাইরা রক্তের মত রাঙা পোষাক প'রে বেড়াত। দেশভেদে আর বিয়ের মতলবেও পশু-পাখীরা রং বদলায়। যেমন বুড়ো বর গোঁফে চুলে কলপ দিয়ে কাঁচা ছেলে সেজে মন ভোলাতে চায়, তেমনি আর কি! আমি তোমাকে গোড়ার কথা দু' একটা ব'লে দিতে পারি, কিন্তু এগোতে হ'লে সাবধান হ'য়ে দেখতে হবে; সতর্ক হ'য়ে বিচার করা চাই; তবে তো প্রকৃতির গূঢ় রহস্য ভেদ ক'রতে পারা যায়?

কলিকাতা, ১২ই আগষ্ট ১৯১৭ খৃঃ।

স্নেহের অলকা,

প্রথম চিঠিখানিতে একবার উঁকি দিয়েই বুঝেছ সেখানি তোমার কল্যাণকে লেখা হয়েছে। এই দেখেই তোমার পুটপুটে রাঙা ঠোঁট দুখানি ফুলে উঠল! এর অর্থ—এ চিঠি তো দুজনকেই লেখা যেতে পারত। কল্যাণকে আরণ্যবিদ্যা শেখানো আর তোমাকে আমার শিকারের গল্প শোনানো, এক ঢিলে দুই পাখীই শিকার করা চ'লত। কয়েক বৎসর পরেই তোমাকে আমাদের হিন্দু জীবনের যোগ্য গৃহলক্ষ্মীর কাজ ক'রতে হবে। এ সাধ তোমার মনে হয়তো একটু আধটু আছে। আর তা ছাড়া,

আমাদের প্রাচীন কাব্য সাহিত্যের সাহায্যে এই সহজ সরল ইচ্ছাটি বিকৃত না হ'য়ে পরিপুষ্ট হয়েছে। আজকালকার দিনে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব এড়ান বড় সহজ কথা নয়। কিন্তু সুদূর ইউরোপে তোমার বিদেশিনী বোনেদের জীবন যে বড় সুখে কাটে, তা নয়; অনেকেরই জীবন বৃথা কাজে ব্যর্থ হ'য়ে যায়। অনেককেই আবার নূতন ক'রে শেখাতে হয় যে, স্ত্রী হওয়া, ছেলের মা হওয়াই সচরাচর নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ আর সম্পূর্ণতা। আগে যে পথে শুধু পুরুষরাই যাত্রা করিতেন, এখন কালের গতিকে সেখানকার মেয়েদের জন্যেও সেই পথ খুলে দেওয়া হয়েছে। যে-ভাবে, যে সুনিপুণ দক্ষতার সঙ্গে তাঁরা এই নূতন পথের যাত্রী হয়েছেন, বিপদের মুখে তাঁরা যে নির্ভীকতা অথচ নারীসুলভ সৌকুমার্য্য ও সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছেন, তা দেখে আশ্চর্য্য না হ'য়ে, তাঁদের প্রশংসা না ক'রে থাকা যায় না। কিন্তু তবুও সমস্ত কর্ত্তব্যপালন ক'রে সুখী হ'লেও স্ত্রীলোকের সবখানি মন যে এতে ভরে না, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। পুরুষের যদি জীবন-সঙ্গিনীর আবশ্যক থাকে, স্ত্রীলোকের আবশ্যক যে তার চেয়েও অধিক, তাতে আর সন্দেহ কি? আমাদের দেশে পরিবারই সমাজের অঙ্গ; সে দেশে প্রত্যেক ব্যক্তি এককই সমাজের অংশ। আমাদের দেশে ইতিহাসের সুদূর অতীত আবার এতই সুদূর যে, তার অনেকখানি আমাদের চোখে ঝাপ্‌সা হ'য়ে এসেছে। এই শিক্ষাই আমরা পেয়েছি যে, পরিবারই সভ্যতার কেন্দ্রস্থল ও অটুট স্তম্ভ। স্ত্রীলোকেরা শুধু যে এই সভ্যতা গ'ড়ে তুলেছেন [illegible] [illegible], তাঁদেরি প্রভাবে, আমরা কখনো বর্ব্বরতার ক্ষেত্রে পা বাড়াতে পারিনে। গৃহখানিকে সুন্দর পরিপাটী পরিচ্ছন্ন রাখা, জীবনের আদর্শ উন্নত পবিত্র রাখা, গৃহ ব'লতে যে-আনন্দধাম আমাদের চক্ষের সম্মুখে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে, তাকে চিরস্থায়ী করা,—এ কর্ত্তব্যই স্ত্রীলোকের বিশেষ কর্ত্তব্য। এর কাছে বিদেশী অনুকরণে **"ফ্যাসানেবল"** (Fashionable) রমণীর জীবন কত তুচ্ছ, কি পর্য্যন্ত শ্রীহীন, একটু ভাবলেই বুঝতে পারবে। এই নূতন জীবনের স্রোত ক্ষীণধারায় এদেশেও এসে পৌঁছেছে। তোমাকে

স্পর্শ ক'রতে পারবে না সত্যি, তবু সাবধান ক'রে দেওয়ায় দোষ কি? কেননা অনেক পরিবারেই বিদেশী আবহাওয়া দেখা দিয়েছে। অনেকে বিনা বিচারে এই স্রোতে গা ঢেলে দিচ্ছেন।

আসল কথায় ফেরা ভাল। এখন হ'তে সব চিঠিই তোমার আর কল্যাণের দুজনের নামেই লেখা হবে। তুমি শিকারের জীবনের আনন্দ ও বিপদ দুইই বোঝ। কেন যে তোমাকে তার মধ্যে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, তা তোমাকে বলবার বেশী দরকার নেই। তোমার সবচেয়ে অনুরক্ত বৃদ্ধ ভক্তটিও তোমায় এ দুঃসাহসের কাজে অগ্রসর হবার সম্মতি দেবেন না। যেদিন আলোয় আকাশ উজ্জ্বল, বাগানে কত রঙেরি ফুলের বাহার, নীল আকাশের গায়ে কত টিয়ে চন্দনা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যায়, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা আমার শিকারের গল্প শুনবার জন্যে ভিড় ক'রে দাঁড়ায়, তখন সে গল্প ক'রতে আমি আমার মনে যে গৌরব অনুভব করি, তা কারো কারো কাছে হয়তো ছেলেমানুষি ব'লে বোধ হ'তে পারে! তা হ'ক। সেই পুরাণো গল্পই আমি আজ আবার তোমাদের নূতন ক'রে বলছি।

কলিকাতা, ২০শে আগষ্ট, ১৯১৭ খৃঃ।

স্নেহের অলকা কল্যাণ,

শিকারের রাজ্যে ব্যাঘ্রবীরকেই সম্মানের প্রথম পদ দেওয়া উচিত। তিনিই এ রাজ্যের অধিনায়ক। যদিও এ রাজকীয় জাতির সংখ্যা তত অধিক নয়, তবুও আমাদের বিশাল অরণ্য-প্রদেশ-সকলে তাদের নির্ব্বংশ হবার সম্ভাবনা খুবই কম। অনেকে মনে করেন, শ্বাপদ জাতির বংশক্ষয়ের জন্যে শিকারীরাই বিশেষরূপে দায়ী। এ কথা আফ্রিকা আর আমেরিকার সম্বন্ধে হয়তো বা সত্য। চতুষ্পদ রাজ্যের সাধারণ প্রজাবর্গের (যেমন হরিণ মহিষের) সংখ্যা আমাদের দেশে এতই হ্রাস হ'য়ে গিয়েছে যে, সেটা একটা ভাবনারই বিষয় সন্দেহ নাই। যে-ব্যক্তি মৃগয়ার নিয়ম মেনে চলে, আর যথার্থ যার এ সম্বন্ধে অনুরাগ আছে, সে কখনও নির্ব্বিচারে জীবহত্যা করে

যাদের সঙ্গে শত্রুতাচরণ করে, তারা প্রায়ই 'প্রলয়'-জোয়ান। আর য. [illegible] ধিক সংখ্যা মৃত্যুমুখে পতিত না হয়, সে বিষয়েও দৃষ্টি রাখে। কিন্তু। [illegible] যাদের ব্যবসায় আর জীবিকা উপার্জ্জনের উপায়, তারাই কোন নিয়ম গ্রাহ্য করে না ; জীবহত্যাকাণ্ডে সংখ্যা নিয়মিত করবার চেষ্টা তাদের আদৌ নাই। এই অত্যাচার রহিত করবার জন্যে অনেক বিধি-বিধান প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে আরও সতর্ক সাবধান হওয়া আবশ্যক। তা না হ'লে আমরা যে-সকল দৃশ্য আর যে-আনন্দ উপভোগ ক'রে গেলাম, আমাদের বংশধরদের ভাগ্যে আর তা' ঘ'টবে না। বহু বৎসর পূর্ব্বে কটক জিলায়,—এখনও তার ব্যতিক্রম হয়নি,—এক একটা শিকার-যাত্রায় প্রায় তিন শত অনুচর সহযাত্রী হ'ত! এর মধ্যে আবার অনেকে সেকেলে ধরণের বন্দুক-ঘাড়ে আসত। দিনের শেষে আমরা যখন তাঁবুতে ফিরতাম তখন এই অনুচরগণ সবাই প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছে দেখলে আমরা আপনাদের ভাগ্যবান্ বলে জ্ঞান ক'রতাম। এরা এক এক জন ত্রিশ ত্রিশ গজ তফাতে বন্দুক-ঘাড়ে জঙ্গল ঘিরে খাড়া হ'য়ে যেত। যে হতভাগারা উত্তরাধিকার-স্বত্বে কিংবা পয়সার জোরে এমন সব দানব-অস্ত্র সংগ্রহ ক'রতে পারেনি, তারা গিয়ে পাহাড়ের মাথার উপর চ'ড়ত, আর সেখান হ'তে মহাদেবের ভূতপ্রেতের মত অমানুষিক শব্দ ক'রে, ঢিল পাটকেল বড় পাথরের চাঁওড় ছুঁড়ে গড়িয়ে শিকার খেদিয়ে এক জায়গায় জড় করবার চেষ্টা ক'রত। কিন্তু চেষ্টার ফল কিছুই হ'ত না। ময়ূর, চিকারা হরিণ, শূকরছানা, শজারু যে পাশ দিয়েই যাক না কেন, অমনি এরা সেই সেকেলে বন্দুকগুলো ছুঁড়্ত। যদিও বেশী কোন বিপদ ঘ'টতে আমি এ পর্য্যন্ত দেখি নি, সে কিন্তু তাদের পূর্ব্বপুরুষের পুণ্যের জোরে। ম'রতে ম'রতে অনেকে কোনরূপে বেঁচে এসেছে। তবে বিশ্বস্তসূত্রে জেনেছি যে এ অবস্থায় বিপদ ঘটাই নিয়ম, আর ঘরের ছেলে নিরাপদে ঘরে ফিরে আসাটাই হচ্ছে ব্যতিক্রম। বেশ বোঝা যায়, এই সব বুনো লোক, যারা জঙ্গলের অন্ধি-সন্ধি খুব ভাল ক'রেই জানে, তারা যে নির্ব্বিচারে অনেক জীবহত্যা করে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই কারণেই

ভারতবর্ষের অরণ্যপ্রদেশে আরণ্য জন্তুর সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে। যে প্রধান শিকারী আমার মৃগয়া ব্যাপারে সাহায্য করবার জন্যে নিযুক্ত হয়েছিল, সেও দেখলাম এ প্রলোভন এড়াতে পারলে না। যেদিন আমি পৌঁছেছি সেই দিন সকালেই সে এক মৃগয়ারীতি-বিরুদ্ধ কাজ ক'রলে। ভাল ক'রে ভোর হবার আগেই বনের পথে সে বাঘের পায়ের দাগ খুঁজতে গিয়েছিল। কথা ছিল খোঁজ খবর ক'রে ব্যাঘ্রবীব কোথায় শিবির স্থাপন করেছেন তার সংবাদ নিয়ে আসবে। একটা মহুয়া গাছের ছায়ায়, ঝোপের আড়ালে শিকারীর সেকেলে বন্দুকটি, একখানি গামছা, রক্তের জুলি, আর তার থেঁৎলানো অর্দ্ধেক-খাওয়া শরীরটা পাওয়া গেল! পরে আমরা জানলাম, এ ভীষণ হত্যাকাণ্ড, একটি মানুষ-খাওয়া বাঘিনী আর তার তরুণ বংশধরেরা করেছে। খুব সম্ভবতঃ শিকারী একটি চিতলের, অর্থাৎ গুলবাহার (Spotted deer) হরিণের, আশায় সেইখানটিতে লুকিয়ে বসেছিল। মতলব, যদি দেখা হয় তবে সেটিকে মেরে আনবে। ইতিমধ্যে বাঘিনী এসে তাকেই শিকার ক'রে ফেল্লে। সে অঞ্চলে যতগুলি বাঘ ও বাঘিনী এসে বসতি করেছিল, তারা সবাই মহামাংসের পক্ষপাতী। মৃগমাংসেও তাদের অরুচি ছিল না। কাজেই মানুষটিকে আগে পেয়ে তাকে আর ছেড়ে কথা কইল না। এসব শিকারীরা যেমন নির্ব্বিচারে বনরাজ্যে জীব হিংসা ক'রে বেড়ায়, মনে হয় বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এর প্রাণ নিয়ে তারই প্রতিশোধ তুললেন।

নরমাংস আর মৃগমাংস-লোভী বাঘেদের কথা ব'লতে গেলে বলা উচিত, তারা ভিন্ন-গোত্রীয় হ'লেও একজাতীয়। তাদের বিপুল শরীর দৈর্ঘ্যে দশ ফুটের কিছু উপর (রোলাণ্ড সাহেবের পরিমাণ-রীতি অনুসারে); শস্যশ্যামলা বঙ্গমাতা তাদের নামকরণ করেছেন, "বাঙ্গলার ব্যাঘ্ররাজ"! বঙ্গভূমির জল বাতাসের গুণে তাদের বরবপু শুধু দৈর্ঘ্যে নয়, আয়তনেও বৃদ্ধি পায়। তাই তারা দেখতে সহরের কাঙ্গাল কেরাণীদের মত নয়। মফঃস্বলের মহিমান্বিত জমিদার ও রাজা রাজড়ার মত,—মেদমাংসবহুল। চাল-চলনও বিশেষ গম্ভীর রকমের। কিন্তু যে সব বাঘ শিকারের সন্ধানে

শুধু মাঠে বনে নয়, পাহাড়ে আর পাহাড়তলীতে চলাফেরা করে, তাদের দেহ [illegible] তি রাজপুত-বীরের মত দীর্ঘকায়, বসামাংসবর্জ্জিত, অস্থিমজ্জার সাম্যে দে[illegible] সুন্দর। তারা চতুর, সতর্ক, দ্রুতগতি: সহসা তাদের শিকার করা কঠিন। কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় ফাল্গুন-চৈত্রে কিংবা তার কিছু পূর্ব্বেই,—যখন নদীতীর আর বনভূমি মরকতশ্যামল তৃণে সুসজ্জিত হয়, বাথানের মহিষের দল সেখানে স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দে আহার বিহার ক'রে দিব্য হৃষ্টপুষ্ট হ'য়ে ওঠে,—তখন তাদের শিকার ক'রে ক'রে ব্যাঘ্রবীরেরাও শীঘ্রই "বৃঢ়োরস্ক শালপ্রাংশু মহাভুজ" হ'য়ে ওঠে। তখন তাদের দিগ্বিজয়ী অশ্বমেধ-যজ্ঞকারী রঘুরাজ ব'লে ভ্রম হওয়া বিচিত্র নয়। পাহাড়ের দেশে ব্যাঘ্রের ভাগ্যে পশু-লাভ সহজ ব্যাপার নয়; অনেক পরিশ্রমই ক'রতে হয়,—হরিণ ও শূকর ভারি চতুর, পারত পক্ষে ধরা দেয় না। দিন গুজরান ক'রতে মেহন্নত দরকার। তাই প্রাণধারণ শুধু চলে, ভুঁড়িটি গ'ড়ে তোলা আর হ'য়ে ওঠে না। কাজেই নতুন কার্য্যক্ষেত্র খুঁজে নিতে হয়। এদের সম্বন্ধে যা ব'ললাম, চিতা ও নেকড়েদের বিষয়েও সেই কথা বলা চলে। এই রকম ব্যাঘ্ররাজদম্পতি যেখানে রাজত্ব করে, সেখানে অন্য কেউ আর অনধিকার-চর্চ্চা ক'রতে আসে না; তারা ভিন্ন-রাজ্য অধিকারের চেষ্টায় দূরে যায়। এ ছাড়া আরও এক কারণ আছে। যে রাজ্য কোন এক ব্যাঘ্রদম্পতি অধিকার ক'রে থাকে, সেখানকার পশুপ্রজা আত্মরক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হ'য়ে ওঠে। কাজেই সেখানে মৃগয়ার সুবিধা বড় একটা ঘ'টে ওঠে না। সেখানে থাক্‌লে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হ'তে পারে, কিন্তু উলুখড়ের প্রাণ যায় না,—পেটও ভরে না। তাই স্বার্থ-সাধন করবার জন্যে স্বতন্ত্র দেশই শ্রেয়ঃ। এ ছাড়া, দেশ-বিশেষে এই সব জন্তু বাস ক'রতে একটু ভালবাসে। তোমাদের মনে আছে বোধ হয়, আমাদের হরিপুরের কাছাকাছি একটি জঙ্গলে তিন তিনটি চিতা তিন মাসের মধ্যে উপরি উপরি আমার গুলিতে মারা পড়েছিল!

এদের স্ত্রী পুরুষের প্রভেদ আয়তনে এবং চতুরতায়। মেয়েরা চালাক বেশী। এমনি ক'রে বোধ হয় তারা গায়ের জোরের অভাবটা পূরিয়ে নেয়।

তা নইলে স্ত্রী জাতিকে খাটো ক'রে কোন কথা বলি, এমন সাধ্যি আমার নেই। অলকমণি তোমার এ বিষয়ে ভীত হবার কিছু নেই। না হয় তোমার পতি-দেবতাকে এইটুকু পড়ে শুনিয়ো না, তা হ'লেই কোন গোল হবে না। সন্তান-পালন আর রক্ষণের জন্যেও বাঘিনীকে অনেক সময় বেশী সতর্ক হ'তে হয়। কেননা বাপেদের গ্রাস হ'তে তার পেটের ছেলেদের রক্ষা করবার জন্যে অনেক বুদ্ধি-খরচ, অনেক ফন্দী আঁটা দরকার হয়। শুধু তাই নয়, এই সময়ে তার ছেলেদের আর আপনার ভরণ-পোষণের ভার নিজে না নিলে চলে না। যিনি জন্মদাতা, তিনি কিছুই করেন না; উল্টে ছেলেগুলিকে কেমন ক'রে মারবেন সেই মতলবে ফেরেন। ছেলেগুলি কিছু বড় সড় হ'য়ে যখন আত্মরক্ষা ক'রতে পারে, তখনই তাদের মায়ের ভাবনা যায়। তোমরা সবাই জান বোধ হয়, বেড়ালের মত বাঘেরাও সুবিধা পেলেই ছানাদের খেয়ে ফেলে। তাই মাতারা অনাহারে অনিদ্রায় রাতদিন প্রাণপণ ক'রে পাহারা দিয়ে থাকে। একবার আমি মস্ত একটা বাঘের সন্ধানে ফিরছিলাম। কিছুতেই আর নাগাল পাইনে। তারপর সাবালক-পুত্রহত্যা পাপের বমাল সাক্ষীতেই সে বাঁধা প'ড়ল। গ্রামের কোন লোক এক দিন ভোর হবার কিছু আগেই তার বাড়ীর কাছে বাঘের ডাক শুনে জেগে ওঠে। তার বাড়ীখানি গ্রামের এক টেরে, বনের কাছাকাছি ছিল। শেষ রাতে উজ্জ্বল চাঁদের আলোতে সে দেখলে, দুটি মস্ত চিতা মাঠের উপর খেলা করছে। হঠাৎ ভয়ানক গর্জ্জন শুনতে পেয়ে বেরিয়ে দেখে কি, দুয়ের মধ্যে যে বয়সে বড়, (আকারে আয়তনে বোঝা গেল সে পুরুষ) অন্যটির উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ল, আর কুকুরে যেমন ইঁদুরকে নাকড়ানি দিয়ে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তেমনি তাকেও ছুঁড়ে ফেলে দিলে। বেচারী জলে ভরা একটা নালার মধ্যে গিয়ে প'ড়ল। করুণাময় পিতা আর তার খোঁজ খবর নেওয়া দরকার বোধ করলেন না, সে প'ড়েই রইল। এ খবর সেই ভোরেই আমার কাছে পৌঁছুলো। কাজেই এর পরে তাকে খুঁজে বা'র করা আমার পক্ষে কিছুই কঠিন হ'ল না। এই ক'দিন ধ'রে ব্যাঘ্রবীরের তল্লাশে আমাকে ভারি হয়রান হ'তে হয়েছিল,

কিন্তু বাচ্ছাটি মায়ের কাছে একটুখানি আদরের চেষ্টায় গিয়েছিল। বাবা মশায়ের বুকে আর সেটুকু সইল না—পুরুষ ব্যাঘ্র ভালবাসার স্থলে কারো আধিপত্য সইতে পারে না—এমন কি নিজের পুত্রেরও নয়।

তোমরা মনে ক'রো না বাঘ কিংবা চিতা জলের ঘেঁস নিতে চায় না। সচরাচর তারা জলে পা দিতে চায় না, সত্যি; তবে দরকার হ'লে স্রোতে গা ভাসাতে আপত্তি কিংবা অনিচ্ছা দেখায় না। আমার বন্ধুবর্গ (যাঁদের সকলেরি সঙ্গে তোমরা বিশেষ পরিচিত) আমায় বলেছেন—আসামে, শ্রীহট্টে, বাঘ শিকারের সময় তাঁরা দেখেছেন এরা সাঁতার দিয়ে বড় বড় খাল বিল বেশ পার হ'য়ে যায়। একবার একটা বাঘ দেখে তার অনুসরণ ক'রে যেতে হঠাৎ দেখলেন—সে যেন ধোঁয়ার মত কোথায় মিলিয়ে গেল। তার আর চিহ্নমাত্র দেখা গেল না। সম্মুখে খর্ব ঘাসে ঢাকা মাঠ; তার চারিদিকে হাতীর উপর শিকারী। এর মধ্যে কোন্ যাদুতে এমন অসাধ্য-সাধন ঘ'টল, কারো বোধগম্যই হ'ল না। ক্রমে আবিষ্কার হ'ল মাঠের এক ধারে একটি খাল; বাঘটি টুপ্ ক'রে তারি জলে নেমে শুধু মাথাটি জলের উপর ভাসিয়ে রেখে, কিনারার একটি বনঝাউগাছ মরিয়া হ'য়ে আঁকড়ে ধ'রে আছে। সেই অবস্থাতে সে মহারাজার গুলিতে মারা প'ড়ল।

একবার একটা বাঘ কিংবা চিতা, যা-ই বল (এদের মধ্যে আমি তো কিছু প্রভেদ দেখিনে, যদিও অনেকে এ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখেছেন) মস্ত একটা বেতবনে ঘন ঝোপে কোণঠাসা হ'য়ে আটকা পড়েছিল। পালাবার পথ তার একটি মাত্র ছিল, তাও আবার খালের ধারে। হেঁটো ধুতির মত কম চওড়া একটা খুস্কি পথ। আমি এরি পাশে টুল নিয়ে লুকিয়ে তার আবির্ভাবের আশায় বসেছিলাম। শিকারীরা চারিদিক হ'তে বন ঘেরাও ক'রে পিটতে পিটতে আসছিল। আমি একান্ত উৎসুক হ'য়ে প্রতীক্ষা করছিলাম। তখন আমার অবস্থা, "পততি পতত্রে, বিচলিত-পত্রে, শঙ্কিত-ভবদুপযানং।" কিন্তু কৈ কারো দেখা নেই; আর আমাকে এড়িয়ে সে পথ দিয়ে কেউ যে পালিয়ে যাবে তারও কোন উপায় ছিল না। শুধু একটিবার জলে ভারী কিছু পড়বার ক্ষীণ একটা শব্দ আমার

শ্রুতিগোচর হয়েছিল। কিন্তু সে এমন অস্পষ্ট যে তাতে ক'রে এমন প্রকাণ্ড জানোয়ার জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে, এ কথা মনে করবার কোন কারণ ঘটেনি। আর সে শব্দ এতই ক্ষীণ যে কিছুতেই ভাবতে পারিনি যে, অরণ্যসম্রাট শার্দ্দূল প্রাণ রক্ষা করবার জন্যে নদীতে শেষ সন্তরণে প্রবৃত্ত। নৈরাশ্য আর বিস্ময় যুগপৎ আমার মনকে অধিকার ক'রলে। হঠাৎ প্রহরী একজন চীৎকার ক'রে উঠল। অন্য শিকারীদের নিয়ে সেই শব্দ অনুসরণ ক'রে গিয়ে দেখি, ব্যাঘ্র সন্তর্পণে জলে ঝাঁপিয়ে নিঃশব্দে সাঁতার দিয়ে ওপারে পৌঁছে চুপি চুপি পলায়নের চেষ্টায় আছে। শিকারীর চীৎকারে বাধা পেয়ে সবে থমকে দাঁড়িয়েছে।

এমনও দেখা যায়, বাঘ ১২০ হাত চওড়া খরস্রোতা নদী সোজা সাঁতার দিয়ে পার হ'য়ে গিয়েছে। নদীর কিনারা পর্য্যন্ত তার পায়ের দাগ ছিল; তারপর ধারে ধারে অনেক দূর সাবধানে হেঁটে গেছে। নিরাপদ পার-ঘাট বেছে নিয়ে তবে জলে নেমেছে। সাঁতারে অন্য পারে যেখানে একটি গাছ জলের উপর একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল, সেইখানে কঠিন মাটি পেলে ডাঙায় ওঠা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে তা সে ঠিক অনুমান ক'রে নিয়েছিল। যদিও সোজা সেখানটিতে পৌঁছবার জন্যে স্রোতের মুখে সাঁতার দিতে বিশেষ কষ্টই হয়, তবুও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। প্রাণপণ চেষ্টায় আপন অভীষ্ট সাধন ক'রে নিয়েছিল। এই সব নদীকে সর্ব্বত্র সর্ব্বথা বিশ্বাস করা চলে না। তবে "হিতোপদেশের" উপাখ্যানের বাঘের চেয়ে আমি যার কথা বলছি তার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ছিল। তাকে আর পথচলা পথিকের কাছে সাহায্য প্রার্থনা ক'রতে হয়নি। অন্য একটা বাঘ আর একবার সাঁতার দিয়ে নদী পার হ'তে গিয়ে জেলের জালে আটকা প'ড়ে বিঘোরে মারা যায়। পরদিন তার মৃতদেহটা জেলেরা আমাদের বাড়ী নিয়ে এসেছিল। এরা কই, মাগুর ধ'রবে ব'লেই জাল পেতেছিল, কিন্তু এমন নতুন শিকার পেয়ে তারা ভারি খুসী হয়, লাভও করেনি মন্দ। তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আমাদের বাড়ীর উত্তরে যে বিল আছে, চওড়ায় এক মাইলের উপরে হবে। যথাকালে এখানে

হাঁস, চখাচখি আর স্নাইপের মস্ত মেলা ব'সে যায়। কথায় বলে, "গাঁ দেখবি তো কমল, আর বিল দেখবি তো চলন!" এ বিল সেই বিখ্যাত চলন বিলের শাখা। এরি ধারে জলাভূমিতে বছর কুড়ি আগে বুনো মোষের দল চ'রে বেড়াত। একবার দুর্গাপূজার সময় (তখন আমরা ছেলেমানুষ) নবমী পূজার দিন, ব্রাহ্মণ-ভোজনের দিন, দই ক্ষীর আর এসে পৌঁছয় না। ফলারে বামুন পাত পেতে ব'সে গেছেন, কর্ত্তারা ঘর-বার করছেন। এদিকে যেখান দিয়ে নৌকা ক'রে গয়লারা দই ক্ষীর নিয়ে আসবে, এক পাল বুনো মোষ সেখানটিতে পথ আটক ক'রে দাঁড়িয়েছিল। দাঁড়ি-মাঝির সাধ্য কি যে নৌকা বেয়ে আসে! এ মোষের পাল তো সুবোধ বালকের দল নয় যে তাদের বুঝিয়ে পড়িয়ে কিছু সুবিধা হবে। তাই যতক্ষণ এই মহিষাসুরগুলি আপনা হ'তে পথ ছেড়ে না দিলে, ততক্ষণ মহিষমর্দ্দিনীকে ভোগের জন্যে মুখটি বুজে প্রতীক্ষা ক'রে থাকতে হয়েছিল। এখন আর সে জলাভূমি নেই। বিলগুলি মাঠ হ'য়ে তাতে চাষবাস চলছে। মহিষাসুরও তার মোসাহেবের দল নিয়ে অন্যত্র চলে গেছে।

পাহাড়তলীর বনজঙ্গলে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের অসহ্য গ্রীষ্মে বাঘেরা প্রায়ই নালায় গিয়ে প'ড়ে থাকেন—তবে ভিন্ন কারণে (মানুষে যে কারণে নালার আশ্রয় গ্রহণ করে, এখানে তা নয়)। আমরা যেমন গরমের দিনে নাইতে নামলে আর উঠতে চাইনে, তেমনি আর কি।

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯১৭ খৃঃ।

তোমাদের একটা কথা বলা ভাল। পায়ের চিহ্ন দেখে বাঘ কি বাঘিনী বুঝে নেওয়া যায়! চিতাদের সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। বাঘের দাগ অনেকটা চৌকা গড়নের; বাঘিনীর তা নয়। গোল বাধে কখন জান?—বাচ্চাদের বেলায়। তাদের পায়ের দাগ দেখে বাঘ কি বাঘিনী বুঝে নেওয়া দায়। কিন্তু একটি সহজ উপায়ে এ সমস্যার মীমাংসা করা যেতে পারে। পায়ের একটা দাগ হ'তে অন্য দাগের ব্যবধান কতখানি দেখলে সেটা সহজে বুঝা যায়। পায়ের দাগের আকার দুয়েরি সমান। তবে খোকা বাঘের পায়ের ফাঁদ খাট, আর খুকীর লম্বা। এটা নজর

ক'রে দেখা ভাল। কোনও জীবেরই শিশু হত্যা করা ভাল নয়। এদের বেঁচে বর্ত্তে বড় হ'তে দেওয়া উচিত। এতে যদি তোমার হাতের শিকার ফস্‌কে অন্যের হাতে গিয়ে পড়ে, তবুও এ স্বার্থ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। বাঘ ও চিতা কি ক'রে গরু-মোষ মারে, এ খবরটা জানতে সবারই কৌতূহল হয়। এ ব্যাপার স্বচক্ষে দেখবার সৌভাগ্য আমার ঘটেনি; তবে হত্যাকাণ্ড সমাধা হবার অব্যবহিত পরেই আমি উপস্থিত হয়েছি। হত জন্তুটির পিঠে কিংবা ঘাড়ের পাশেই আক্রমণকারীর দাঁতের দাগ দেখা যায়। আর যে-ভাবে ঘাড়টি ভেঙে ঝুঁকে পড়ে, তা দেখলে বোঝা যায় শত্রুপক্ষ নিরীহ জন্তুটির উপর ব্যাঘ্র-ঝম্পনে এসে সম্মুখের পায়ের থাবা দিয়ে ধ'রে ঘাড় মটকে ভেঙে দেয়। মারবার পরেই তাকে মুখে ক'রে কিছু দূরে টেনে নিয়ে কোন ঝোপের আড়ালে কিংবা তলায় রাখে। শকুন, হাড়গিলে কিংবা মাংসাশী জন্তুদের মুখ হ'তে তাকে রক্ষা করবার জন্যেই এই কাজ করে। অনায়াসে এ ভার সে বহন করে। আমি একবার মস্ত একটা মোষকে এম্নি ক'রে টেনে তিন ফুট চওড়া একটা নালার অন্য পারে রাখতে দেখেছিলাম। এম্নি অবলীলাক্রমে এই বিপুল ভার ব'য়ে নিয়ে রাখলে যে, সেধারে যে মাটির ঢিবি ছিল তা হ'তে এক আঁজলা ধূলোও খ'সে প'ড়ল না। পায়ের দাগ দেখে বোঝা গেল বাঘটি প্রকাণ্ড। আর অত বড় মোষটিকে, বেড়াল যেমন তার ছানা-মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তেমনি সহজেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এতে তার গায়ে কি পরিমাণ সামর্থ্য ছিল তা অনায়াসেই অনুমান করা যায়।

এ সম্বন্ধে আমাদের দেশে সাধারণতঃ এমন অজ্ঞতা যে, অনেকেই গম্ভীরভাবে বলেন, "কাপড়া চাই মেম্‌-সাহেব" ব'লে যে ফেরিওয়ালারা সহরের অলিগলিতে ফেরে ব্যাঘ্রবীরও তাদেরি মত তার শিকারের বোঝা পিঠে ক'রে ব'য়ে নিয়ে যায়। আর একটা হাস্যকর ধারণা যে, বাঘ গিয়ে মোষ কিংবা গরুর ল্যাজে কামড় দিয়ে ধরে; দুটোতে খানিকটে খুব টানা হিঁচড়া চলে; তার পর সুযোগ বুঝে চতুর বাঘ মোষের ল্যাজের টানটা আলগা ক'রে দেয়; আর সে যেম্নি মুখ থুবড়ে পড়ে, আর অম্নি ইনি

গিয়ে ঘাড়ের উপর চেপে বসেন! এই হচ্ছে মামুলি বিশ্বাস। আর তুমি যদি এর বিপরীত কিছু বল, তা হ'লে সেটা তোমারই অজ্ঞতা ব'লে প্রতিপন্ন হবে। এখানে আর একটা গল্প না ব'লে এগিয়ে চলাটা ঠিক হবে না। একবার সুন্দরবনে বাঘে একজন নাপিতকে দিন দুপুরে আক্রমণ করেছিল। ধূর্ত্ত নাপিত ভয় পাবার পাত্র নয়। সে ক'রলে কি জান?—তার পুঁটুলি হ'তে নরুণটি না বার ক'রে বাঘের গলায় বসিয়ে দিল! আর যাবে কোথা? বাঘ আর পালাবার পথ পায় না! কিন্তু পালাবার জো কি? চতুর নরসুন্দর ততক্ষণ তার লেজ ধ'রে আটক করেছে! ফলে কি দাঁড়ায় জান? থলের মুখ ফাঁক পেলে ইঁদুর যেমন পালায়, বাঘটি তেম্নি ক'রে দে চম্পট! কিন্তু আ-লাঙ্গুল ডোরাকাটা বাঘছাল খানি বিজয়ী নাপিত-ভায়ার হাতেই র'য়ে গেল! দুঃখের বিষয় এমন অপূর্ব্ব ঘটনা অতঃপর আর ঘটবার সম্ভাবনা নেই। তেমন নাপিত সবেমাত্র একটি ভূ-ভারতে জন্মেছিল! মরণকালে এমন অসম্ভব বীরত্ব সঙ্গে ক'রেই নিয়ে চ'লে গেছে। যে ভদ্রলোক এ গল্পটি আমায় বলেছিলেন তিনি পরে জার্মানদেশে অস্ত্র-চিকিৎসা করাতে গিয়ে মারা গিয়েছেন, কিন্তু গল্পটি অমর হ'য়েই আছে।

চিতার শিকারপদ্ধতি কিন্তু ভিন্ন। সে ঘাড়ে গিয়ে প'ড়ে বা গলায় কামড় দিয়ে ধ'রে থাকে। জন্তুটি ম'রে প'ড়ে গেলে তবে তাকে ছাড়ে! লোকে বলে, রক্ত শুষে খাবার জন্যে সে এমনি করে; কিন্তু এটাকে সাক্ষ্য-স্বরূপ মেনে নেওয়া চলে না, কেননা এ সম্বন্ধে প্রমাণ কিছু পাওয়া যায় নি।

আমি যতদূর জানি, তাতে ব'লতে পারি, চিতা আহার্য্য সম্বন্ধে অনেকটা সাত্ত্বিক। বাঘের মত অমন তামসিক নয়। সে উচ্ছিষ্ট কিংবা পর্য্যুষিত আহার করে না। আর তা ছাড়া চিতা পরের শিকার-করা জন্তু আহার করে না। বাঘের অত বাছ-বিচার নেই—যা পায় তাই খায়; —তবে সেটা ক্ষুধার তাড়নায়, সুবোধ স্বভাবের জন্যে নয়! আমি দেখেছি একটি ছোট অথচ পূর্ণবয়স্ক বাঘ একবার বাঘিনীর শিকার করা একটি

মোষ অধিকার ক'রে বসেছিল। তারপর যার সম্পত্তি সে আসবামাত্র "অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ" এই নীতি বাক্য শিরোধার্য্য ক'রে অবিলম্বে পলায়ন ক'রলে। এ ব্যাপার যেখানে ঘটেছিল, শুনেছি সেইখানেই এক বাঘিনী পরের শিকার চুরি ক'রে খেয়ে বেড়াত। কিন্তু যখন বন্দুকের গুলিতে মারা প'ড়ল, তখন দেখা গেল তার শরীরখানি একেবারে অস্থিচর্ম্মসার। কারণ অনুসন্ধান ক'রে আবিষ্কার হ'ল যে, তার টাকরায় অনেকগুলি সজারুর কাঁটা আটকে রয়েছে, আর কতকগুলো বিঁধে তার চোয়াল ফুটো হ'য়ে গিয়েছে। মুখের চারিদিকে মৌচাকের মত ঘায়ের সমষ্টি। এ অবস্থায় চুরি ক'রে খাওয়া তো দূরের কথা, মুখের গোড়ায় খাবার এগিয়ে এলেও খাওয়া তার পক্ষে অসাধ্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই বহুদিনের উপবাসে দেহখানি হাড়ের মালায় পরিণত। একজন মস্ত শিকারী আমায় বলেছেন, তিনি একবার একটা বাঘ মারার পর দেখেছিলেন তার সম্মুখের হাতে মস্ত একটা সজারুর কাঁটা বিঁধে আটকে ছিল।

বাঘ আর চিতা দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে কত বড় হ'তে পারে, সে কথা অনেক শিকারের বইয়ে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু নানা শিকারীর নানা মত। তাই মাপ করবার নিয়ম সবার সমান নয় ব'লে, এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ দেখা যায়। বাঘ বন্দুকের গুলি খেয়ে মরবার অব্যবহিত পরেই, তার লম্বাই চওড়াই কতখানি সেটা মাপা উচিত। কেননা দেরি হ'লে দেখা যায় তার শরীর সঙ্কুচিত হ'য়ে গিয়েছে। আমি একবার দশফুট লম্বা একটা বাঘ শিকার করি। জঙ্গল হ'তে তাঁবুতে ব'য়ে নিয়ে আসা, এই সময়-টুকুর মধ্যে পাঁচ ছয় ইঞ্চি ক'মে গিয়েছিল। এতে আমার বন্ধুদের ভারি আমোদ বোধ হয়েছিল। ব'লে রাখা ভাল, সে দিন তাঁদের ভাগ্যে কোন শিকারই জোটেনি! মৃত্যুর পর সব জন্তুর শরীরই কঠিন হ'য়ে পড়ে। তবে বাঘেদের দেহে এই কাঠিন্য যত শীঘ্র দেখা দেয়, অন্য পশুর শরীরে তা হয় না। চামড়া ছাড়িয়ে নিলে বাঘটা যে কত বড় ছিল তার কোন খবরই পাওয়া যায় না প্রকৃতি-মাতা এ' জাতীয় জন্তুদের যে পোষাকটি পরিয়ে দেন, তা তাদের দেহে এঁটে বসে না, আল্‌গা থাকে। এর কারণ এদের

দেহে যে ক্ষত হয়, সেটা যেন চামড়াতেই আটক থাকে, মাংসে না পৌঁছায় —তা হলে প্রাণহানির সম্ভাবনা অধিক। এদের গায়ে আঘাত-ক্ষত সর্ব্বদাই হচ্ছে। সেটা শক্ত চামড়ার উপর দিয়েই যায়, বেশী সাংঘাতিক না হয়, এই নিয়ত বিপদ নিবারণের জন্যেই প্রকৃতি আচ্ছাদনটি ঢিলে ক'রে দিয়েছেন। বাঘের চামড়া ছাড়িয়ে নেবার পর দু'ফিট আন্দাজ বেড়ে যায়। চিতাবাঘের এর অর্দ্ধেক বাড়ে। একই দৈর্ঘ্য এবং আয়তনের বাঘ ও চিতা কিন্তু ওজনে সমান হয় না। একটা বড় বাঘের ভারে একখানি বড় শক্ত চারপাই মড়্ মড়্ ক'রে ভেঙে প'ড়তে আমি দেখেছি। চিতা ওজনে একমণ ৩৫ সেরের বেশী হ'তে প্রায় দেখা যায় না। একটি বড় বাঘ কিন্তু সাড়ে সাত মণ পর্য্যন্ত হ'তেও পারে—এমনটা যদিও সচরাচর বড় একটা দেখা যায় না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। সেই কথা মনে প'ড়ে গেল। একটা বাঘের গায়ে গুলি লাগেনি। পালাবার সময় যেখানটি শিকারীরা ঘেরাও করেছিল, সে সেইদিকে ছুটে যেতেই আর সবাই পালিয়ে গাছে উঠে প'ড়ল। এক বেচারী তাড়াতাড়ি উঠতে না পেরে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়েছিল। তাকে খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল সে সেইখানটিতে ম'রে প'ড়ে আছে,—ঘাড়টি মটকান, নখের কিংবা দাঁতের কোন চিহ্ন শরীরের কোথাও ছিল না। পলায়নতৎপর ব্যাঘ্ররাজ হয়তো একবার সন্তর্পণে তার ঘাড়ে হাত রেখে ছিলেন!—প্রণয়ীর সলজ্জ প্রথম সম্ভাষণের মত! তাতেই তার এই দশা; একেবারে "পপাত চ মমার চ"। এ হ'তেই জন্তুটির ওজন যে কি তা অনুমান করা কঠিন নয়।

সামর্থ্য ও নিষ্ঠুরতায় আর কেউ বাঘের সমান না হ'লেও, এরা কিন্তু বুনো কুকুরকে ভারি ভয় করে। বনচর জন্তুদের মধ্যে এই কুকুরদের মত ঘৃণ্য স্বভাবের আর কোন পশু নেই। এরা একবার যে বনে এসে দেখা দেয়, আর সবাই আতঙ্কে সেখান হ'তে সুদূরে পলায়ন করে। ব্যাঘ্ররাজও এই "যেন গতঃ স পন্থাঃ"র অনুসরণ করেন। আর একটা কারণও থাকতে পারে; শিকারই যদি সব পালাল, তবে শিকারী আর সেখানে

ব'সে কি ক'রবে বল? ভালুক আর পাহাড়ে চিতা বুনো কুকুরকে তেমন ডরায় না, তার কারণ এরা সহজে গুহাগহ্বরে আশ্রয় নিতে পারে। আমার একবারকার শিকার এদের উপদ্রবে একেবারে মাটি হ'য়ে গিয়েছিল। বাঘ, সাম্বর, ও অন্য মৃগপালের যেন কোথায় অন্তর্দ্ধান হ'য়ে গেল! আমি পথ চেয়ে চেয়ে ব'সে যখন ফিরে এলাম, তখন শুনলাম, তার দু'দিন পরে বাঘ, ভালুক, হরিণ, নীলগাই সবাই বাসায় ফিরে এসেছিল। এই বুনো কুকুরের দল ভারি চালাক। এক জায়গায় জড় হ'য়ে না থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এক এক জন গিয়ে এক একটা পাহাড়ের চূড়ায় ওঠে, আর অন্যরা শিকার তাড়িয়ে তাদের দিকে নিয়ে যায়। সাম্বর হরিণ প্রায়ই এদের ফাঁদে পড়ে। কারণ প্রকাণ্ড ডালপালাওয়ালা শিং নিয়ে বনের মধ্য দিয়ে শীগ্‌গির দৌড়ে পালাতে পারে না। এই কুকুরের পালের এক আধটিকে মেরে ফেললেও আরগুলোকে ভয় খাওয়ান যায় না: কিন্তু ঘায়েল ক'রে যদি চলচ্ছক্তি-রহিত ক'রতে পারা যায়, তা হ'লে কাজ কতকটা হয় বটে। এরা কিন্তু মানুষের কোন হানি করে না। এই শয়তানদের কথা শেষ করবার আগে একজন স্কচ (Scotch) শিকারী তাদের যে বর্ণনা করেছেন সেটা সর্ব্বসাধারণ্যে জ্ঞাত করান কর্ত্তব্য। তিনি বলেন—জন্তুদের মধ্যে এদের মত "খেঁকী, বেয়াদব, ঘৃণ্য জানোয়ার আর দুটি নেই"—(The most snarling, ill-mannered and detestable of beasts)। এমন সকল শব্দের উপযোগিতা নিশ্চয়ই আছে; অপব্যবহার হয় নাই। এম্নি একটি জঘন্য 'শব্দ' (d-d) নিশ্চয়ই আদিম মানবপ্রবর "আদমের" মুখ হ'তে রাগের মাথায় প্রথম জন্ম লাভ করেছিল। আর এ রাগটার উৎপত্তি যে ইভা (Eve)'র ব্যবহারে হয়নি, একথা কে সাহস ক'রে বলতে পারে? আইন যাঁদের পেশা তাঁরা বলবেন, এম্নি আর একটি বহু প্রাচীন কথা তাঁদের ব্যবসায়ে প্রচলিত আছে—সেটা হচ্ছে alibi। এটাও নিশ্চয়ই আদিম পাপের মতই পুরাতন। "আদম" জিহোবার বিচারকালে এই alibi—গরহাজিরের অছিলা—করেছিলেন, কিন্তু বিফলে। আমাদের জজ সাহেবেরাও যদি একথাটা জানতেন তা হ'লে তাঁদের হাতে কি জবর নজিরই থাকত!

একবার একটা চিতা হঠাৎ কোন্ দিক দিয়ে কোথায় যে অন্তর্দ্ধান ক'রলে তা আর কারো বোধগম্য হ'ল না ব'লে (এর কথা পরে আরো শুনতে পাবে) আমরা সবাই—শিকারী, লাঠিয়াল, বরকন্দাজ—তার অনুসন্ধানে বা'র হ'লাম। জায়গাটির পাশে এক টুকরা জঙ্গল ছিল। সেটা কারো নজরে পড়েনি ; কেন না সেখানে গাছপালা কি ঘন ঘাস এমন কিছুই ছিল না, যার আড়ালে আবডালে কোন জন্তু এমন কি একটা বেড়ালও লুকিয়ে থাকা সম্ভব ! আমরা একবার নয়, দু'বার নয়, তিন তিন বার এর চারিদিকে উট্‌ক-পাট্‌ক ক'রে দেখে যখন কোনই কিনারা ক'রতে পারলাম না, তখন এরি পাশে যে আখের ক্ষেত ছিল সেই দিকে খুঁজতে যাব মনস্থ ক'রলাম। লাঠিয়ালেরা সবে মাত্র দু'পা এগিয়েছে, কার কি কর্ত্তব্য সে বিষয়ে তাদের সব কথা বলা আমার তখনও শেষ হয়নি, এমন সময় আমি দেখতে পেলাম—সেই জঙ্গলটার মধ্যে কি যেন নড়ছে। তারপর দেখি কি না, চিতাটি বুকে হেঁটে মস্ত একটা টিকটিকির মত এগিয়ে চলেছে। ভাগ্যি আমার বন্দুকটা আমার কাঁধের উপর তৈরি ছিল। আচম্‌কা শব্দ শুনে সবাই চম্‌কে উঠ্‌ল, আর মনে ক'রলে, এটা কেমন ক'রে ফসকে আওয়াজ হয়েছে। কিন্তু যখন বাঘটাকে ভূমিসাৎ হ'য়ে ম'রতে দেখলে, তখন আর তাদের বিস্ময়ের পারাপার রইল না। আমরা যখন তার খোঁজে চারিদিক তোলপাড় ক'রে বেড়াচ্ছিলাম, তখন কেমন নিঃশব্দে লুকিয়ে ছিল। অতবার আনাগোনা করা সত্ত্বেও আমাদের চোখে পড়েনি। এটা ভারি আশ্চর্য্য মনে হয়।

বাঘ-শিকারের একটা বিশেষ স্মরণীয় দিনের কথা তোমাদের এখানে বলা ভাল। তার মধ্যে একটু মজার কথা আছে। এই সবে গেল-বৎসর ঘটনাটা ঘটেছিল। গল্পটা আমার আর K. G. B'র কাছে তোমরা অনেকবার শুনেছ। একটি বাঘিনী আমার নির্ঘাত গুলির ঘায়ে ম'রে পড়েছে। আমরা সবাই মিলে চারিদিক ঘিরে তার ডোরা-কাটা সুন্দর চামড়াখানির আর নধর দেহের প্রশংসাবাদ করছি। একজন লাঠিয়াল কাছাকাছি, আর বেশীর ভাগ পাহাড়ের মাথার উপর রয়েছে।

আমাদের কাছে পৌঁছিতে হ'লে তাদের অনেকখানি পথ নেমে আসতে হবে। বাঘিনী-নিধন বার্ত্তা, লাঠিয়ালেরা চিৎকার ক'রে তাদের বলছে। তারা মহানন্দে পাহাড় হ'তে দৌড়ে নেমে আসছে। কাছাকাছি যারা ছিল, তারাও ভিড় ক'রে ঘিরে রয়েছে। আমি আমার বন্দুকটি গেলাপবন্দী করেছি। এমন সময় প্রকাণ্ড এক ভল্লুক-দম্পতির ছপ্ ছপ্ শব্দ কানে এসে পৌঁছিল! K. G. B. বন্দুক-হাতে এগিয়ে গিয়ে তাদের অভ্যর্থনা করলেন! স্বাগত সম্ভাষণের মাহাত্ম্যে একটি তো তৎক্ষণাৎ ধরাশায়ী হন! এ জীবনের মত তার আর বাক্য-নিঃসরণ হয়নি। অন্যটি চারিদিকে লাঠিয়াল শিকারীদের গোলযোগ, এবং বাঘ ভাল্লুক মারা পড়বার বিভ্রাটের সুযোগে পলায়ন ক'রলে। সুখের বিষয় কারো কোন হানি ক'রে যায় নি। আমি গেলাপ হ'তে বন্দুকটি বার ক'রে নেবার দু' এক মিনিটের মধ্যেই এতখানি কাণ্ড হ'য়ে গেল।

আর বেশী দূর না এগিয়ে, এলো মেলো ভাবে ঘুরে না বেড়িয়ে, এখন কাজের কথায় মন দেওয়া ভাল। বাঘ আর চিতা শিকারের গল্প আমি প্রকৃত ঘটনা হ'তেই ব'লব। এ ব্যাপারে যখন সম্ভব, পায়ে হেঁটে শিকার করাই সবচেয়ে নিরাপদ উপায়, এ কথা জোর ক'রে ব'লতে আমি একটুও দ্বিধা বোধ করছি নে। এ বিষয়ে প্রথম স্থান দিতে হবে 'Hill Hunting'কে, অর্থাৎ বনে পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে শিকার করাকে। এ কাজে প্রচুর অভ্যাস আর অলৌকিক ধৈর্য্যের আবশ্যক। এ ব্যাপারে অনেক সময় দেখা যায়, সেটা বিরক্তিজনক লুকোচুরি খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। শিকারী শুধু খুঁজেই মরে, কিন্তু অভীষ্ট লাভ হয়তো ভাগ্যে সহজে ঘটে না। লম্বা ঘাসে ভরা জঙ্গলে এমনভাবে শিকার করা সম্ভব নয়। পাহাড়ে জায়গায় এ সুযোগ খোঁজা দরকার, আর সুবিধাও পাওয়া সহজ। বৃহদাকার জন্তুবিশেষকে তার আপন জমিদারীর এলেকায় এ ভাবে হাত ক'রতে পারাই শিকারীর মৃগয়াকৌশলের পরাকাষ্ঠা। যদি মৃগয়ার নিদর্শন, ব্যাঘ্রবাজের ডোরাকাটা আঙরাখা, ভালুকের লোমশ কোমল কম্বলখানি, হরিণের শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট প্রকাণ্ড শৃঙ্গযুগল, মহিষাসুরের অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি

শৃঙ্গফলক, বরাহ অবতারের খড়্গের মত যুগ্মদন্ত, সংগ্রহ ক'রে গৃহের শোভা আর আপনার বীর্য্য-গৌরব স্মরণীয় ক'রতে চাও, তা হ'লে পরিশ্রম ক'রতে হবে, ধৈর্য্য চাই। যে মানুষ এগুলি অর্জন ক'রতে চায়, বিনিময়ে তাকে আপন জীবনের অনেকখানি অংশ, আর শ্রেষ্ঠ অংশই, দান করতে হবে।

মধ্যপ্রদেশে অনেক পাহাড়তলী আছে কিন্তু শিকারী সেখানে কমই যায়। কেন না সেখানে সহজ গতিবিধি নাই, সৌখীন চালচলন চলে না। শিকার প্রত্যাশায় মৃত জন্তুর পাশে পাহারা দিয়ে ব'সে থেকে বিশেষ কিছু সুবিধা হয় না। টোপ গেঁথে মাছ ধরার মত চুপ ক'রে ব'সে থাকতে হয়। বাঘকে ভুলিয়ে আনবার জন্যে পাঁটা কি ভেড়া বনে বেঁধে রাখতে হয়। তাকে আকর্ষণ ক'রে আনবার জন্যে এইটি সবচেয়ে ভাল উপায়। আর যদি তার কাছাকাছি কোন জন্তু বাঘের আক্রমণে মারা গিয়ে প'ড়ে থাকে, আর সেখানে জনসমাগম বিরল হয়, তা হ'লে বাঘটিকে তার সেই মৃত-শিকারের কাছাকাছি নাগাল পাবার খুবই সম্ভাবনা। এই সব মৃত শিকারের কাছে পৌঁছিবার জন্যে শিকারীর বিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। কানে কানে কথার চেয়ে জোরে কোন কথা বলা চলে না, আর শিকারী ও তাঁর অনুচরদের নিঃশব্দ পদসঞ্চারে যাওয়া আবশ্যক। প্রায়ই দেখা যায়, এর কাছাকাছি কাক চিল গাছের ডালে ব'সে গলা বাড়িয়ে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে সেইদিকে চেয়ে আছে। তোমায় আসতে দেখে শিয়াল-গুলো মন-ভারী ক'রে নিতান্ত অনিচ্ছায় অন্যত্র স'রে পড়ছে। ময়ূরের কেকাধ্বনি, যতক্ষণ বাঘ সেখান হ'তে অদৃশ্য না হচ্ছে, ততক্ষণ আর কিছুতেই নীরব হচ্ছে না। এই সব লক্ষণ হ'তেই বাঘটি যে কোথায় আস্তানা নিয়েছে তা বোঝা যায়। এখন তার কাছাকাছি পৌঁছিতে হ'লে গাছের আড়ালে আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে আস্তে আস্তে এগোন ভাল। সম্ভব হ'লে মাঝে মাঝে দু'এক চক্র ঘুরে ঘুরে যাওয়া মন্দ নয়, কিন্তু কখনই নালা কিংবা নদীর শুকনো খাল কিংবা ঘন ঘাসে ঢাকা মাঠ দিয়ে যাওয়া উচিত নয়।

ময়ূর জাতের কেন কে জানে বাঘ সম্বন্ধে ভারি একটা মোহ আছে —কি যে মায়ামন্ত্র ব্যাঘ্রবীরের জানা আছে জানিনে, কিন্তু ময়ূর এদের কাছাকাছি থাকতে পারলে দূরে যেতে চায় না। জঙ্গলবাসী শিকারীরা দেখে শুনে এই জ্ঞান লাভ করেছে, আর শিকার করবার সময় ময়ূরের এই স্বভাব তাহাদের স্বার্থসিদ্ধির উপায় হয়। আমি একবার শিকার ক'রতে গিয়ে বনের মধ্যে তাঁবুতে ব'সে ছিলাম। এক ঝাঁক ময়ূর কাছাকাছি চরছিল। দেখলাম একজন শিকারী বাঘের মত ডোরাকাটা একটা হল্‌দেটে রঙের পর্দা নিজের সম্মুখে আড়াল ক'রে ধ'রে আস্তে আস্তে এগোচ্ছে। ময়ূর স্বভাবতঃ ভারি ভীরু আর লাজুক। কিন্তু বাঘের মত এই ডোরাটানা পর্দা দেখে তারা ভারি উত্তেজিত হ'য়ে উঠল। পর্দা যতই এগোয়, ময়ূরগুলি ততই স্ফূর্ত্তি করে; বিচিত্র কলাপ আর পাখা মেলে আনন্দে নেচে নেচে বেড়ায়। গ্রাম্য শিকারীটি ২৫ গজের মধ্যে গুলি ক'রে একটিকে হাত ক'রলে, কিন্তু তবুও অন্যেরা তখনও নিরাপদ হবার জন্যে পালিয়ে গেল না। পাগলের মত কলরব ক'রে সেই পর্দ্দার আগে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ইত্যবসরে শিকারী আরো একটিকে গুলি ক'রে সামনের পর্দা ফেলে দিয়ে আত্ম-প্রকাশ ক'রলে। এই পর্দ্দাকে তারা বলে "বাঘিনী"—মোহিনীশক্তির আধিক্যবশতঃ বোধ হয় স্ত্রীলিঙ্গের ব্যবহার হয়েছে। সে যাই হোক, অনেকবার এ কথা শুনেছিলাম, কিন্তু চোখে না দেখা অবধি বিশ্বাস করিনি। অমন সুন্দর পাখী মারা ভারি নিষ্ঠুরতা। অমন নিষ্ঠুরতা যে আমার চোখের সম্মুখে ঘ'টতে দিয়েছিলাম তার একমাত্র কারণ শোনা কথার সত্য পরীক্ষা। আমি মনে করেছিলাম তার বড়াই নিতান্তই গালগল্প, কিন্তু দেখলাম অন্য রকম। সে ব'ললে, ময়ূর শিকার করা যে-শিকারীদের ব্যবসায় তাদেরই কাছে এই "বাঘিনী"র চাতুরীটা সে শিখে নিয়েছে। এই শিকারীরা তীর-ধনুকে ময়ূর শিকার ক'রে থাকে। কোন কোন বন্য প্রদেশে যেখানে চারিদিক গুল্ম কিংবা ঘনতৃণ সমাচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে বালুকা-স্তূপ আর জলহীন 'পানার প্রাদুর্ভাব, সেখানে শিকারী হাতী পাঠিয়ে বাঘকে তাড়িয়ে তার হত-শিকারের কাছে নিয়ে যায়। বলা

বাহুল্য যে, যে-হাতী এ বিষয়ে বিশেষরূপে শিক্ষা পেয়েছে সে-ই কাজে লাগে কিন্তু এমন একটি হাতী সহজে বড় একটা পাওয়া যায় না।

সব সময় হাতীর উপর হাওদা দেওয়া হয় না, জিন সওয়ারীর মত ব'সতে হয়। পা রাখবার জন্যে দুটি জায়গা থাকে। এটা বীরাসন সন্দেহ নাই কিন্তু নিরাপদ নয়; বিশেষতঃ পথে এগোবার সময় বার বার ডাল পালার বাধা অতিক্রম ক'রতে হয়। এর উপর যদি দ্বিজেন্দ্রটি বীরেন্দ্র না হয় তা হ'লে সমূহ বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা। এমন একটি বিপুলবপু অনাহূত আগন্তুককে অকস্মাৎ আসতে দেখে বাঘ ও চিতা এম্নি স্তম্ভিত হ'য়ে যায় যে, প্রথম গুলি মারবার সময় কোন বাধা দেয় না। সাম্বর হরিণও ঘন ঘাসবনের মধ্যে ঠিক এইরূপই ব্যবহার করে। আর অযোধ্যায় যেখানে বহু চিত্রক হরিণের বসতি এবং স্বচ্ছন্দ আহার বিহারে প্রকাণ্ড আয়তনের হ'য়ে ওঠে, তাদের অনেকগুলিকে আমি অনেকবার এই উপায়ে শিকার করেছি।

এই রকম হাতীর উপর ব'সে শিকার ক'রতে গেলে একটি বিষয়ে তোমাদের বিশেষ ক'রে সাবধান হ'তে হবে। যে মুহূর্ত্তে বনের মধ্যে প্রবেশ ক'রবে আর যতক্ষণ না বনের বাহিরে আসবে, ততক্ষণ কিছুতেই নিজের বন্দুকটি হাত-ছাড়া ক'রবে না—তা সে যতই ভারী হ'ক না কেন। হঠাৎ পথে কখন কার সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য ঘ'টবে বলা কঠিন। বিপদ যে এসে দেখা দিয়ে যাবে না, এ কথা কে ব'লতে পারে? শিকারের খোঁজে বেরুতে হ'লে আগে হ'তে সাবধান হওয়াই ভাল। জান তো কথায় বলে "সাবধানের বিনাশ নাই"। আর তা ছাড়া নিজের বন্দুকটির সঙ্গে পরিচয় যত ঘনিষ্ঠ হয় ততই ভাল। তাকে যখন তখন কাঁধে পিঠে ক'রে বেড়ালে তার সঙ্গে এম্নি বন্ধুত্ব জন্মায় যে, বিপদের মুখে সে নিশ্চয়ই সহায় হ'য়ে দাঁড়ায়, আর অনায়াসে তার সাহায্যে শত্রু বিনাশ হয়ই হয়। যারা ক্রিকেট, হকি, টেনিস খেলে তারাও জানে ব্যাটের সঙ্গে ভাব রাখলে সময়ে কাজ দেখে।

"Ph." একবার জঙ্গলে মাচান বাঁধা ঠিক মত হচ্ছে কি না দেখতে

গিয়েছিলেন। আমি বার বার বলা সত্ত্বেও বন্দুকটি নিলেন না, রেখে গেলেন। একটা সরু নালা পার হ'য়ে যাচ্ছিলেন। তার দুধারে খাড়াই পাড়, ঝোপঝাড়ে একেবারে ঢাকা। বেশী দূর যেতে না যেতেই একটা মস্ত বাঘ একেবারে কানের কাছ দিয়ে লাফিয়ে প'ড়ে গজেন্দ্রগমনে চ'লে গেল! "Ph." হেঁটে যাচ্ছিলেন। তাঁর পায়ের শব্দ কিংবা পাথর গড়িয়ে পড়বার শব্দে সে চম্‌কে উঠে থম্‌কে পালিয়ে গেল। উভয় পক্ষেই কি সুযোগ হারালে বল দেখি!

"Ph."কে তোমাদের মনে আছে তো? Bisley আর অন্যত্র কত প্রাইজ আর মেডাল সে পেয়েছিল! শেষকালে একটা জ্বলন্ত বাড়ী হ'তে বসন্তরোগী ছোট্ট একটি মেয়েকে উদ্ধার ক'রতে গিয়ে সেই রোগে বেচারী দু'চার দিনের মধ্যে নিজেই মারা গেল।

সেই জঙ্গলেই আমি একদিন চিত্তলের খোঁজে বহু দূর বিস্তৃত ঘন বাঁশবনের মধ্যে গিয়ে পড়েছিলাম। থেকে থেকে ময়ূরের কর্কশ কেকাধ্বনি কিংবা কপোতের মৃদু গান ছাড়া আর কিছুতে চারিদিকের গভীর নিস্তব্ধতা ভগ্ন হচ্ছিল না। মাঝে মাঝে অরণ্যসুলভ দু একটি অপরিচিত অশ্রুতপূর্ব্ব শব্দ কানে আসছিল। কোথা বা কেন কিছুই বোঝা যায় না। এই বিরল শব্দগুলিই যেন নিস্তব্ধতাকে আরো গভীরতর ও অস্বস্তিকর ক'রে তোলে। কখনো কোন মৃত্তিকা-স্তূপ ডিঙিয়ে শুক্‌নো গাছের গুঁড়ি এড়িয়ে কেবলই এগিয়ে চলেছি। একবার মনেও হয় নি—কোন কিছু আমার সম্মুখে হঠাৎ এসে প'ড়বে। কিন্তু তবু চোখ যদিও কিছু দেখতে কিংবা কান কিছু শুনতে পায়নি, হঠাৎ আমি বুঝতে পারলাম কি একটা যেন আসছে। তার পর চোখ তুলেই দেখলাম প্রায় চল্লিশ হাত দূরে একটা প্রকাণ্ড হাতী। কুলোর মত কাণ দুটো খাড়া ক'রে শুঁড় গুটিয়ে তুলে সোজা আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে! বিচার বিবেচনার সময় আর তখন ছিল না। আমি তাড়াতাড়ি একটা ঘন বাঁশঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে প'ড়লাম। যদিও আমার পিছু পিছু আসবার কোন পায়ের শব্দ আমি শুনতে পাইনি, তবুও সেদিকে কি ঘটছে দেখবার জন্যে আস্তে

আস্তে মুখ ফেরালাম—দেখলাম পর্ব্বতপ্রমাণ একটি হস্তিনী শুঁড় তুলে হুঙ্কার ক'রতে ক'রতে দ্রুত অন্তর্ধান ক'রলে! গজেন্দ্রগমনে নয়! যদি আমি আর দু'চার হাত এগিয়ে যেতাম, বাঁশঝাড়ের আড়ালে আশ্রয় না নিতাম, তা হ'লে কি যে ঘ'টত সে সম্বন্ধে অধিক না ভাবা আর না বলাই ভাল। আমার হাতে শুধু 12 bore Nitro Paradox ছিল। আর তোমরা তো জান, হাতী মস্ত বড় জানোয়ার হ'লেও কেমন অনায়াসে অতি অল্প পরিসর স্থানে সত্বর পার্শ্বপরিবর্ত্তন ক'রতে পারে। তাই Paradox আর আমার পদযুগলের সম্মিলিত চেষ্টাতেও যে প্রাণ-রক্ষা হ'ত না সেটা সুনিশ্চিত!

হাওদায় বসিয়া শিকার।

"হাতী পর হাওদা", আবার তার উপর নিজে রাজার মত ব'সে শিকার করা তো খুব আরাম! হিমালয়ের তরাইয়ে, আসাম আর শ্রীহট্টের জঙ্গলে বাঘ, গণ্ডার, মহিষ, সাম্বর হরিণ প্রভৃতি বড় বড় শিকার, এমন কি তিতির প্রভৃতি ছোট শিকার করবারও এই একমাত্র উপায়। এই সব জায়গায় ঘন জঙ্গল—যেন লম্বা ঘাস আর শরের গভীর সমুদ্র! এ ঘাস এতই লম্বা যে মাঝে মাঝে হাওদা ছাড়িয়ে ওঠে, আর এম্নি ঘন যে সম্মুখে যে সব প্রকাণ্ড হাতী শিকার-সন্ধানে আরোহীকে নিয়ে অগ্রসর হয়, তাদের একেবারে চোখের আড়াল ক'রে ফেলে। প্রতিপদেই গতিরোধ হয়। হাতীর পায়ের চাপে যে-সব ঘাস ভেঙে পড়ে, সেগুলো এম্নি মজবুত যে ভাংবার আওয়াজটা পিস্তলের শব্দের মত শোনায়। এই উপায়ে যে-দিন আমি প্রথম শিকার-সন্ধানে গিয়েছিলাম, সে কথা আমার এখনও বেশ মনে আছে। এ যেন বিচালীর গাদায় হারানো সূচ খুঁজতে যাওয়া! তবে মস্ত এই প্রভেদ যে, এ ক্ষেত্রে যে খুঁজতে যায়, তাকে নিরাশ হ'তে হয় না। যার আশায় "ঢুঁড়ত ফিরি" তাকে ঠিক পাওয়া যায়। চলন্ত হাতীর উপর দোল খেতে খেতে তাক্ ঠিক রাখা অভ্যাস হ'তে একটু সময় লাগে। আর তা ছাড়া ঢেউএর মত দোলায়মান ঘন ঘাসের মধ্যে কোন্

জানোয়ার চ'লে বেড়াচ্ছে, ভাল ক'রে বুঝতেও বিশেষ অভ্যাস আবশ্যক। হাওদা-শিকার ব্যয়সাধ্য। খুব কম লোকেরই এ রকম হাতী রাখবার সামর্থ্য হয়; আর যে দুচার জন রাখেন, তাঁরাও এ সব হাতীকে রীতিমত শিক্ষা দিবার কষ্ট স্বীকার করেন না। এ ব্যাপারে গুটিকত রীতিমত শিক্ষিত হাতী নিতান্তই দরকার। কিন্তু এ রকম হাতী পাওয়া সহজ নয়। আর যদি পাওয়াই যায়, তা হ'লে তার দাম দিতে সোনার খনি নিঃশেষ ক'রে ফেলতে হয়! তাই বা ক'জনে পারে? হাওদা-শিকারে কৃতকার্য্য হ'তে হ'লে এই রকম হাতী অন্ততঃ ২৪।২৫টি নইলে চলে না! কাজেই বুঝছ, আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপ যার নাই, তার ভাগ্যে এ শিকার ঘটা দুঃসাধ্য।

এক সময়ে আমাদের এই বাঙ্গলা দেশ ভারতের অন্য সব প্রদেশের চেয়ে শিকার ব্যাপারে বেশী উন্নতি করেছিল। দেশের জমিদারদের মধ্যে এ সম্বন্ধে স্বাস্থ্যকর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। শিকার করা তাঁরা গৌরবের কথা মনে করতেন, আর এই সূত্রে পরস্পরে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। এখন আর সেদিন নেই ব'ললেই হয়। বর্ত্তমান জমিদারবর্গ অনেকেই পাশ্চাত্য আহারে বিহারে, বিলাস ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়েছেন। কলপ দেওয়া কড়া কামিজ ও 'কলার' তাঁরা মুনি-ঋষির কৃচ্ছ্রসাধনের মতই অপরিহার্য্য মনে করেন। ব্যামিশ্র নিষিদ্ধ আহার্য্য সনাতন স্বাস্থ্যকর খাদ্য অপেক্ষা লোভনীয় হ'য়ে পড়েছে। যে সকল উগ্র পানীয় এক সময় কেবলমাত্র ঔষধার্থে ব্যবহার করবার বিধি ছিল, এখন সে সকল তাঁরা নিত্য-নৈমিত্তিক ক'রে নিয়েছেন, আর তার অপরিমিত ব্যবহারই পৌরুষ ব'লে জ্ঞান করেন! নিঃশব্দ-সঞ্চার মখমল-মোড়া 'মোটর'যান ব্যতীত চলাফেরা ক'রতে তাঁদের মন ওঠে না! এইগুলি হচ্ছে আধুনিক জমিদার-বর্গের আধ্যাত্মিক পরিমাপ। দৈহিক মাপটি তাঁদের ইংরাজ-দর্জির কাছে পাওয়া সহজ! এদের তরঙ্গায়িত বরবপুগুলি কোট-প্যাণ্টে ঢাকিয়া সুষ্ঠু ক'রে রাখাই তাদের কর্ত্তব্য। কোথায় কখন কি-ভাবে ঐ সৌন্দর্য্য ফেঁস্টে বেরিয়ে প'ড়বে তার জন্যে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। একবারে আষ্টে
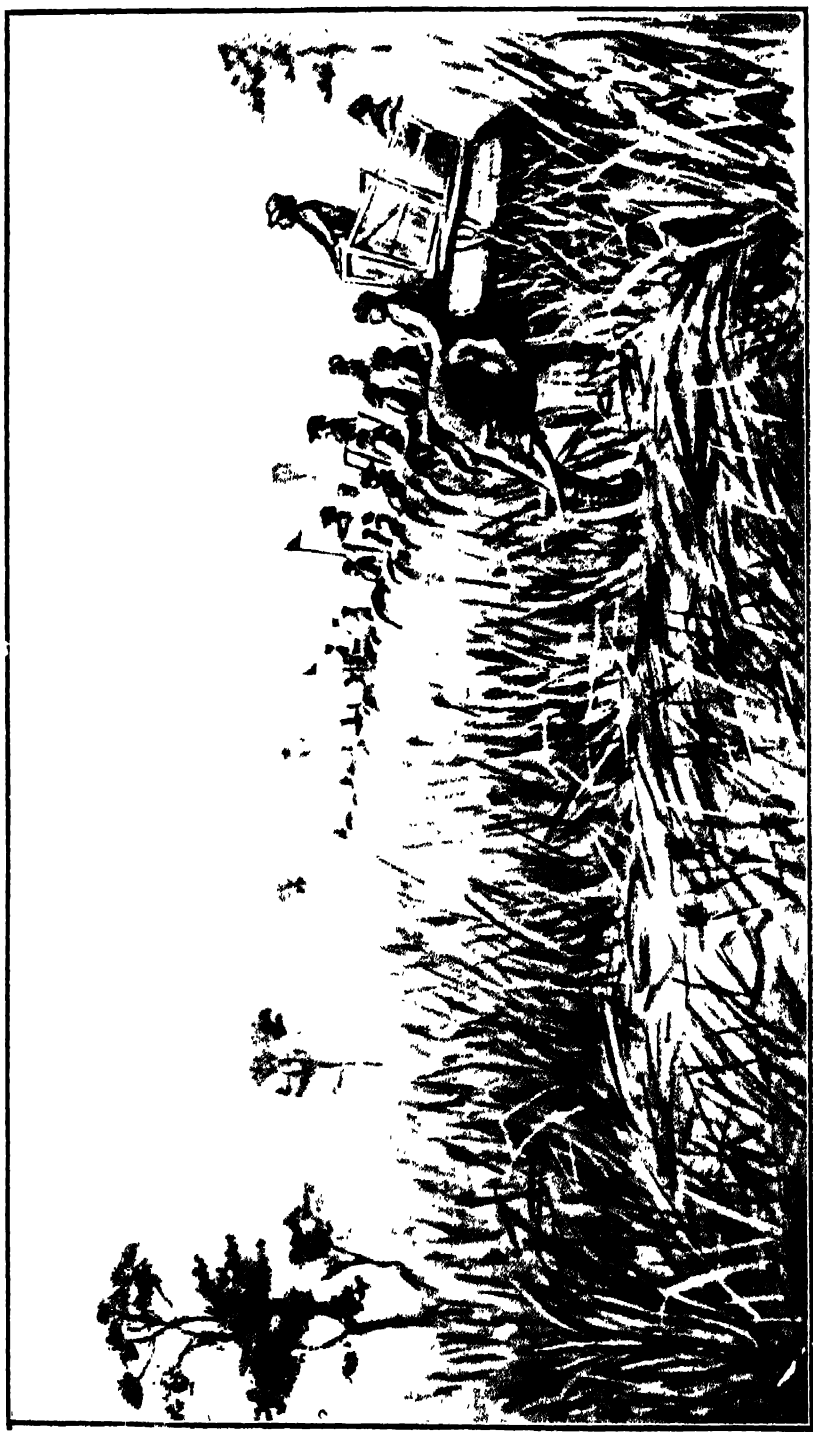
কারীর চারিদিক হ   বন ঘেরাও করে পিটতে   ট   আসছিল

“আমাদের সমস্ত সারি, সংখ্যায় প্রায় পঁচিশটি হবে, পারে পাহাড়ের চোরা বালির মধ্যে পড়ে

একজন রাজকর্ম্মচারী কোনও জমিদার রাজাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—"রাজা, একটি সিগারেট খাবে কি?" আধুনিক আলোকপ্রাপ্ত এই হঠাৎ-নবাবটি ব'লে উঠলেন,—"আমি শুধু হাভানা ব্যবহার ক'রে থাকি"! হাভানা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দামী চুরুট। আজকালকার দিনে ম্যানিলা (manilla) আর মিউরিয়ার (muria) প্রভেদ বুঝতে পারাই হচ্ছে সভ্যতার ও সদ্গুণের বিশিষ্ট পরিচয়! আর বিবিধ মদ্যের জাতি, গোত্র, গাঁই, কুলচি জ্ঞান যদি থাকে, তা হ'লে সে তো ইংরাজী কিংবা সংস্কৃত সাহিত্যের অভিজ্ঞতার চেয়ে সমধিক গৌরবের বিষয়! বাক্যালাপ অধিকাংশ সময়ই অকথ্য বিষয় সম্বন্ধেই হ'য়ে থাকে। যদিও এঁরা ছুরি কাঁটায় খাবার কায়দাটা খুব ভালই শিখে নিয়েছেন, তবু পাশ্চাত্য সভ্যতার যথার্থ প্রভাবের বাহিরে প'ড়ে থাকায়, তার শিল্প সাহিত্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা-বশতঃ সর্ব্বদা কেবলমাত্র বাহ্যাড়ম্বর ও অস্বাস্থ্যকর কপট [illegible]গণের মধ্যে বাস ক'রে এঁরা দিন দিন অকর্ম্মণ্য ও হীনস্বভাব হ'য়ে [illegible] মাঝে হ'তে রাজোচিত মৃগয়া কৌশলের ও চর্চ্চার সমাদর চ'লে যাচ্ছে।

হাওদার উপরে শিকার করা কোন কোন শিকারীর অভ্যাস আছে তাঁরা অনেকগুলি ক'রে গুলিভরা বন্দুক সঙ্গে নিয়ে যান। তাতে নানান দুর্ঘটনা ঘটবার বিশেষ সম্ভাবনা। আমার মনে আছে একজন অল্পবয়স্ক জমিদার এই অভ্যাসবশতঃ মারা যান। হাতী যখন উপরের দিকে উঠছিল বন্দুক গড়িয়ে পড়ায় গুলি বাহির হ'য়ে যায়। তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। অভ্যাস ক'রলে, একটী বন্দুক রেখে আর একটী তুলে নিতে যে পরিমাণ সময় লাগে, তাতেই অনায়াসে সেটিতে গুলি ভ'রে নিতে পারা যায়। আর যে বন্দুকটি সর্ব্বদা ব্যবহার ক'রে ক'রে একেবারে আপনার হ'য়ে গিয়েছে তার কাছে যেমন কাজ পাওয়া যায় নতুন অজানা বন্দুকের কাছে তা হবার জো নেই। আর একটী কাজ কখনো ক'রো না! সম্মুখে ঘাস শুধু ন'ড়ে উঠেছে ব'লে, জন্তুটিকে যতক্ষণ স্বচক্ষে না দেখতে পাও ততক্ষণ বন্দুক ছুঁড়ো না। সম্মুখে ঘাস ন'ড়ে উঠলেও জন্তুটি হয় তো তা হ'তে অনেক দূরে কিংবা পিছনে প'ড়ে থাকে।

হাওদা-শিকারের লাইন বাঁধবার দুটি নিয়ম আছে।—তার মধ্যে একটা হচ্ছে স্থর্ত্তি খেলে যার যেমন নাম উঠবে সেই ভাবে সাজান, কিংবা শিকারের দলপতি (আর সকলে যাঁর নিমন্ত্রিত অতিথি)—তিনি যে ভাবে দল ভাগ ক'রে দেবেন সেই মত সাজান। এই সারি বাঁধাটা ধনুকের আকারে করা ভাল। পাশের জায়গা হচ্ছে শিকারের পক্ষে সব চেয়ে সুবিধাজনক। পতাকার সঙ্কেতে এগোতে পিছতে, সারিটা প্রশস্ত কিংবা সঙ্কীর্ণ ক'রে নিতে হয়। এর চেয়ে কিন্তু হাওদায় ক'রে দু' একজন শিকারীকে সম্মুখে পাঠিয়ে তাদের দিয়ে শিকার জড় করিয়ে নিলে বেশী সুবিধা হয়। কোথায় কি-ভাবে এ সব হাতী সারি বেঁধে দাঁড়াবে সে বিষয় স্থির ক'রতে বিশেষ অভিজ্ঞতার আবশ্যক। তার পরে যাতে বাঘ এসে পাশ কাটিয়ে না পালিয়ে যায় কিংবা এই সব হাতীর উপর এসে না পড়ে, সে সম্বন্ধে সতর্ক হবার জন্যে সাহস এবং চাতুরী দুইই কাজে লাগা দরকার। অনেক সময় এমনও হয় যে বাঘ গুড়ি মেরে ব'সে থাকে, দূরে, অন্ততঃ সেই সময়ের জন্যে, চোখে পড়ে না। সব সময়েই যে নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য উদ্ধার হয় তা নয়; কেননা বাঘ যেমি এই হাওদাধারী হাতীটিকে দেখে আর অমি চার পা তুলে লাফিয়ে ছুটে আসে।

ঘাসের মধ্যে দিয়ে বাঘ যখন আক্রমণ করবার জন্যে ছুটে আসে সে বড় চমৎকার দৃশ্য! দেবতারা দেখলেও খুসী হ'য়ে যান। এ স্থলে শুধু হাতীটি নির্ব্বিকার হ'লে চলে না—শিকারীর গুলিটিও অবিকল সোজা চলা চাই। তবেই বিপদ এড়ান যায়। গুলি না ছাড়লে তো শিকার মরে না। আর সেই সঙ্কট মুহূর্ত্তে সে সম্বন্ধে কোন দ্বিধা করা চলে না। গুলি ছুঁড়তেই হয়; তা তোমার লক্ষ্য যেমনই হ'ক না কেন! গুলি ফস্‌কে গেলেও এ সময় কাজ হয়; কেননা শব্দ শুনে অনেক সময় বাঘ পালিয়ে যায়। কারো ক্ষতি করবার সুবিধা পায় না।

এ সব জায়গায় বাঘ কোথাও একটা খুন খারাবী করেছে এ সংবাদ না পাওয়া গেলে তাকে খুঁজে পাওয়া কঠিন। হত্যাকাণ্ড হ'য়ে গেলেও এই ঘন ঘাস জঙ্গলে সে খবর জানতে দু একদিন চ'লে যায়। যখন দেখা

যায় মস্ত মস্ত শকুন চক্র ক'রে ঘুরে ঘুরে উড়ছে অথচ ঘাসের মধ্যে নামছে না, কিংবা ভুঁয়ে নেমে লাফিয়ে পালাচ্ছে না, তখনই বোঝা যায় খুনী ব্যাঘ্রটি কাছাকাছি কোথাও আস্তানা নিয়েছে। এই দস্যুটিকে ফাঁদে ফেলবার জন্যে মাঠে গরু মোষ বেঁধে দিলে অনেক সময় উদ্দেশ্য সাধন হ'তে দেখেছি। এই উপায়ে একবার চমৎকার একটি বাঘিনীকে হস্তগত করা গিয়েছিল।

এই হাওদা-শিকারের প্রধান বিপদ জলাভূমিতে গিয়ে পড়া। হাতীর মত সাহসী সতর্ক জন্তুও কাদায় পা ব'সে যাচ্ছে দেখলে ভয়ে কাণ্ডজ্ঞান রহিত হ'য়ে যায়। একটা দৃশ্য ঠিক যেন কালকের ঘটনার মত আমার স্পষ্ট মনে আসছে। আমাদের হাতীর সমস্ত সারি, সংখ্যায় প্রায় পঁচিশটি হবে, গারো পাহাড়ের চোরা বালির মধ্যে প'ড়ে হাবুডুবু খেতে লাগল। আমরা বন্য মহিষ আর জলাভূমির হরিণ শিকারে বেরিয়েছিলাম। পথটা মাহুতদের পরিচিত। সেটা ভূমিকম্পের পরের বৎসর। ... পাহাড়ের উপরকার আলগা মাটি বৃষ্টির জলে ধুয়ে নীচে এসে ... জল। যে জায়গা সবুজ ঘাসে ঢাকা সযত্ন-রক্ষিত শাদ্বলের মত মনে হয়েছিল, সেটি কয়েক হাত গভীর চোরা বালি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমরা তখনই শরবনে ঢাকা একটা জলাভূমি হ'তে সবে মাত্র বেরিয়ে এই সঙ্কট-স্থানে এসে পড়লাম। অনতিদূরে হাত চল্লিশ তফাতে শুক্‌নো ডাঙা ছিল। প্রত্যেকটি হাতী প্রাণপণ চেষ্টায় অগ্রসর হ'তে লাগল। সবাই ভয়ে চীৎকার ক'রতে ক'রতে চলেছিল। যাদের পিঠে হাওদা ছিল সব চেয়ে দুরবস্থা হয়েছিল তাদেরই। এই দলের মধ্যে শ্রীহট্ট অরণ্যবাসিনী একটি হস্তিনী সর্ব প্রথম নিরাপদ স্থানে গিয়ে পৌঁছিল। এই বুদ্ধিমতী বড় বড় ঘাসের বোঝা শুঁড়ে উপড়ে নিয়ে পায়ের তলায় বিছিয়ে পা রাখবার ঠাঁই ক'রে নিতে লাগল। সকলেই নির্ব্বিঘ্নে অপর পারে উত্তীর্ণ হ'ল, কিন্তু এই জীবন-মৃত্যু সংগ্রামে জয়ী হবার জন্যে তাদের এতই কষ্ট আর পরিশ্রম ক'রতে হয়েছিল যে, তার পর দুদিন আর তাদের চলৎশক্তি ছিল না। একটা খাল পার হ'তে গিয়ে রাজা—একটি হাতী হারালেন। সে পারঘাটার

একটু দূরে পার হবার চেষ্টা করেছিল,—কিন্তু বৃথা! আস্তে আস্তে সে কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেল! মাহুত শুধু প্রাণ হাতে ক'রে সাঁতার দিয়ে অপর পারে গিয়ে উঠল।

শিকার ক'রতে গিয়ে প্রত্যেক শিকারীর প্রধান কর্ত্তব্য একে অপরকে প্রীত মনে সাহায্য করা। যদিই বা শিকার নিয়ে দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন বিবাদ বিসংবাদ উপস্থিত হয়, তা হ'লে শিকারকর্ত্তা এ সম্বন্ধে যে বিচার করেন, সেইটিই সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেওয়া উচিত। নিজের ন্যায্য দাবী বরং ছেড়ে দেওয়া ভাল তবু কলহ ক'রে মৃগয়া-শিবিরের শান্তি ও সন্তোষ-হানি করা কখনও উচিত নয়। একটুও মন ভারী না ক'রে নিজের নির্দ্দিষ্ট জায়গাটি গ্রহণ ক'রো আর মনে ক'রো, সেইটিই তোমার পক্ষে সব চেয়ে সুবিধাজনক। স্বার্থপর, অসন্তুষ্টচিত্ত লোকেরই "পরিণামে পরিতাপ অবশ্যই ঘটে"। নির্বোধ কিংবা মন্দমতির প্রতি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হন না। এ সব আমারই চাক্ষুষ এই রকম একটি ব্যাপার ঘটেছিল। খবর এল, একটি প্রকাণ্ড বাঘ বাথানের সব চেয়ে ভাল গরুটিকে মেরেছে। তার পর সেটিকে টেনে নদীর তীরে নিয়ে গিয়েছে, হেঁটে নদী পার হ'য়ে শিকার-শুদ্ধ এক শিমুলতলায় উঠেছে। আমরা সেদিন একটি আহত বাঘের সন্ধানে ফিরছিলাম। আগের দিন আমাদের শিকারকর্ত্তা সেটিকে গুলি করেছিলেন, মারা পড়েনি। সেই জন্যে সেদিন আমরা নূতন আগন্তুকের খোঁজে আর গেলাম না। যদিও সহজেই এ কাজটা সেই দিনই উদ্ধার হ'তে পারত। আমাদের শিকারকর্ত্তা কিন্তু মৃগয়া-ব্যবসায়ীর সহজ-সংস্কার বশতঃই হাতের কাজ শেষ ক'রে, পরের দিনের জন্যে অন্যটি স্থগিত রাখলেন। আহত বাঘটি তো পাওয়া গেলই, উপরন্তু সেই জঙ্গলেই আর একটিও আমরা মারলাম। ডাক্তার—শেষের বাঘটির জন্যে প্রথম গুলির ব্যবস্থা করেন, কিন্তু চরম ঔষধ, নিদান কালের বিষবড়ি, প্রয়োগ করবার ভার অন্যের হাতেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমরা আশাতীত ফল লাভ ক'রে আনন্দে তাঁবুতে ফিরে পরের দিনের অভীষ্ট লাভের প্রত্যাশায় উৎসুক হ'য়ে প্রতীক্ষা ক'রে রহিলাম।

গরুর হাড়ের খবর বাড়ীতে লিখবার মত প্রসঙ্গ নয়। বিশেষতঃ তাহাতে কাক কি কোকিলের এক দানা মাংসেরও প্রত্যাশা ছিল না। আমরা এই গোহত্যাকারীকে পাহাড়ে, মাঠে, খানাখন্দে, সম্ভব অসম্ভব সব জায়গায় খুঁজে যখন বেলা দুটো পর্য্যন্ত কোন কিনারা ক'রতে পারলাম না, তখন অতিথিদের মধ্যে কেউ কেউ মধ্যাহ্ন ভোজনের চেষ্টায় তাঁবুতে ফিরে গেলেন। এই কারণে আমাদের লাইন হ'তে তিনটি হাতী কম প'ড়ে গেল। তাঁদের ফিরে আসতেও অনেক সময় কেটে গেল। আমাদের শিকার-নেতা এই সময়টি বৃথা অপব্যয় না ক'রে শিকারের সন্ধানেই ফিরছিলেন, বেলাও প'ড়ে আসছিল। তাই আর একটিবার মাত্র খোঁজে বেরুবার মত সময় তখন হাতে ছিল। নদীটি যেখানে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ঘুরে এসেছে, তারই তীরে ঘাস আর শর দিয়ে ঢাকা একখণ্ড জাম ছিল। লম্বায় প্রায় তিন কি চার শ' আর প্রস্থে ১০০ কি ১৩০ গজ। দু'কোণায় জঙ্গলটি ক্রমে ফাঁক হ'য়ে এসেছে; গাছপালা বড় একটা ছিল না। নদী যে পথে আসছিল সেটা ছেড়ে অন্য দিকে ফিরে ছিল। তাই আমাদেরও এগোবার লাইন নূতন ক'রে বেঁধে হাতীর মুখ ঘুরিয়ে বিপরীত পথে যাত্রা ক'রতে হল। আমি একেবারে লাইনের শেষে ছিলাম। ঠিক ডাইনের দিকে খানিকটা খোলা ময়দান আর গোচারণের মাঠ ছিল। আমার বাঁয়ে তিন হাওদায় তিনজন শিকারী ছিলেন। উভয় দিক হ'তেই তাঁদের অধিকৃত স্থানগুলিকে উত্তম উত্তমতর আর অত্যুত্তম বলা যেতে পারে। পঞ্চম হাওদা যাঁর অধিকারে ছিল, তিনি নদীর পারে বিরাজ করছিলেন। আমি যে জায়গাটি পেয়েছিলাম তাতে দৈব সুপ্রসন্ন না হ'লে কিছুই ঘটবার আশা ছিল না। সম্মুখে প্রায় ৮০ গজ পর্য্যন্ত ফাঁকা জমির মাঝে দুএকটি গাছের গুচ্ছ দেখা যাচ্ছিল। সে যেন ঠিক ন্যাড়ার মাথায় অর্কফলার মত,—এদিকে ওদিকে খোঁচা খোঁচা শূয়োর কুঁচির মত খাড়া খাড়া! দুএকটি গাছ সমস্ত মাঠটির অনুর্ব্বরতা আরও যেন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছিল। নদীর বাঁক ধ'রে হাতীর সারি ক্রমে অগ্রসর হচ্ছিল। অল্পক্ষণের মধ্যে বাঘের সান্নিধ্য যতই নিকটতর হ'তে লাগল, চারিদিকে

উত্তেজনার আভাস ততই দৃষ্টি ও শ্রুতিগোচর হ'ল। হাতীর হুঙ্কার, শুণ্ড আস্ফালন ও প্রহরী জমাদারের ভঙ্গী হ'তেই বুঝা গেল, বাঘ নির্দিষ্ট পথে আসছে না, কিন্তু হাতীর সারির মধ্যে যে স্থানটি সব চেয়ে নিরাপদ, সেইখান দিয়ে পলায়নের সুযোগ খুঁজছে। হাতীগুলি যেমন দৃঢ়ভাবে শ্রেণীবদ্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল, সহজে সেখান হ'তে পলায়নের সুযোগ পাওয়া কঠিন। আমার সম্মুখের ঘাসবন ঈষৎ ন'ড়ে উঠতেই আমার সমস্ত শরীর যেন সজীব হ'য়ে উঠল। আমি রুদ্ধনিশ্বাসে একাগ্র দৃষ্টিতে প্রতীক্ষা ক'রে রইলাম। দু'এক মুহূর্তের মধ্যেই একটি প্রকাণ্ড আশ্চর্য্য সুন্দর শার্দ্দূলরাজের উত্তমাঙ্গ আমার দৃষ্টিগোচর হ'ল। তখন সে দূরে,—অনেক দূরে। সম্মুখের খোলা মাঠ দিয়ে সে যে আরও কাছে এগিয়ে আসবে তার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু আমার দৃষ্টি, মুষ্টি এবং মস্তিষ্ক সবই ঠিক ছিল—০৪৬৫ নং গুলি ছুটে গেল! ব্যাঘ্ররাজ কোথায়? কোথায় অদৃশ্য হলেন? না অদৃশ্য হন নি! বিরল তৃণরাজির মধ্য হ'তে দেখতে পেলাম তিনি ধরা শয্যা গ্রহণ করেছেন! বিশাল শরীর নিস্পন্দ; জীবনের চিহ্ন মাত্র নাই! মাহুতকে হুকুম দিলাম, 'বাড়াও'। ডানচোখের উপর একটি সামান্য ক্ষতচিহ্ন, নাক দিয়ে মস্তিষ্ক-মিশ্রিত রক্তধারা ব'য়ে আসছে, শরীর পাথরের মত নিশ্চল, অসাড়!

স্নেহের অলকা কল্যাণ,

মধ্যপ্রদেশের সীমান্তে আমারই পরিচিত কোন স্থানে পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ হ'তে একটি ব্যাঘ্র উপস্থিত হ'য়ে সপ্তাহ তিনেকের মধ্যে অনেকগুলি নরনারী হত্যা করেছে, এই সংবাদ পেলাম। লোকজনে ভারি ভয় পেয়ে গেল। পাহাড়ে জঙ্গলে তাদের কাঠভাঙ্গা, ফল কুড়িয়ে আনা এক রকম বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল ব'ললেই হয়। নিজে অলক্ষ্য থেকে শিকার ধরবার পক্ষে সেই ব্যাঘ্রটির বিশেষ সুবিধাজনক অনেকগুলি জায়গা জুটেছিল। যে পথ বেয়ে গরুর গাড়ীর সারি ঘুরে আসে,—সেইখানে লুকিয়ে ব'সে তিনি অনেক বলি সংগ্রহ করেছেন, শুনলাম। তিনি

বাঘিনী হ'লেও শিকারী কম ছিলেন না,—গাই বলদ ছাগল ভেড়া সবই উজাড় ক'রছিলেন। স্থানীয় শিকারী তাকে মারবার বেশ একটি সুযোগ পেয়েছিল। সন্ধ্যাবেলায় সে তখন মৃত গরুটি ভক্ষণের চেষ্টায় ফিরেছিল। কিন্তু বেচারা শিকারীর কাছে যে কার্ত্তুজ (cartridge) ছিল তা ফেটে গুলি বাহির হয় নি। বাঘিনী সেই যে চমকে পলায়ন দিলে, আমরণ সে প্রলোভনে ভোলে নি বা ফাঁদে পা বাড়ায় নি। কাজের শিকলে আমরা যেমন বাঁধা, তাতে স্বাধীনভাবে আনন্দের সন্ধানে যাওয়া আমাদের পক্ষে সহজ নয়। যদিও এ কথা বড় একটা কেউ বিশ্বাস ক'রতে চাইবে না, জানি। কেননা আইন ব্যবসায়ের নাম স্বাধীন-ব্যবসা। সে যাই হ'ক, ব্যবহারাজীবের জীবন স্বাধীন নয়, কেননা তিনি মক্কেলের কাছে বাঁধা। যার পয়সা খান তার কাজ না বাজিয়ে তাঁর আর কোন দিকে মনোযোগ ক'রবার সুযোগ হয় না। আমি মাঝে মাঝে কাজের মধ্যেই শিকারের সুযোগ ক'রে নিই। তাতে অনেক অসুবিধা ভোগ ক'রতে হয়। গাঁটের কড়িও মন্দ খরচ হয় না।—আর এ কথা আগে হ'তেই ব'লে রাখা ভাল, এ বস্তুর প্রাচুর্য্য আমার বড় একটা নেই। থলির অর্থ আর দেহের সামর্থ্য যথেষ্ট ব্যয় ক'রে মফঃস্বলে মামলা ক'রতে গিয়ে সপ্তাহান্তে যে দু'দিন কাছারী বন্ধ থাকে, আমি সেই অবসরে দু' একবার শিকারের যোগাড় করেছি। মনিব্যাগ খালি হয়েছে বটে কিন্তু শিকারের ঝোলায় বাঘ ভরেছি। একবার একজন জজ মজা ক'রে আমায় বলেছিলেন, মফঃস্বলে আমার দুই শিকার জোটে—এক মক্কেল, দ্বিতীয় বাঘ। তাঁর বোধ হয় মনে হয়েছিল, পুরাণ ব্যাধির মত এ দুটোই আমায় পেয়ে বসেছে। আমি যখন প্রথম ব্যারিষ্টারি ব্যবসায় আরম্ভ করি, তখন আমার দু' একজন হিতৈষী মক্কেলদের বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন, আইনের চেয়ে শিকারেই আমার বুদ্ধিটা খেলে ভাল। যে সব মানুষের শিকার-বাতিক আছে, ইংরাজ তাদের একটু পক্ষপাতী। ছুটির সম্বন্ধে মফঃস্বলের কাছারীর চেয়ে হাইকোর্টে আমাদের ভাগ্য ভাল। সেখানকার মত চাঁদ দেখে এখানে মুসলমান পরবের ছুটি হয় না। আর তা ছাড়া সং

খৃষ্টানের মত তাঁরা একদিন ছেড়ে দু'দিন কর্ত্তব্য-বোধে সম্পূর্ণ বিশ্রাম ক'রে থাকেন! সেবারে দোলের সময় এই সূত্রে আরও দিন কত বেশী ছুটি পাওয়া গিয়েছিল। তবে এই সব অল্পদিনের ছুটির মুস্কিল এই যে, আপনাকে একেবারে ছেড়ে দেওয়া চলে না। মনের মধ্যে কাজের টানা-টানাই থাকে, বেশ হাত পা ছড়িয়ে কিছু করা ঘটে না।

শিকারের লোভে K. G. B. পথের ধারে একটা ষ্টেশনে এসে আমার সঙ্গ ধ'রলেন। রাত দুপুরে আমরা গিয়ে পৌঁছিলাম। যাঁদের উপরে তত্ত্বাবধানের ভার ছিল, তাঁরা পোঁটলা-পুটুলি সমেত আমাদের থানায় নিয়ে তুললেন। এমন নিরাপদ স্থানে আমাদের প্রথম আর সবেমাত্র রাত্রিবাস। লোহার গরাদে-দেওয়া বারান্দাটি স্থান-মাহাত্ম্য প্রচার ক'রছিল। আমরা সেখানে গিয়ে পৌঁছিবার পর একজন হাসতে হাসতে কোথায় এসেছি, সে কথা আমাদের জানালেন। শুনে আমার বন্ধুর যে হাসির ফোয়ারা ছুটল, তা আর বন্ধ হ'তেই চায় না। তাঁর যেন হাসির হিষ্টিরিয়া হ'য়ে প'ড়ল! আমি তাকে বোঝালাম—

Stone walls do not a prison make,
Nor iron bars a cage.

অর্থাৎ,—প্রস্তর-প্রাচীর হ'লেই কারাগার হয় না,
লোহদণ্ড স্থিতিমাত্রে হয় না পিঞ্জর!

কারাগার হ'লেও, নির্দ্দোষ আমাদের কাছে সেটি শান্ত আশ্রমপদ ব'লেই মনে হয়েছিল।

ভোর হ'তে না হ'তে আমরা মহাসমারোহে যাত্রা ক'রলাম। প্রশস্ত রাজপথ, সুন্দর আধুনিক রথ। কিছুক্ষণ পরে বৃটিশরাজের একজন প্রহরী আমাদের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ ক'রলে। আমাদের অভ্যর্থনার জন্যে ঘোড়ায় চ'ড়ে সে দশ ক্রোশ পথ এসেছিল। এর কিংবা এরই মত লোকের হাত এড়িয়ে যাওয়া বড় সহজ কথা নয়। তবু মনে ক'রলাম, আবার যদি এ পথে আসি, তবে যেন শিকারের সুবন্দোবস্তের জন্যে এমনি কারো হস্তগত হ'বার সৌভাগ্য আমার ঘটে। অতঃপর হস্তিপৃষ্ঠে কয়েক মাইল

যাবার পরই আমরা শিবিরে গিয়া পৌঁছিলাম। এর আগেই শিকার-সন্ধানে লোক জড় ক'রে চারিদিকে পাঠান হয়েছিল। শৈলমালাবেষ্টিত যে স্থানটিতে আমাদের শিবির সংস্থান হয়েছিল, সে যেন এক স্বপ্নরাজ্য। [illegible]মচ্ছায়ায়, পাদপরাজি-আচ্ছাদিত বনভূমি যখন স্নিগ্ধ অন্ধকারে আবৃত হ'য়ে এল, তখন চারিদিক হ'তে সাম্বর মৃগের ঘণ্টাধ্বনির মত আহ্বান রব বারংবার আমরা শুনতে পেলাম। সে যেন বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর আরতির মঙ্গল বাদ্য।

বাঘিনী সম্বন্ধে যে সংবাদ আমরা জানলাম, সে হচ্ছে পাঁচ ছয় দিনের বাসি খবর। আমার বন্ধু সেটি সুবিধার কথা মনে করেন নি। আমার কিন্তু তার উল্টোটাই মনে এল। তবু উৎসাহের গায়ে এমন শীতল প্রলেপ বাঞ্ছনীয় নয়, তা স্বীকার করাই ভাল। যাই হো'ক প্রভাতেই ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হ'লেন। তাঁর হাসিমুখ দেখে আমাদের মুখও হাসিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। সংবাদ এল, সূর্য্যোদয়ের শুভলগ্নে খানিক দূরে বাঘিনী একটি স্ত্রীলোককে ভোগে লাগাইবার উদ্যোগ করছিল, পারে নি। সে কোন রকমে একটা পাথরের স্তূপের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে বেঁচে গেছে। নিরাশ হ'য়ে ব্যাঘ্রী একটি নালার মধ্য দিয়ে অন্য পথে যাত্রা করেছে। নালার পাশের ভিজে বালিতে তার পায়ের টাট্‌কা চিহ্ন খুব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। আর বনের মধ্যে দিনের বেলা লুকিয়ে থাকবার জন্যে যে পথে চ'লে গিয়েছে, সেখানেও তার পা হ'তে ঝরে-পড়া বালি আর কাঁদার দাগ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। নালার পাড়ে লাফিয়ে উঠে যেখানে সে পাহাড়ে চড়েছে সেইখান হ'তেই তাকে অনুসরণ ক'রে যাওয়া কঠিন হয়েছিল।—কোথাও গড়িয়ে-পড়া এক খণ্ড পাথর, কোথাও বা পায়ের চাপে মুচড়ে-পড়া সুকুমার লতা গুল্ম, কোথাও বা বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত তৃণগুচ্ছ। এই দেখেই পথ আবিষ্কার ক'রে অগ্রসর হচ্ছিলাম। সত্বর অগ্রসর হওয়া ঘ'টে ওঠে নি, কেননা স্থিরনিশ্চয় না হ'য়ে পা বাড়ান আমরা যুক্তিসিদ্ধ মনে করি নি। দিনের আলোতে পাহাড়ের নিরাপদ আশ্রয়টি ছেড়ে সে অধিকদূর অগ্রসর হবে না জেনে, নিঃশব্দ ধীর [illegible]

আবার আমরা নালার কাছে ফিরে এলাম। নালার কাছে পলায়নের তিনটি ঘাট; তার তুটি ভিন্ন ভিন্ন পথ ছিল। শেষের পথ তুটি নালা হ'তে পাহাড়ের দিকে গিয়েছিল। ঘাট তিনটি একজন লোকেই পাহারা দিতে পারে।

আধ মাইল দূর হ'তে বাঘকে তাড়া দিয়ে আনবার বন্দোবস্ত হ'ল। আমি আট ফুট উঁচু একটি পাথরের উপর উঠে আমার বসবার মোড়াটি এমন জায়গায় রাখলাম, যেখান হ'তে তিনটি ঘাটই আমি স্পষ্ট দেখিতে পাই। আমার ডাইনে ও সম্মুখে আরো তু'টি পাথরের ঢিবি, আর গুটি কত গাছও ছিল। ঘাটের পথ চেয়ে তু'চারিটি সরু গলি এরি মাঝ দিয়ে চারি দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। আমি পাথরের উপরে মোড়া পেতে বসেছিলাম। তার উপরে গুটি কত গাছ ছিল। গাছের ডালগুলি এমনি ভাবে নামিয়ে দিয়েছিলাম, যাতে ক'রে আমি আড়ালে থাকতে পারি, অথচ চারিদিক দেখবার কি বন্দুক চালাবার কোন অসুবিধা না ঘটে। কত সামান্য আড়াল হ'লেই যে লুকোবার সুবিধা হয়, শিকার তোমার পাশ দিয়ে অসন্দিগ্ধ চিত্তে যায়. তোমায় দেখতে পায় না, সে কথা সহজে বিশ্বাস হয় না। মানুষের গন্ধ হয়তো বা পায়, কিন্তু বেলা বাড়তে আরম্ভ ক'রলে সে গন্ধও কম হ'য়ে আসে। আর তুমি যদি চুপচাপ ব'সে থাক, তা হ'লে সেদিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হবার, ধরা পড়বার সম্ভাবনা বড় একটা থাকে না। প্রকাণ্ড একটা হিংস্র জন্তু পাশ দিয়ে যখন চলে যায় তখন স্থির হয়ে থাকা কঠিন কাজ, কিন্তু অভ্যাস ও সাধনার বলে শিকারীর মজ্জাপেশী ক্রমে ইস্পাতের মত দৃঢ় হ'য়ে ওঠে। তখন কোথাও আর এতটুকু কাঁপে না, কি নড়ে না। আমি যে জায়গাটি পছন্দ ক'রে নিয়েছিলাম সেখান হ'তে চারিদিকে গাছপালা আর গলি-ঘুঁজির জন্যে হাত বিশেক তফাতে গুলি করাটা তেমন নিরাপদ ছিল না। সেখানে আমার ডান পাশে পাহাড়টা গড়িয়ে নালার দিকে নেমে গিয়েছিল। K. G. Bকে একখানি ছোট্ট খাটিয়া মাচান ক'রে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। সেইখানকার একজন গোঁটিয়া [illegible] ছিল। চট্ ক'রে গাছে চ'ড়ে পড়বার ক্ষমতা তার অদ্ভুত।

আর তা ছাড়া স্থান যতই সংকীর্ণ হ'ক না, সে তারই মধ্যে অবলীলাক্রমে আপন ঘুরবার ফিরবার সুবিধা ক'রে নিত; কোন রকমে আড়ষ্ট হ'ত না। এই চতুর লোকটির তা ছাড়া বন্দুকের তাক্‌ও ছিল ভাল।

পাঁচ-ঘণ্টা খানেক প্রতীক্ষার পর বনের মধ্য হ'তে যে-সব শিকারীরা বাঘ তাড়া ক'রে আনছিল, তাদের সোরগোল শোনা গেল। আরো কিছুক্ষণ সময় যাবার পর, আমাদের মধ্যে জনকয়েককে পাহাড়ের মাথার উপর দেখতে পেলাম। মুহূর্তের মধ্যেই দেখলাম, স্থূলাঙ্গী একটি ব্যাঘ্রী ত্বরিত গমনে নালার মধ্য-ঘাট পার হ'য়ে আসছে। নিমেষের জন্য সে প্রস্তরস্তূপের ব্যবধানে অদৃশ্য হ'য়ে গিয়েছিল। পর মুহূর্তেই তার মস্তক আর গ্রীবাদেশ দৃষ্টিগোচর হবামাত্রই আমি তার স্কন্ধদেশ লক্ষ্য ক'রে বন্দুক ছুঁড়লাম। সে আমার বাঁয়ে দশ গজ দূরে ছিল। আমার বন্দুক তুলতে সামান্য কি একটু শব্দ হয়েছিল, তাতেই সে ঘাড় ফেরালে। গুলি তার কাণের মধ্য দিয়ে ঘাড়ে গিয়ে লাগল। তৎক্ষণাৎ সে ধূলিলুণ্ঠিত হ'য়ে প'ড়ল। দ্বিতীয় গুলি মারবার জন্যে আমি প্রস্তুত হচ্ছিলাম, কিন্তু যখন দেখলাম সে আর নড়চড় ক'রলে না, তখন বন্দুকের যে নল খালি হ'য়ে গিয়েছিল, সেইটি আবার পূরে কি ঘটে দেখবার জন্যে অপেক্ষা ক'রে রইলাম। শিকারীরা কয় জন পাহাড়ের মাথা হ'তে একটু নেমে আমার ডাইনের দিকে, আর বাকী কয় জন সম্মুখে কিছু দূরে সতর্ক হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। যতক্ষণ মৃগয়াভিনয়ের যবনিকা পতন না হয়, ততক্ষণ এ সাবধানতা বিশেষ আবশ্যক। জয়গর্ব্বে-উৎফুল্ল আমি আর স্থির হ'য়ে থাকতে পারলাম না। সঙ্কেতসূচক বাঁশীটি বাজিয়ে দিলাম। সে সঙ্কেতে তখনই চারি দিক হ'তে জয় জয় শব্দে মহাকোলাহলে সকলে মহানন্দ প্রকাশ ক'রলে ও নিকটে এল। K. G. B. আর গৌটিয়া দুজনেই আমার কাছাকাছি ছিলেন। সবাই এসে ঘিরে দাঁড়িয়ে ব্যাঘ্ররাজ-পত্নীর রাজযোগ্য অঙ্গাবরণ আর বরাঙ্গের প্রশংসা ক'রতে লাগলেন। পাহাড়ের মাথার উপর যে সব শিকারীরা ছিল, তাদেরই মধ্যে জন কয়েক সময় মত এসে পৌঁছতে পারে নি। সেই সঙ্কট স্থান হ'তে নেমে আসবার জন্যে

তারা ব্যাকুল, অথচ ব্যর্থ চেষ্টায় নিযুক্ত ছিল। এই খানেই ২রা সেপ্টেম্বরের ভল্লুক-বিভ্রাট ঘটেছিল। সে কথা তো তোমরা আগেই শুনেছ।

অবিলম্বে বাঘিনীকে এক পর্য্যঙ্কে, আর ভল্লুকটিকে অপর একটিতে শয্যা রচনা ক'রে দিয়ে, বাহকেরা সমারোহে শোভাযাত্রা ক'রলে; আমি আর K. G. B. গজারোহণে, আর সেই গৌটিয়া গজ-রাজের পুচ্ছদেশে লম্বমান হ'য়ে, তাদের অনুসরণ ক'রলাম। পথে গ্রামবাসীরা আমাদের সঙ্গ নিলে। মহানন্দে তারা ঢাক ঢোল বাজিয়ে চ'লল। বাদ্যের সঙ্গে নৃত্যও বাদ যায় নি। সংহাররূপিণী শার্দ্দূলবধূর মৃত্যুতে আনন্দ আর ধরে না। কাছে গিয়ে দেখলাম বাঘিনীটি কৃশোদরী। তার চামড়াখানি বড়ই সুন্দর। আমার এ বারের হোলি-উৎসব বনের মধ্যে নরখাদক ব্যাঘ্রের তপ্ত শোণিতের আবীর-কুঙ্কুমে সুসম্পন্ন হ'ল।

আমরা অবিলম্বে এ শুভ সংবাদ দশ ক্রোশ দূরের তার-আপিসের সাহায্যে বাড়ীতে, আমাদের নিমন্ত্রণকারীকে ও আর আর সমানুভাব বন্ধুদের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। সন্দেশ-বাহকই আবার সেগুলির উত্তরও নিয়ে এল। তবে বাড়ী আর আমার কৃতজ্ঞ নিমন্ত্রণকারীর কাছ হ'তে যে আন্তরিক সহানুভূতিপূর্ণ অভিবাদন পেয়েছিলাম, এমন আর কারও কাছ পাই নি।

শিকার ক'রে এমন সুন্দর বাঘছাল যদি লাভ হয়, তবে তাকে রক্ষা করবার জন্যে বিশেষ যত্ন ক'রতে হয়। আমরা প্রসিদ্ধ চর্ম্মশোধনকারী Messrs Rowland Wardএর নিকট এ চামড়া লণ্ডন সহরে পাঠিয়ে দিলাম। তখন জার্ম্মানদের অনুগ্রহে জাহাজ-ডুবির অসদ্ভাব ছিল না। এর আগে আর পরে যে সব পার্শেল পাঠিয়েছিলাম, সব গুলিরই পৌছান সংবাদ যথাসময়ে আমার হস্তগত হ'ল, কিন্তু এ চামড়ার অনেক দিন কোন সংবাদ না পাবার পর হৃদয়বিদারক সংবাদ এল, শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধাচরণে পার্শেলটি হারিয়ে গিয়েছে। হায়, এমন বিজয় আনন্দের পরিণাম এমন শোকাবহ; এ ক্ষতিপূরণ হবার উপায় ছিল না—হূণ পাশবতাই এই ক্ষতির মূল কারণ।

১লা অক্টোবর, ১৯১৭

স্নেহের অলকা কল্যাণ,

আহত হিংস্র জন্তুকে—যেমন বাঘ ভল্লুক কিংবা চিতাকে—অনুসরণ করা বিপদসঙ্কুল। এ কাজ নির্বিঘ্নে সমাধা ক'রতে হ'লে, আপনাকে এবং অনুচরবর্গকে রক্ষা ক'রতে হ'লে, সাবধানতা ও বহুকাল-অর্জিত অভিজ্ঞতার বিশেষ আবশ্যক। অনুচরবর্গকে রক্ষা করার দিকেই অধিকতর মনোযোগ দিতে হয়। কেননা তারা আত্মরক্ষার যোগ্য অস্ত্র ধারণ করে না, এমন কি অনেক সময় কোন অস্ত্রই তাদের থাকে না। সর্বতোভাবে তার আত্মজীবন রক্ষার জন্যে তোমারই উপর নির্ভর করে। শিকার ব্যাপারে দৈবাৎ কিছু ঘটে না। যদি কোন বিপদ হয় তবে নিশ্চয় জেনো সেটা অজ্ঞতা, নির্বুদ্ধিতা ও দুঃসাহসিকতার পরিণাম। এত দিন ধ'রে আমার চিঠি প'ড়ে তোমরা এটুকু জেনেছ বোধ হয়, দুরন্ত হিংস্র জন্তু শিকার ক'রতে হ'লে, কেমন জায়গায় দাঁড়িয়ে এ কাজ ক'রতে হবে, সে স্থানটি বিশেষ বুদ্ধি বিবেচনার সহিত স্থির করা প্রথম এবং প্রধান কাজ। আর সব দিকেই দৃষ্টি রেখে গুলি ক'রবে, অনর্থক বিপদ ডেকে আনবে না। বন্দুক আওয়াজ ক'রবার পর আর কোন শিকারী যাতে কিছু মাত্র শব্দ না করে, সে বিষয়ে কড়া হুকুম দেবে। আর যাতে এ আদেশের কোনরূপ ব্যতিক্রম না হয়, সে সম্বন্ধে মনোযোগী হবে। আজ পর্য্যন্ত আমি এই নিয়মে চলেছি; আর যে মৃগয়া ক্ষেত্রে আমার একচ্ছত্র অধিকার সেখানে কখনই এই নিয়ম ভঙ্গ হ'তে দিই নি। তার-পর আমার বাঁশীর সঙ্কেতে তারা জানতে পারে, শিকার ফস্‌কেছে, ঘায়েল হ'য়েছে, কি ঘায়েল হ'বার পরে পালিয়ে গিয়েছে। চারদিক নিঃশব্দ থাকলে আহত জন্তু অধিক দূরে যায় না, নিকটে আড়াল আবডাল দেখে লুকিয়ে থাকে। কিন্তু সোরগোল যদি চলে, তবে প্রাণপণ শক্তিতে যতদূর সাধ্য তত অধিক দূরে যায়। খুব সম্ভব সে দৃষ্টির মধ্যে কাছেই থাকে, কিন্তু সেখানে শেষ গুলি মারবার সুবিধা হয় না। সেই জন্যে নড়াচড়া, কথা কওয়া, তোমার কৃতকার্য্যতা অথবা তোমার জীবনের পক্ষে

হানিকর হ'তে পারে। যদি তোমার বন্দুকবাহক অপর এক ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার অভ্যাস থাকে, তা হ'লে তাকে এমনি শেখাবে যে সে যেন টুঁ শব্দটি না করে।

এ সম্বন্ধে তোমাদের একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। একবার মস্ত একটা চিতা বাঘকে ঘন বনের মধ্য হ'তে লাফিয়ে বেরিয়ে আসবামাত্রই গুলি করেছিলাম। সৌভাগ্যবশতঃ আমা হ'তে দু'চার পা দূরে আমার দিকে পিঠ ক'রে সে প'ড়ে গিয়েছিল। কাছেই গুটিকত বাবুলগাছ। চারিদিকের ঘাস এক ফুটের বেশী উঁচু নয়। হাত চল্লিশেকের মধ্যে তার লুকিয়ে আশ্রয় নেবার দ্বিতীয় স্থান ছিল না। অনায়াসেই সে আমাকে আক্রমণ ক'রতে পারত। তার মূর্ত্তি আর ভঙ্গী দেখে তার মনোভাবও যে তাই, সে কথা বোঝা যাচ্ছিল। সমস্ত শরীরটা টান ক'রে রেখেছিল। ঘাড়ের রোম সব উঁচু হ'য়ে উঠেছে, কান দুটি খাড়া, লেজটি শুধু ঈষৎ নড়ছিল। আমি দেখলাম এক গুলির চেয়ে, দুই গুলিই বেশী কাজের হবে। সমস্তক্ষণ বাঘের দিকে দৃষ্টি রেখে আমি বন্দুকের ডান দিকের নলে গুলি ভরছি! (ভেবো না কাজটি বড় সোজা)। এমন সময় দলের একজন শিকারী গাছের উপর হ'তে হঠাৎ ব'লে উঠল,—"ও যে উঠছে, গুলি কর, গুলি কর।" খুব সম্ভব আমার চেয়ে সে বাঘের দুরভিসন্ধি ভাল ক'রে বুঝতে পেরেছিল। এমন অবস্থায় যে কখনো পড়েছে, সেই জানে কি ভয়ানক আক্রোশের সঙ্গে বাঘটা উঠে আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল। আমি বন্দুক নামিয়ে গুলি ক'রে যখন দেখলাম সে আবার ধরাশায়ী হ'য়েছে, তখন কি শান্তিই বোধ হ'ল! তবে একেবারে নিশ্চিন্ত হবার ইচ্ছায় একটু এগিয়ে অন্য নলটিও তার উপর খালি ক'রলাম। আমাদের আক্রমণ করবার জন্যে যখন সে উঠে দাঁড়িয়ে গর্জ্জন করছিল, সে ভয়ঙ্কর রব দু'শ হাত দূর হ'তে স্পষ্ট শোনা গিয়েছিল। বিপিন যদি না চেঁচাত (তোমরা তাকে চেন) আমি অনায়াসেই কার্য্য সমাধা ক'রতে পারতাম; বন্দুকের বাঁ নলের গুলিটাও অনর্থক নষ্ট ক'রতে হ'ত না। সেটা তোলা থাকত, পরে বিশেষ দরকারের

সময় কা..ে লাগাতে পারতাম। বেচারী বিপিন বেয়াকুবী ক'রে ভারি দুঃখিত আর লজ্জিত হ'য়ে পড়েছিল। একবার শিক্ষা হ'লে পর আর কখনো এমন করে নি।

...বাঘ কিংবা চিতা যদি খুব নীচু হ'য়ে চলে কিংবা ভূঁয়ে শুয়ে পড়ে, তা হ'লে তুমি যত তীক্ষ্ণদৃষ্টিই হওনা কেন, সহজে তাকে খুঁজে পাবে না। মনে রেখো, তার নিজের মনোনীত স্থানে, তোমার তাকে খুঁজতে হয়। খোলা জায়গায় রক্তের ধারা বা পায়ের চিহ্ন দেখে কখনো আহত জন্তুকে অনুসরণ করা উচিত নয়। অনেক অনুচর সহচর সঙ্গে থাকলেও এটা করা অবিবেচনার কাজ। বন্দুক ঘাড়ে, কুচ-করা সেপাহীর মত দলবদ্ধ হ'য়েও এ কাজে অগ্রসর হওয়া অন্যায়। এ ভাবে অনেকবার অনেক বিপদ ঘ'টতে শোনা গিয়েছে। কারণ আহত জন্তুটি যে কোন্ পথে, কি ভাবে কখন এসে পড়ে, তার নিশ্চয়তা থাকে না। যদি চারি দিক নিঃশব্দ হয়, বাক্যালাপ একেবারে নিষিদ্ধ হয়, তা হ'লে অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়, আহত জন্তু নিকটেই আশ্রয় গ্রহণ করেছে, আর কিছুক্ষণ যদি অপেক্ষা কর, তা হ'লে দেখবে, হয় সে মৃত, নয় এত দুর্ব্বল ও অক্ষম হ'য়ে পড়েছে যে নির্ব্বিঘ্নে অবাধে তার কাছে এগিয়ে যেতে পার। Nemo me lacesit—আমায় একলা থাকতে দাও—"ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি" ভাবটাই তার মনে তখন প্রবল হয়। তাই অকারণে উত্ত্যক্ত বোধ ক'রলে সম্ভবতঃ আক্রমণকারীর উপর প্রতিশোধ তুলবার চেষ্টা করে। এ-সব সময় আমি কি করি জান? প্রথমে শিকারী ও অনুচরবর্গের একটা মন্ত্রণা-সভা হয়, তার পর চাকার মত গোল পথে তাদের অনুসন্ধানে পাঠিয়ে দিই। প্রথমে তারা দেখে আসে, কত দূরে সে গিয়েছে, তার পর ক্রমে এই গোল পথটি খাট ক'রতে ক'রতে আসি। যদি পথে বেত-বনের বাধা পড়ে, তা হ'লে বনের মধ্য হ'তে তাকে বার ক'রে নিয়ে আসবার জন্যে দু একটি হাতী থাকলে কাজটা সহজ হয়। হাতীর অভাবে শিকারীদের দলবদ্ধ ক'রে হাতে মস্ত মস্ত এক একটা বাঁশ দিয়ে পাঠান ভাল। দূর হ'তে বাঁশের খোঁচায় তারা বেতবন হ'তে বাঘকে বা'র ক'রে

নিয়ে আসতে পারে। পাহাড়ে জায়গায় নালার মধ্যে এক-বর্গ মোষ তাড়িয়ে পাঠান সব চেয়ে নিরাপদ পন্থা। এ অবস্থায় নালা কিংবা নদীর ধারে ধারে নিজে বন্দুক ঘাড়ে খুঁজতে যাওয়া আত্মহত্যারি সামিল। এমন ক'রে কতজনের যে কত বিপদ ঘটেছে সে কথা আর বর্ণনীয় নয়। পাথরের ঢিবির পিছনে ঝোপঝাড়ের মধ্যে যে জন্তু লুকিয়ে ব'সে আছে, সে তোমার গন্ধ পায় আর তোমার পদশব্দ ভাল ক'রে শোনে। সে নিজে মস্ত শিকারী। একটু শব্দ হ'তে না হ'তে সেই দিকে ফিরে দেখে। এ বিষয়ে তুমি নিজে পরখ ক'রে নিতে পার। তোমার কুকুরকে মার, সে আরো শাস্তির হাত এড়াবার জন্যে টেবিল কিংবা কৌচের নীচে গিয়ে আশ্রয় নেবে। তার পর তুমি যত নিঃশব্দে আস্তে আস্তে পা ফেলে তার দিকে যাবার চেষ্টা ক'রবে, দেখবে সে তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরিয়ে তোমার দিকে দেখছে।

ব্যাঘ্র, চিতা, ভল্লুক সবারই সম্বন্ধে এই এক কথাই খাটে। তবে ঋক্ষরাজ শ্বাপদ জাতির মত অতটা চতুর নয়। এ ছাড়া শ্বাপদের আর একটি বিশেষ সুবিধা, সে অতি সামান্য আড়ালের কিংবা প্রস্তরখণ্ডের পিছনে আত্মগোপন ক'রতে পারে। তুমি তোমার বন্দুক-ব্যবহারে যতই ক্ষিপ্র হও না কেন, হঠাৎ অতর্কিত ভাবে তোমার উপর এসে প'ড়ে কাজে বাধা দেয়। নিজে কোন গাছ কি বড় পাথরের পিছনে লুকিয়ে থেকে, চারিদিকে নজর রাখবার জন্যে গাছে মানুষ চড়িয়ে দেওয়া ভাল। আর মাঝে মাঝে সম্ভবপর জায়গাগুলিতে ঢিল ছুঁড়ে সন্ধান নেওয়া মন্দ বুদ্ধি নয়। তবে সময়টা যদি সন্ধ্যার প্রাক্কাল হয়, তা হ'লে পরদিন প্রত্যূষের জন্যে প্রতীক্ষা ক'রে থাকাই সুবুদ্ধির কাজ।

আর একটি কথা বিশেষ ভাবে মনে রাখা আবশ্যক। উৎসাহের বশে মৃতপ্রায় বাঘ কিংবা চিতার বেশী কাছে কখনো এগিয়ে যেয়ো না। এই নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যে অনেকে বিপদে পড়েছেন। চলচ্ছক্তি-রহিত মৃতপ্রায় বাঘের শরীরে মৃত্যুর যথার্থ লক্ষণ আবিষ্কার করা সহজ কথা

বল্লম হস্তে মজবুত শিকারী বিপিন

নয়। শরীরটা যখন একেবারে অসাড় নিষ্পন্দ দেখায়, তখনও আর এক গুলি মেরে দেখা ভাল। নয়তো বন্দুকটা ঠিক রেখে দূর হ'তে বর্শার খোঁচা দিয়ে পরখ ক'রে নিলে ক্ষতি নেই। আমার এক শিকারী বন্ধু গল্প করেছেন, বাঘকে মৃত মনে ক'রে, হাতীর পিঠে তুলে বেঁধে নেবার পরও বেঁচে উঠতে দেখা গিয়েছে! মাহুত অঙ্কুশের আঘাতে তার উত্তমাঙ্গ চূর্ণ ক'রে তবে রক্ষা পায়। কয়েক বৎসর আগে কর্ণেল আমায় বলেছিলেন, একবার এই রকম একটা বাঘ হঠাৎ বেঁচে উঠে বাঁধন দড়ি সব ছিঁড়ে ফেলে! হাতী আতঙ্কে অধীর হ'য়ে চিৎকার ক'রতে ক'রতে দৌড় দেয়। তার পর বাঘটা পাশেই এক পাহাড়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে। মাথায় শক্ত আঘাত লাগায় অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে। তখন একজন তার ঘাড়ের কাছে গুলি ক'রে তাকে নিঃশেষ করেন। পরে পরীক্ষায় আবিষ্কার হ'ল, প্রথম গুলি তার মস্তিষ্কে প্রবেশ ক'রতে পারে নি,—শুধু সামান্য একটু ছিদ্র ক'রে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। ফলে সে কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞানশূন্য হ'য়ে পড়েছিল মাত্র।

প্রথম প্রথম যখন শিকার ক'রতে আরম্ভ করি, সেই সময়ে একটি ঘটনা হ'তে আমি এই অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞান অর্জ্জন করেছিলাম। গুলির আঘাতে বাঘটি ধরাশায়ী হবার পর 'ম—'দাদা তাকে টেনে বার করবার জন্য উৎসুক হ'য়ে পড়েছিলেন; কিন্তু চেহারা দেখে তার মৃত্যু সম্বন্ধে আমি তখনও নিঃসন্দেহ হ'তে পারি নি। আমার অনুরোধে নিতান্ত অনিচ্ছায় তিনি তার উপর আর এক গুলি মারতেই এই মৃতবৎ জন্তুটি হুঙ্কার ছেড়ে লম্ফ দিয়ে উঠে তবে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হ'ল! ভাগ্যবশতঃ আমরা পশ্চাতে ছিলাম। নতুবা শুধু তর্কের মীমাংসা নয়—সত্বর সদ্গতির পথে সে আমাদের অগ্রসর ক'রে দিত! আর একবার এমনি অবস্থার পরিণাম কিন্তু শুভ হয় নি। শিকারীরা এসে চারিদিকে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছে। দুই একজন উৎসাহী যুবক বাঘটিকে টেনে বা'র করবার জন্যে উৎসুক। দীর্ঘ বর্শা দিয়ে বেত-বনের মধ্যে বার বার খোঁচা দিচ্ছে। এই ব্যবহার আমার মনোমত হয় নি। তাই আমি এগিয়ে গিয়েছিলাম।

যে জন্তুটিকে একেবারে বাসি মড়া ব'লে বোধ হচ্ছিল, চক্ষের পলকে ঝাঁপিয়ে উঠে সে আমাদের আক্রমণ ক'রলে! যেন তার কিছুই হয় নি! ভাগ্যে আমি এগিয়ে গিয়েছিলাম। বন্দুকের মুখ তার মুখের উপর রেখে সম্বর্দ্ধনা ক'রলাম। তাকে আর এগোতে হ'ল না। যে সব শিকারীরা এতক্ষণ লম্ফ-ঝম্ফ করছিলেন, আতঙ্কে পালাবার পথ দেখতে না পেয়ে গাছের গুঁড়িতে মাথা ঠুকে অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়লেন! আর যাঁরা বেত-বনের মধ্য দিয়ে পালাবার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদের সর্ব্বাঙ্গ বেতসের আলিঙ্গনে রক্তরাগে সুশোভিত হ'ল। তন্বী এই বনবল্লরীটি পত্রবিহীন, কিন্তু প্রসারিত কণ্টকিত শাখা-বাহু দিয়ে যখন স্বাগত জানায়, সে হর্ষ-স্পর্শে আগন্তুকের দেহে অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব হয়! বহু দিন যাবৎ তার নিদর্শন শরীর ও মন হ'তে মিশায় না। জমির দখল নিয়ে অনেক দিন ধ'রে যখন লড়াই চলে, —আইনের অনিশ্চয়তা আর বিচারের দীর্ঘসূত্রতাই তার প্রধান কারণ— তখন দেখা যায়, যোদ্ধাদের মধ্যে কেউ কেউ অস্ত্র-স্বরূপে বংশ-দণ্ডে বেতসবল্লী জড়িয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়, আর নির্বিচারে চারিদিকে আস্ফালন ক'রতে থাকে। বাবরীধারী লাঠিয়াল প্রাণ গেলেও এই অপরূপ অস্ত্রের সম্মুখীন হ'তে চায় না। কেননা একবার যদি অস্ত্রটি তার সযত্ন-রক্ষিত কেশদামের সংস্পর্শে আসে, তবে আর তার লাঞ্ছনার সীমা পরিসীমা থাকে না।

এক গুলিতেই শিকার, বাঘ কিংবা চিতা, ভাল্লুক অথবা বন্য মহিষ এক গুলিতে ফরসা হ'য়ে গিয়েছে, ব'লতে বেশ, ভাবতেও গৌরব কম নয়। অন্যে এ অহঙ্কারটুকু ক'রলে আমার শুনতে ভালই লাগে, কিন্তু আমার নিজের সময় সন্দেহমাত্র থাকলে, এ আনন্দ আর এ গৌরব আমি শিকেয় তুলে রেখে এক গুলির চেয়ে দুই গুলি ব্যবহার করাই শ্রেয়ঃ মনে করি। তোমায় এ "মুকলিস" সুখসম্ভোগের আমি পরামর্শ দেব না। আমার কাঁচা বুদ্ধির দিনে আমি একবার এক বাঘকে ধরাশায়ী ক'রে সেটিকে তুলে নিয়ে যাবার জন্য লোক ডাকতে গিয়ে ফিরে এসে দেখি, মাটির উপর খানিকটা জমাট রক্ত রেখে সে কোথায় অন্তর্দ্ধান ক'রছে! চারিদিকের বনবাদাড় পিটিয়ে ওলট পালট ক'রে, সম্ভব অসম্ভব কত জায়গায় কত খুঁজে কোথাও আর তার

দেখা পাওয়া গেল না। তার এই তিরোধান-দুঃখ আমি এখনও ভুলতে পারি নি। এই কথাটি কখনও ভুলো না যে, শিকারকে যত শীঘ্র পার একদম মেরে ফেলতে হবে ; এতে "কার্ত্তুজ" খরচের কৃপণতা ক'রলে চ'লবে না। এ যদি ক'রতে পার তা হ'লে আহত শিকার অনুসরণ করবার প্রয়োজন হবে না। বিপদের মুখে প'ড়বে না ; কাজেই দুঃখের কোন কারণও ঘটবে না।

আহত জন্তু যে সর্ব্বদাই বিপজ্জনক হয় তা নয়, বরং অনেক সময় অতিশয় ভীরুর মতই ব্যবহার করে। আমাদের বহু পুরাতন প্রবাদে নখী, দন্তী, শৃঙ্গীকে বিশ্বাস অকর্ত্তব্য ব'লে যে উপদেশ আছে, সেটা মেনে চলাই ভাল। কিন্তু যতটা ব্যবধানের বিধান আছে সেটা তুমি অনায়াসেই অমান্য ক'রতে পার।

২৪শে নভেম্বর, ১৯১৭।

স্নেহের অলকা কল্যাণ,

মাঝে আমার পত্র ব্যবহার বন্ধ হয়েছিল। তার কারণ আমি অক্টোবর মাসে ও তার পরে মৃগয়াভিযানে অরণ্যযাত্রা করেছিলাম। সেখানে শিকার লাভের সঙ্গে সঙ্গে আমার দেহে জ্বরাসুর প্রবেশ করেছিলেন। রাজধানীর সুখসেব্য জল-বাতাসে এসে সে আমায় এমনি পেয়ে ব'সল যে বহুকাল ধ'রে আর ছাড়তেই চাইল না। মহিষাসুর সংহার ক'রবে আর জ্বরাসুর তোমায় ছেড়ে কথা কইবে, এত সুখ এক কপালে লেখে না। তবু আমি বলি মহিষাসুর পরাজয়ের সৌভাগ্য যদি ঘটে, তবে জ্বরাসুর দু'চার দিন দেখা দিয়ে গেলে ক্ষতি কি ? আশ্চর্য্য এই যে, বনে জঙ্গলে নানান অসুবিধার মধ্যে যত দিন বসবাস কর, তত দিন সে চুপচাপ ক'রে থাকে, কিন্তু যেই গৃহের আরাম ও শান্তির মধ্যে ফিরে এস, অমনি সে নাছোড়বান্দা হ'য়ে ওঠে। তাকে প্রচুর পরিমাণে কুইনীন ভোগ আর স্বয়ং কিঞ্চিৎ বিশ্রাম সুখ উপভোগ ক'রলেই তার প্রকোপ দূর হয়। দুঃখের অভিজ্ঞতা হ'তে যে জ্ঞান সঞ্চয় হয়েছে, তাতে এখন

জেনেছি, শিকার-শিবিরে অবস্থিতি-কালে প্রতিদিন প্রভাতে ঈষৎ পরিমাণে কুইনীন সেবন ক'রলে এ কষ্টের হাত সহজেই এড়ান যায়। যাক, সে সব কথা পরে হবে। এখন আমি বাঘের কথা বলি। এই চমৎকার কথা শেষ ক'রে, তবে অন্য আর সব প্রাণীর কাহিনী তোমাদের ব'লব। বাঘ যেখানে কোন জীব হত্যা ক'রে রেখে যায়, সেইখানে তার প্রতীক্ষায় ব'সে থাকা, তার সাক্ষাৎলাভের সব চেয়ে ভাল উপায়। স্থান বিশেষে এ ভিন্ন আর কোন উপায় নেই। তবু নৈরাশ্যের কারণ ঘটাও আশ্চর্য্য নয়। সে সম্বন্ধে দু' একটি উপদেশ শুনে রাখা ভাল। জীববলির লোভ দেখিয়ে বাঘকে ফাঁদে ফেলা শক্ত কাজ নয়।

স্থানীয় লোক, যারা হয়তো শিকারের কায়দা কানুন কিছুই জানে না, কিন্তু জন্তুটি যে জায়গায় বাঁধলে বাঘ এসে দেখা দেবে, সে কথা তারা ঠিক ক'রতে পারে। বলদই বাঁধ আর মহিষই বাঁধ, তাতে বড় একটা আসে যায় না। তবে মহিষ বাঁধতে হ'লে বাচ্ছাই ভাল। বাঁধন দড়ি গলায় দেবে, কি ছাদন দড়ি পায়ে দেবে, তাতেও বড় কিছু প্রভেদ হয় না। তবে দিনের প্রথম দিকে কাজটা করা ভাল। বাঘের মত জোয়ান জানোয়ারেও ছিঁড়তে পারে না এমন শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধাটা কিছু নয়। প্রথমে সে জন্তুটির উপর ঝাঁপ দিয়ে প'ড়ে, তাকে মারে, তার পর তাকে কিছু দূর টেনে নিয়ে যেতে ভালবাসে। যদি শক্ত বাঁধনের জন্যে টেনে নিয়ে যেতে না পারে, তা হ'লে সে এক খণ্ড মাংসও খায় না। আর এমন হ'তে পারে যে, আর সেখানে সে ফিরে আসে না। অল্পদিন আগেকার কথা, একটা বাঘ এমনি দড়ি ছিঁড়তে না পেরে, বলদের মাথাটা একেবারে কামড়ে ছিড়ে ফেলে, তার পর তার ধড়টা টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

বাঘের মত সন্দিগ্ধস্বভাবের জন্তু আর দুটি নেই। সে সব জিনিষকে আর সমস্ত জীবকেই সন্দেহ করে। মৃত কি জীবিত সে সম্বন্ধে নির্বিচার। এইখানেই তার বিচার শক্তির দুর্বলতা। আমি তোমায় আইন ব্যবসায়ী হ'তে পরামর্শ দেব না ; বিশেষতঃ জজ হ'তে কখনই ব'লব না। কেন না তাঁদের সব দোষের মধ্যে এই নির্বিচার বুদ্ধিই সব চেয়ে প্রবল।

সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রছি—বলা উচিত ছিল সব গুণের মধ্যে এই নির্বিচার গুণই সমধিক শক্তিমান। শাস্ত্রানুশাসনের ছন্দানুবর্ত্তন না ক'রে আমি কোন কথা কই নে। তাই এখানে অধ্যায় ও শ্লোক দুই-ই উদ্ধৃত ক'রছি। লর্ড ম্যাকনাটন কি বলেন একবার শোন—"রাজ সামন্তগণ (Lords) কলিকাতার উচ্চ ধর্ম্মাধিকরণের বিচার গ্রাহ্য করিতে অসমর্থ। পণ্ডিত বিচারকগণ সমস্ত ব্যাপার সকল ব্যক্তি সম্বন্ধেই, কি জীবিত কি কি মৃত, সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন! যে কেহ এই কার্য্য-সংস্রবে বুদ্ধিমানের মত ব্যবহার করিয়াছে, সে জীবিত কিংবা মৃতই হ'ক, বিচারকগণ তাহাদের প্রত্যেককে এবং সকলকেই সাধারণভাবে নির্বিচারে সংশয়দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন।" I. L. R. Calcutta Series, Pages 684...693.

উদ্ধৃত অংশের আর ভাষ্যের প্রয়োজন আছে কি? ব্যাঘ্রের বিচার-শক্তি সম্বন্ধে অবিকল এই কথাই বলা চলে।

উপঢৌকনস্বরূপ যে জীবন্ত জন্তুটি তাকে উপহার দেওয়া হয়, তার বন্ধনবিধি কিংবা তার আকার-অবয়বের যৎসামান্য বৈলক্ষণ্য যদি থাকে, তবেই সে সন্দিগ্ধ-চিত্ত হ'য়ে ওঠে। মৃত জন্তুটিকে যদি ঈষৎ স্থানান্তরিত কর, তা হ'লেও সে সংশয়ব্যাকুল হৃদয়ে পলায়ন করে। তুমি যতই কষ্ট ভোগ ক'রে গাছের আগডালে পথ চেয়ে বসে থাক না, তার দেখা আর পাবে না। দিন দু'পহরে মাঝে মাঝে সে মৃতজীবের পার্শ্বচর শৃগাল-শকুনির পাল তাড়িয়ে দেবার জন্যে এসে দেখা দেয়। যদি সে পূর্ব্ব সংস্থানের অকারণ সামান্য ব্যতিক্রমও দেখে, তা হ'লে সেই যে চ'লে যায়, আর প্রায় ফিরে আসে না।

সাধারণতঃ মৃত জন্তুটিকে সে কিছু দূর টেনে নিয়ে যায়। কখন কখন গৃধিনী-শকুনির কবল হ'তে রক্ষা করবার জন্যে বহুদূরেও নিয়ে রাখে। মাচানে উঠবার সময় যদি বোঝ, রাতের ছায়ায় কিংবা চাঁদের আলোতে মৃত জন্তুটি ভাল ক'রে দেখবার অসুবিধা হবে, তা হ'লে যেখান হ'তে দেখা সুবিধাজনক, দু'চার হাত দূরে তেমন জায়গায় একটু সরিয়ে নিয়ে গেলে কোন ক্ষতি নেই। তবে সাবধান, যেমন ভাবে ছিল অবিকল সেই ভাবেই

রেখো। তার কিছু বদল ক'রো না। এই একই সুবিধার জন্যে, যদি পার, নিঃশব্দে আড়াল-করা দু' একটি ডালপালাও সম্মুখ থেকে ভেঙ্গে দিতে পার। যারা তোমার মাচানে যাবার পথে সঙ্গী হবে, তারা যেন একেবারে বোবা হ'য়ে থাকে! অন্ততঃ এক'শ হাতের মধ্যে কেউ যেন এ নিয়ম ভঙ্গ করে না। চাঁদনী রাতেও বনে-জঙ্গলে আলো-ছায়ার এমন লুকোচুরি খেলা চলে যে, এই যেখানে আলো ছিল, পলক ফেলতে না ফেলতে সেখানে অন্ধকার ঘিরে আসে—মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যা কিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, সমস্ত অদৃশ্য হ'য়ে যায় —রাত্রি তাঁর নিবিড় নীলাঞ্চল দিয়ে সহসা সব ঢাকা দিয়ে ফেলেন।

সচরাচর বাঘটিকে ফাঁদে ফেলবার জন্যে বনের এদিক ওদিকে দু'চারটি জন্তু বাঁধা হয়। আর অধিকাংশ সময়ই একাধিক মারা পড়ে। যদি তোমার সঙ্গে বন্দুকধারী দ্বিতীয় সঙ্গী না থাকে, তা হ'লে এর মধ্যে একটিকে রেখে, অন্য মৃত জন্তুটি সরিয়ে ফেলে তার স্থানে জীবন্ত আর একটি বেঁধে, জীবিত বাকী সব গুলিকে স্থানান্তরিত ক'রবে। নূতনটি মারা প'ড়ে নিশ্চয়ই পরদিন তোমার শিকারের সুবিধা ক'রে দেবে। বেশী দিনের কথা নয়, ভ্রমবশতঃ আমি একবার একটি প্রকাণ্ড ব্যাঘ্রবীরকে হাত করবার সুযোগ হারিয়েছিলাম। আমাদের শিবিরের অনতিদূরে একটি জন্তু বাঘে মেরে রেখে গিয়েছিল। আমি পায়ে হেঁটে তার খোঁজে যাব স্থির করি, কিন্তু আর সকলের সম্পূর্ণ ভিন্ন মত হওয়ায় আমি আর আমার এক বন্ধু বেলা সাতটার সময় হাতীতে চ'ড়ে খুনীর তল্লাসে বেরুলাম। বেশী দূর আমরা যাই নি। পাহাড়ের জঙ্গলে এ অবস্থায় যে পরিমাণ শব্দ হয়, তাই শুনে সে যে কোথায় পলায়ন দিলে, আর তার টিকিও দেখা গেল না। সে যে তখনই মাংস-ভোজন সমাধা ক'রে গিয়েছে, তার নিদর্শন সব ছিল। যে পথে দ্রুত পলায়ন ক'রেছে, সেখানেও বৃহৎ পদচিহ্ন সুস্পষ্ট! বেলা ন'টার সময় কতকগুলি লোক সঙ্গে ক'রে মাচান বাঁধাতে গিয়েছিলাম। একটু আগেই বাঘের কোন খোঁজ পাওয়া গেল না দেখে, বন্দুকটি সঙ্গে নিই নি। জঙ্গলে যেতে এমন ভুল আমার আর কখনও হয় নি। যারা আমার সঙ্গে ছিল তাদের একটু দূরে রেখে, আমি মৃত

জন্তুটির দিকে এগিয়ে গেলাম। বলা বাহুল্য এ অবস্থায় যতটা সতর্ক হওয়া অত্যাবশ্যক, আমি তার কিছুই করি নি। শুধু বাঘ যে পথে এসেছিল আমি তার বিপরীত পথে যাওয়া ভিন্ন আর কোনরূপে সাবধান হই নি। সেখান হ'তে গজ ত্রিশেক দূরে আমি চুপি চুপি বাঁশঝাড়, খাট গাছ ও পাথরের আড়ালে আড়ালে যখন যাচ্ছিলাম, তখন মনে হ'ল, কি যেন একটা ন'ড়ল। তার পরে সম্মুখে একেবারে চখের কাছে দানব-প্রমাণ একটি বাঘ দেখতে পেলাম। সেই মুহূর্ত্তেই আহার সমাধা করেছে। প্রায় বিশ হাত পথ পাহাড়ের গা বেয়ে সে উপরে উঠে গেল। তখন বন্দুক হাতে থাকলে লক্ষ্য যে অব্যর্থ হ'ত, নিঃসন্দেহ। যত সতর্কতা ও সাবধানতা আমার জ্ঞানে ছিল, সব প্রয়োগ ক'রে অতি ধীরে নিঃশব্দে মাচান তো বাঁধা হ'ল। আমরা রাত ন'টা পর্য্যন্ত সেখানে প্রতীক্ষা ক'রে ব'সে রইলাম। সে তখনও দেখা দিলে না। সারা রাতের মধ্যে একটি বারও এল না।

পরদিন ক্রোশ খানেক দূরে "পথহারা" একটি মহিষশাবক হত্যা করেছে শুনে, আর অত সামান্য পরিমাণ কোমল মাংসে তাহার উদর ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে না—বিশেষতঃ পূর্ব্ব রাত্রে সে উপবাসী ছিল জেনে, আমরা তারই কাছে একটি প্রায়-বৃদ্ধ মহিষ বন্ধন ক'রলাম। এটি হত্যা হ'ল, কিন্তু এমনি মরা গিঁট দিয়ে বাঁধা ছিল, পাশব বল-প্রয়োগ ক'রেও বাঘ সেটিকে পাদমেকং নড়াতে পারে নি। শাবকটির মস্তক আর দুই একখানি অস্থি ভিন্ন সমস্তই সে সমাধা করেছিল। বড়টি যেখানে বাঁধা ছিল, তারই হাত দশেক দূরে এ সব পড়েছিল। মাচান যেখানে বাঁধা হ'ল সেখান হ'তে বৃদ্ধ মহিষটির মৃত দেহ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। বাঘ যদি দয়া ক'রে সে পথে আসত, তার পালাবার আর কোন পথ ছিল না। "ভ্রান্তি বিনোদ" (Comedy of Errors) তখনও সাঙ্গ হয় নি। মহিষশিশুর আমিষ ভোজ কতকটা সে পর্য্যন্ত অবশিষ্ট ছিল। চোখে না দেখে কানেশোনার উপর নির্ভর ক'রে কাজ ক'রলে ভ্রম প্রমাদ ঘটবারই সম্ভাবনা। আমার ভ্রান্তি বিনোদের এই দ্বিতীয় অঙ্ক।

এ কথা যদি আগে জানা থাকত, তা হ'লে তার পাশে মাচান বাঁধালেই চ'লত; কিংবা বৃদ্ধ মহিষকে শাবকের পাশে স্থান দিলেই হ'ত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তা হ'লে বাঘ একটির সন্ধানে অন্যটির সন্নিধানে এসে উপস্থিত হ'ত। সাতটার কিছু পরে এক জোড়া পাখী আমার মাচানের কাছে ডাকতে আরম্ভ ক'রল। দুধারে দুটির সুর সাধনা চ'লল। আমার মনে হ'ল, মাচান বাঁধার শব্দ যদি বাঘের কানে গিয়েও থাকে, তা হ'লেও এই গানের সুরে তার সব সন্দেহ দূর হ'য়ে যাবে। কিছুক্ষণ পর বাঁ'দিক হ'তে একটি রাত্রিচর পাখী ব'লে উঠল, "হুঁসিয়ার হুঁসিয়ার।" অনতিবিলম্বে শার্দ্দূল-প্রবরের সাবধান গুরু পাদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই তার বীরদর্পের কণ্ঠস্বর কর্ণগোচর হ'ল। কাছে, আরো কাছে এগিয়ে আসবার পর, প্রথমে হাড়ের মালা নাড়া দেবার মত একটা খড়্ খড়্ আওয়াজে বুঝলাম—মহিষ-শাবকের ভুক্তাবশিষ্ট অস্থি-মাংসের পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন হচ্ছে। তার পরেই আহারের মচ্ মচ্ মচ্ মচ্ শব্দ, মাঝে মাঝে অর্দ্ধ মাত্রা, সিকি মাত্রার বিরাম। সে সময় শুষ্ক অস্থিখণ্ড চর্বণ ত্যাগ ক'রে, রসাল স্বাদু মাংসের গ্রাসে মুখবিবর পূর্ণ করা হচ্ছিল আর কি, হাত ঘড়িতে দেখলাম ঠিক একটি ঘণ্টা এই ভোজন ব্যাপার চ'লল। সেখানে ব'সে, সে এই ভোজন কার্য্যে নিবিষ্ট ছিল তা শুধু আমি কানে শোনা হ'তেই অনুমান করেছিলাম, চোখে দেখতে পাই নি। আমার মাচান যেখানটিতে ছিল, সেখান হ'তে বহু চেষ্টা, অনেক উঁকি ঝুঁকি মেরেও এই ডোরাকাটা প্রাণীটির কিছুই দেখা ঘ'টে ওঠে নি। এক ঘণ্টা পরে আহার সমাধা ক'রে পরিতৃপ্ত ব্যাঘ্ররাজ স্বীয় অভীষ্ট পথে যাত্রা ক'রলেন। তার সঙ্গে এ উৎকণ্ঠিতের আর সাক্ষাৎ হ'ল না। প্রথমে মনে করেছিলাম, বুঝি আহার-শেষে আচমনে কিংবা জলপানে গিয়েছেন। আমি "পুনর্ দর্শনায়" ব'সে রইলাম।

ফিরে এলেন বটে," কিন্তু প্রথমের কাছে নয়। দ্বিতীয়ের কাছে ফিরে এসে শয্যা গ্রহণ ক'রলেন। "তাঁর শান্তিদ্যোতক জৃম্ভণ-শব্দ কর্ণগোচর হ'ল। যদিও আমি প্রহরার্দ্ধ কাল ব্যাকুল-চিত্তে প্রতীক্ষা ক'রে রইলাম,

কিন্তু একটিও রাজকটাক্ষ প্রথমের দিকে পতিত হ'ল না। তৎক্ষণে কিংবা তৎপরে কখনই হয় নি। ভোগ্য বস্তু তিনি আর কখনও স্পর্শ করেন নি।

১৫ফিট ঊর্ধ্বে মাচান বাঁধবে, এই হচ্ছে বিধান। কেউ আপন আপন রুচি এবং পদগৌরব অনুপাতে উন্নততর স্থানে মাচান বেঁধে থাকেন। আমি কিন্তু ততটা উন্নতির পক্ষপাতী নই—১২ ফিটই আমার যথেষ্ট মনে হয়। আর চিরন্তন প্রথা মত মাচানের সম্মুখে ডালপালার পর্দ্দা আঁটা আমি ভালবাসিনে। দূরে হ'তে এমনতর মাচান একটি অন্ধকার সন্দেহজনক স্থান ব'লে বোধ হয়, দেখতেও ভাল হয় না। মনে হয়, চাষার ক্ষেত পাহারা দেবার কুঁড়ে, শুধু চালখানি উড়ে গেছে। মাচানের সম্মুখে দু'একটি ডাল বুদ্ধি ক'রে সাজিয়ে দিতে পারলেই কাজ চলে, অপর পক্ষের সতর্ক দৃষ্টি এড়ান যায়। এইটিই হচ্ছে আসল কথা। মাটিতে দাঁড়িয়ে নয়তো মাচানে ব'সেই শিকার কর, অপর পক্ষের নজর না পড়ে। সেইটি ক'রতে পারলেই হ'ল। এই সেদিন আমার একজন বন্ধু এই কারণেই ভাল্লুকের পাল্লায় পড়েছিলেন। গুলি ক'রে উৎসাহের মুখে ভুলে গিয়ে নীচু মাচানের উপর নড়াচড়া ক'রতেই ভাল্লুক টের পেয়ে খাড়া হ'য়ে চিৎকার ক'রতে ক'রতে তাঁর কাছে এসে প'ড়ে পায়ের জুতোর উপরে থাবা মারে। এই সুযোগে বন্ধুবর Paradox বন্দুকের নল একেবারে ঋক্ষের কপালের উপর রেখে তার ইহলোকের সব হিসাব নিকাশ ক'রে দেন! যদি নদী কিংবা খালবিলের কাছে মাচান বাঁধ, তবে জেনো, ব্যাঘ্র খুব সম্ভব গোধূলি লগ্নে নয় তো প্রহরেক রাত্রির মধ্যে এসে দেখা দেবে। এর চেয়ে অধিকক্ষণ তার প্রতীক্ষায় ব'সে থাকা যুক্তিসঙ্গত নয়।

রেডিয়ম আলোক সম্প্রতি ব্যবহার হচ্ছে। পূর্বের অনেক উজ্জ্বল আলোকের চেয়ে এটি ভাল। আর যাঁর যা ইচ্ছে হয়, তাই ব্যবহার ক'রতে পারেন, তুমি রেডিয়ম আলোতেই সন্তুষ্ট থেকো।

যে রকম বন্দুকই ব্যবহার কর, আগে হ'তে যদি এ আলো তাতে লাগান না থাকে তবে অবিলম্বে একটি লাগিয়ে নেওয়া ভাল। অবশ্য

বন্দুক তৈরির সময় লাগালেই ভাল হয়। তা হ'লে ফরমাস দেবার সময় তোমার আবশ্যক মত নিখুঁত করিয়ে সব ক'রে নিতে পার।

চিঠি শেষ করবার আগে একটি কথা তোমাকে ব'লে রাখি। অনেক সময় এমনও দেখা যায়, বাঘকে প্রলোভন দেখাবার জন্যে যে জন্তুটি বেঁধে দেবে, তাকে মারা দূরের কথা, হয়তো সে সেদিকে দৃকপাতও করে না। তার পাশ দিয়ে চ'লে যাবে, তবুও স্পর্শও ক'রবে না। উপরি উপরি দু'রাত একটি বাঘ এম্নি একটি জন্তুর পাশ দিয়ে জল খেতে গিয়েছে, তাকে কিছুই বলে নি। দু'রাত প্রতীক্ষার পর তৃতীয় রাত্রিতে বাঁধা বলদটির ভয় ও অস্থিরতা দেখে '—' বুঝলেন, বাঘটি পাশ দিয়ে খাতির নদারত ভাবে যাচ্ছে। তখন তাঁর গুলিতে সে মারা প'ড়ল।

১লা ডিসেম্বর, ১৯১৭।

স্নেহের অলকা কল্যাণ,—

আমাদের দেশের বসতবাটী হ'তে করাত দিয়ে কাঠকাটার শব্দের মত বাঘের আওয়াজ অনেক বার তোমরা শুনেছ। আর যতদিন বাঘটি আমার গুলিতে মারা না পড়েছে তত দিন এ শব্দের বিরাম হয় নি। যখন আমার মৃগয়া-চেষ্টা সফল হয়েছে, তখন বহু বার তোমরা বহু ব্যাঘ্ররাজের মৃতদেহ সমারোহে আঙ্গিনায় আনীত হ'তে দেখেছ। তার মৃত্যু-বৃত্তান্ত বারংবার শুনেও তোমাদের সে কাহিনীতে অরুচি হয় নি।

চিত্রক ব্যাঘ্র বড় বিচিত্র জন্তু। অন্যান্য হিংস্র জন্তু অপেক্ষা চিত্রকের হত্যা ব্যাপারেই নানারূপ দৈব দুর্বিপাকে প'ড়তে হয়। গ্রামের চারি দিকে এরা আড়ি পেতে থাকে। তোমার পোষ্যপুত্রের মত আদরের কুকুরটির লোভে সহসা শিবিরে এসে হাজির হয়। বহু মেষ, ছাগ, গোবৎস এবং গ্রাম্য শূকরশিশু নজর আদায় করে! মস্ত মস্ত গাই বলদও এদের হাতে অব্যাহতি পায় না। প্রায় এক সপ্তাহ ধ'রে প্রতি রাত্রেই ভিন্ন ভিন্ন চিতা এসে বনের মধ্যে বেঁধে-দেওয়া বলদ মেরে রেখে আপন আপন গুহাশ্রয়ে প্রত্যাগত হ'য়ে দিব্যি নিরাপদে বসবাস করেছিল। খোলা

মাঠে ও গ্রামে কোথাও এই জন্তুর নাগাল পাওয়া সহজ নয়। বেত-বনে সুবিধা বুঝে এরা বেশ পালিয়ে বেড়ায়। লম্বা ঘাসে ঢাকা মাঠে "হাতী পর হাওদা" আবার তার উপর স্বয়ং আরোহী হ'য়ে এদের শিকার ক'রতে হয়। অনেক শিকারী মনে করেন, Rifleএর চেয়ে S. S. G. গুলি দিলে এদের ওষুধ ধরে ভাল। হাওদার উপর নিরাপদে ব'সে এ ব্যবস্থায় সুবিধা হ'লেও আমি এটার পরামর্শ দিই না। এদের মধ্যে কারো কারো আয়তন ৮ ফুটেরও অধিক হয়। যাঁরা এদের সঙ্গে বেশী কারবার করেন নি, তাঁরাই এদের খাট করেন, হতশ্রদ্ধ করেন, কিন্তু আসলে এরা অশ্রদ্ধার পাত্র নয়। মানুষের সঙ্গে এদের পরিচয় বেশী ব'লেই এরা তাদের দেখে ভয় খায় না। এরা বাঘের চেয়ে সহজে আক্রমণ করে। তাই বাঘের ধরণ-ধারণ মেজাজ-মতলবে খোঁজ খবর রাখা যদি শিকারীর পক্ষে আবশ্যক হয়, তা হ'লে এই চতুর নির্ভীক জন্তুটির অভিসন্ধি দুরভিসন্ধি, অভিরুচি অনভিরুচি সম্বন্ধে আরো অধিক সতর্কতা অত্যাবশ্যক। কিছু না ক'রতেই সে গায়ে প'ড়ে লড়াই ক'রতে আসে। গুলি লাগবার আগে বাঘ কখনও তোমার উপর চড়াও করে না। চিতার সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। তবে এমনও অনেক সময় দেখা যায় বটে, চিতা ও বাঘ উভয়েই নিতান্ত ভীরুর মত ব্যবহার ক'রছে। চিতা বেশী চট্‌পটে। খুব অল্প সময় ও জায়গার মধ্যে ঘুরতে ফিরতে পারে। সাপের মত নিঃশব্দ গতিবিধি, নূতন পথ ধরতে ভারি মজবুত, আর অতি অল্প আড়ালের সুবিধা পেলেই এমনি গা-ঢাকা দিয়ে থাকে যে তাকে সহজে খুঁজে বার করা ভারি মুস্কিল। মেয়ে চিতা পুরুষের চেয়ে আকারে ছোট হ'লেও বুদ্ধিতে বড়, আর বেশী শিকারী। বাচ্চা হবার কিছু দিন আগে হ'তেই সে স্বামীর কাছ থেকে দূরে থাকে, আর এই দুর্বৃত্তের হাত হ'তে নিজের সন্তানকে রক্ষা করবার জন্যে নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করে। অধিক সাহসের সহিত আক্রমণ করে, নিরাপদ আশ্রয়স্থান সহজে ছাড়ে না। গতিবিধির সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক, কোন আড়াল অন্তরালের সুবিধা পেলেই সত্বর পলায়ন করে। বনের চারি

দিকে সন্ধানের জন্য যখন সোরগোল সুরু হয়, তখন সর্বদাই দেখি স্বামীটি সঙ্গে থাকলেও, সেই আগে বা'র হ'য়ে আসে, আর পুরুষ-ব্যাঘ্রও ভয়ে ভয়ে পত্নীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে। পুরোবর্ত্তী হ'তে তাকে কখনও দেখি নি।

বিশেষ বৃহদায়তন আর পূর্ণবয়স্ক না হ'লে আমি প্রায় চিত্রিনীদের হত্যা করি না। শাবক সম্বন্ধে, কি ছেলে কি মেয়ে, এই নিয়মই পালন ক'রে থাকি। তবে ঘন বনের মধ্যে যেখানে এদের গুল্‌দার পোষাকটি ছাড়া দূর হতে বড় একটা কিছু দেখা যায় না, সেখানে স্ত্রী-পুরুষের প্রভেদ বোঝা কঠিন। শাবক-সংহতি হ'তেই স্ত্রী কি পুরুষ সহজেই জানা যায়। এদের রক্ষা করবার জন্যে আমি অনেক সময় শিকারই বন্ধ করেছি। চিত্রিনীর গ্রীবাদেশটি চিত্রকের চেয়ে দীর্ঘ। চোখ যদি বেশ খুলে দেখ, ভয় যদি না পাও, তা হ'লে আরো অনেক প্রভেদ অনায়াসেই দেখতে পাবে; কেন না, প্রভেদ অনেক আছে, তবে সব কিছু বর্ণনা ক'রে বোঝান সহজ নয়। বরাহ-দম্পতির মধ্যেও স্ত্রী-পুরুষের পার্থক্য বিশেষ অভিজ্ঞ শিকারী ভিন্ন নবীনের চক্ষে পড়ে না। এই কারণে সে বরাহ জ্ঞানে অশ্বারোহণে তার পশ্চাৎ-ধাবন করে; অনেক সময় সেটিকে শূকরী আবিষ্কার ক'রে হতাশ হ'য়ে ফিরে আসে। ষোড়শ বর্ষে পদার্পণের পূর্বে বন্দুক ব্যবহার ক'রতে শিখে অবধি একাল পর্য্যন্ত আমি এই বিচিত্র চিত্রক অনেক শিকার করেছি। সেই তরুণ বয়সেই দু'চারটি আমার গুলিতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। আমার আরণ্য বিদ্যার উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে, ইংলণ্ড প্রবাসের তিন বৎসর ছাড়া, অদ্যাবধি বাঘিনী আর ব্যাঘ্রশিশুর সম্বন্ধে বন্দুক সংবরণ ক'রেও এখন আমার নিয়মিত বার্ষিক শিকারে যতগুলি বাঘ মেরে আনি, আমি প্রতি বৎসরই ততগুলি ক'রে চিতা মেরেছি। আমি জানি কোন একটি লোক যিনি আপন জমিদারীতে সর্বেসর্বা, সময়ে অসময়ে যখন ইচ্ছা তখন নির্বিচারে চিতা, বাঘ, গণ্ডার, মহিষ শিকার ক'রে, সে প্রদেশটিকে একেবারে জীবশূন্য ক'রে তুলেছেন। তাঁর বন্দুক আর বল্লম হ'তে যে জীবটি আত্মরক্ষা ক'রতে সমর্থ হ'য়েছে, সেও যে

কোন্ সুদূর দেশে পলায়ন করেছে, তার আর সন্ধান পাওয়া যায় না। আমরা বিশ্বাস করি "সবুরে মেওয়া ফলে," তাঁর বিশ্বাস ছিল অন্য রকম, তাই তিনি সব নিঃশেষ ক'রে ফেলেছেন। "ষাট ষষ্টির দাস" আমাদের সাত ভাইয়ের মধ্যে যে সামান্য জমিটুকু আছে, তাতে বন-জঙ্গল, খাল, বিলের অভাব নাই। এখানে ব্যাঘ্র-বরাহ বিচরণ করে. অসংখ্য হংস-কারণ্ডব আনন্দে বিহার করে। যখন আমার সারা হ'য়ে তোমার সুরু করবার বয়স হবে, তখন উত্তরাধিকার স্বত্বে প্রাপ্ত তোমার পুরাতন প্রিয় জমিদারীতে দেখবে আমি অনেক ছোট বড় শিকার তোমার জন্য রেখে দিয়েছি।

সারা দিন গম্ভীর হ'য়ে মুখ হাঁড়ি ক'রে থাকা আমার পছন্দ হয় না। কবির পোষা বেড়ালটির মত শান্ত ধীর গম্ভীর জীবকে আমি প্রশংসার চোখে দেখিনে। একবার বনের মধ্যে তাঁবুর পাশে আমরা যখন সবাই মিলে আগুন পোয়াচ্ছিলাম, সেই সময় একজন শিকারী গল্প করেছিল।—একবার একটি বন্য মার্জ্জারবর, বংশ-গৌরবে তার চেয়ে অনেক উঁচু একটি চিতা-দুহিতাকে বিবাহ করেছিল, কুমারীর অভিমতে। পিতৃহীন মানব ভিন্ন মানুষের মধ্যে এই সৌভাগ্য সাধারণের পক্ষে সুলভ নয়। এই অপূর্ব ঘটনা কেমন ক'রে সম্ভব হ'ল বল দেখি? এ সব জীবের মন তো কথায় ভেজান যায় না। তবে দিনরাতই যে বাঘিনী, তাকে মার্জ্জারপুঙ্গব মোহের বশীভূত ক'রলে কিসে? স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে এখন সব লোকের বাক্যবিন্যাস সুরুচির পরিচায়ক নহে। সে চিত্রক-কন্যারই নিন্দাবাদ ক'রলে। এমনটা যে সচরাচর ঘটে তা নয়, তবে এ ক্ষেত্রে অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল। যে গৃহস্থের ঘরে এই বিড়ালবীর লালিত পালিত হয়েছিল, তার এমন অবস্থা ছিল না যে, ঘরের ছেলেদের দুধ দিয়ে আবার বিড়ালের জন্যও কিছু রাখতে পারে। অবস্থা বোধ হয় "একপো দুধ কিনেছি, কি হবে তা বল না?" সেজন্য দুধটুকু ধামাচাপা রাখা হ'ত। বাড়ীর গিন্নী ভালগুলি অন্য কাজে লাগিয়ে ভাঙ্গাচোরা ধামাতেই এ কাজ চালাতেন। আধ আড়ালের মধ্য দিয়ে যা কিছু দেখা যায়, শুনেছি তার প্রলোভন সমধিক;

অন্ততঃ মার্জ্জারশ্রেষ্ঠ সেইরূপই মনে করেছিল। কাজের পরিণামের বিষয় কিছুই বিবেচনা না ক'রে ভাঙ্গা ধামার মধ্যে গলা গলিয়ে দিয়ে দুধটুকু তো সে নিমেষে নিঃশেষ ক'রলে। কিন্তু ধামাটি যে সেই গলা ধ'রে রইল কিছুতেই আর ছাড়ল না। এই আদরের আধিক্যে তার পাঁচ-পরাণ আসি-যাই ক'রলেও তার নিষ্কৃতি হ'ল না। সবাই তাকে দেখে হাসে। মানুষ মার্জ্জার কেউ রেয়াত করে না। সবাই দূর ছাই করে কেন। আত্ম রক্ষা করা তার পক্ষে দুঘট হ'য়ে উঠল। মনের দুঃখে সে ঘর ছেড়ে বনে গেল। অনাহারে অনিদ্রায় শ্রান্ত ক্লান্ত ক্ষুৎক্ষাম পীড়িত কঙ্কালসার পাণ্ডুবর্ণ !

জঠরজ্বালা দূর হ'লে মনের সুখে বেড়াল যেমন গর্‌গর্‌ শব্দ করে, তাই শুনে গাছের আবডাল হ'তে গলায় ধামার হাঁসুলি পরা বেড়াল দেখে কি, তিনটি বাঘের বাচ্চা বাপমায়ের শিকার ক'রে আনা মাংসে উদর পূরণ ক'রে এই আনন্দ-ধ্বনি ক'রছে। হাঁসুলি-ধারী এই অদ্ভুত জীবটিকে দেখে তারা ভীত হ'য়ে পড়ল। ইত্যবসরে চতুর বেড়াল ভুক্তাবশিষ্ট যা ছিল তা সাঙ্গ ক'রে ফেললে। প্রতিদিনই এই ব্যাপার চ'লতে লাগল। এদিকে ব্যাঘ্রশিশুদের অনাহারে দিন দিন শুকিয়ে ম্যালেরিয়া রোগীর মত হাত পা নলি নলি আকারের হচ্ছে দেখে, ব্যাঘ্রী এক দিন স্বামীকে ব'ললে,—"দেখতো বাছাদের দশা"! নিশ্চয়ই কেউ এসে এদের মুখের গ্রাস কেড়ে খাচ্ছে। খবর নিতে হবে। তারা লুকিয়ে পাহারা দিতে লাগল। বিড়ালটি অভ্যাসমত পরদিন যেমন এসে খেতে যাবে আর কি—এমন সময় রাগে অন্ধ ও বধির হ'য়ে গর্জন আস্ফালন ক'রতে ক'রতে বাবা-বাঘ তাকে তাড়া ক'রলে। আগে আগে ধামাধারী বিড়াল পশ্চাতে বাঘ ছুটে চলেছে। দৌড়তে দৌড়তে একটা গাছের কাছে আসবা মাত্র বিড়াল তো চ'ড়ে প'ড়ল। বোকা বাঘ না ভেবে চিন্তে যেমনি চ'ড়তে গেছে, গাছের ফাঁসায় আটক প'ড়ে দম ফেটে ম'রে গেল। বিড়াল গাছ হ'তে নেমে পা টিপে টিপে চুপিচুপি এসে পরখ ক'রে যখন দেখলে বাঘটা নির্ঘাত মরেছে, তখন বাঘিনী আর ছানাগুলি যেখানে

পথ চেয়ে পড়েছিল বীরদর্পে সেইখানেই গিয়ে উপস্থিত হ'ল। বাঘের মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে বাঘিনীকে ব'ললে, "দেখ্, তুই যদি আমায় ভালয় ভালয় নিকে করিস্ তো কর্, নয়ত তোর কাচ্চাবাচ্চা শুদ্ধ তোকেও সাবাড় করছি।" বাঘ ফিরছে না দেখে বাঘিনী প্রমাদ গ'ণলে। ঘটনা-স্থলে উপস্থিত হ'য়ে দেখে কি, বাঘ ম'রে কাঠ হ'য়ে প'ড়ে আছে। তখন বেচারা আর কি করে, অগত্যা নিকে করলে! তার দিন সুখেই কাটতে লাগল। বিড়াল কিন্তু বুঝলে বিপদ সম্মুখে। ব্যাঘ্রশিশুগুলি বাল্য অতিক্রম ক'রে যৌবনে পদার্পণ করছে। সৎ-বাপের সঙ্গে তারা যে ভাবে আমোদ প্রমোদ সুরু ক'রলে, তাদের পক্ষে খেলা হ'লেও এর মৃত্যু তুলা হ'য়ে উঠল। এ আর এক কোপে মরা পড়া নয়, তিলে তিলে মরা। ভালবাসার সম্বর্দ্ধনাই মৃত্যুর কারণ হ'ল। এই সঙ্কট সন্ধিক্ষণে বনের মধ্যে বর্ষা এসে দেখা দিল। এ সময়টা অরণ্য-জীবের পক্ষে দুঃসময়—শিকার মেলা ভার, খাদ্যের অভাব গৃহিণীকে বুঝিয়ে পড়িয়ে অন্যত্র যাবার জন্যে রাজী করালে। ব'ললে নদীর অন্য পারে আহারাদি সুপ্রতুল। ব্যাঘ্রী সম্মত হ'য়ে নদীর ধারে এল। সাঁতার দিয়ে ওপারে যাবে। বিড়াল ব'ললে, "গিন্নি তুমি এগোও আমি তোমার পিছু পিছু যাব"। সেই পুরাণগানের মত, "ধীরে ধীরে যাও কাঁলাচাদ আমি তোমার সঙ্গে যাব"। মা জলে নামছে দেখে, ছেলে মেয়েরাও সঙ্গে সঙ্গে নামল। জলের তোড়ে ভাসতে ভাসতে শেষে ডুবে ম'ল। বুদ্ধিমান বিড়াল নিরাপদে তীরে দাঁড়িয়ে এই দুর্ঘটনা স্বচক্ষে দেখলে। অতঃপর অবিলম্বে পুনরায় গ্রামে ফিরে গেল। পুরাতন পরিচিত স্থানে দিন সুখেই কাটতে লাগল। আত্মরক্ষার্থে গাছে চড়বার সময়েই ইতিপূর্বে ধাক্কা লেগে ধামাটি কণ্ঠচ্যুত হ'য়ে ভূমিসাৎ হয়েছিল। তা না হ'লে এমন বরাভরণে সজ্জিত হ'য়ে দাঁড়ালে স্বয়ংবরায় ব্যাঘাত ঘ'টত! গল্পটি বানিয়ে ব'লে আবার উপসংহারে তার একটি নীতি যোজনা ক'রে দেবো, আমি শিকারী আমার সে কাজ নয়।

৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯১৭।

স্নেহের অলকা কল্যাণ,

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমানুষি ছাড়তে হয়। বুড়ো না হ'লেও বয়স আমার হয়েছে। সেটা বে-কবুল যাবার যো নেই। সারাক্ষণই জাহাজ, জুতো, শীলমোহর, বাঁধাকপি আর রাজরাজড়ার গল্প করা পোষায় না। সেই জন্যে আমার প্রিয় প্রসঙ্গের উত্থাপন ক'রতেই হয়। চিঠির আরম্ভেই আমার জানিত দুটি অসাধারণ ঘটনার কথা ব'লব। সকলেই জান বোধ হয়, বরাহ ব্যাঘ্রভয়ে ভীত হয় না। বীরের মত হেলায় প্রাণ বিসর্জন ক'রতে এমন আর কোন জন্তুকে দেখা যায় না। গুলি খেয়ে বাঘ যদি একদম বেহুঁস হ'য়ে না পড়ে, তা হ'লে তোমার বন্দুকের সাড়া পেয়ে সে গ'র্জে ওঠে, ভালুক আঘাত পেলে কাতরে কাতরে কাঁদে, চিৎকার করে। শুধু বরাহবীর বন্দুকের গুলি, বল্লমের খোঁচা সব উপেক্ষা ক'রে খাড়া থাকে,—টলেনা, বলেনা, চলেনা। বরাহ, ব্যাঘ্র, চিত্রক কখনো বনে একত্র বাস করে না। এক বনে থাকলেও ভিন্ন ভিন্ন অংশে গিয়া আস্তানা নেয়। তাই এক চিত্রক যে কেমন ক'রে বরাহের সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিল, সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! একজন চাষা রাত্রে ক্ষেত্রে পাহারা দেবার সময় এই যুদ্ধ স্বচক্ষে দেখে। যুদ্ধ ব্যাপার ভোরের দিকেই ঘটে। তার কাছেই আমরা সংবাদ পেলাম। জায়গাটিতে উপস্থিত হ'য়ে, যুদ্ধ যে হয়েছিল, তার নির্ভুল নিদর্শন চারি দিকে দেখতে পেলাম। রক্তের ছড়াছড়ি আর শূকরের ক্ষুরের মত পায়ের গভীর চিহ্ন। আর একটি স্থানে বাঘের পায়ের আঁচড়ের দাগও দেখলাম। রক্তও সেখানে কিছু বেশী জমেছিল। খোঁজ ক'রে তাদের খোঁয়াড়ে পোঁছিতে আমাদের কিছু সময় লেগেছিল। বাঘটি বেশী দূরে যেতে পারে নি। তার চলা ফেরা হাত পা নাড়া দেখেই স্পষ্ট বোঝা গেল, যুদ্ধে সেই পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করেছে, অবস্থাও সঙ্কট। আমাদের সোরগোলে যখন বেরিয়ে এল, দেখলাম লড়াইয়ে হেরে, পলাতক কুকুরের মত একেবারে কাঁচু মাচু গোলামী চেহারা! সহজেই বন্দুকের মুখে আত্ম সমর্পণ ক'রলে। এ'কে

শেষ ক'রে শূয়োরের খোঁজে গেলাম, তাকেও মারলাম। পরীক্ষা ক'রে দেখলাম, বাঘের গায়ে মারের দাগ বেশী। গলার কাছে আর পাঁজরের চামড়া অনেকখানি ছেঁড়া। মাংসের মধ্যে গভীর ক্ষতও ছিল। দিব্য বলবান শরীর, দৈর্ঘ্যে প্রায় ৭ফুট। শূকরটি কাঁধের কাছে উঁচুতে প্রায় ২৬ ইঞ্চি। সেইখানে দুই একটা সামান্য আঁচড়ের দাগ, আর মাথার উপর দু'একটা এর চেয়ে গভীর ক্ষত চিহ্ন চোখে পড়েছিল। মাটিতে মাথা ঘ'ষে এই ক্ষতগুলিতে সে কাদার প্রলেপ লাগিয়ে নিয়েছিল। চেহারায় মনে হ'ল বাঘের সঙ্গে লড়াই ক'রে সে কিছুমাত্র কাবু হয় নি। আমরা তার দিকে আসছি বুঝে, আড়াল হ'তে সে এম্নি দ্রুত সম্মুখে এসে প'ড়ল যে, আমার ভয় হয়েছিল বুঝি গুলি ফস্‌কে যাবে। বাঘটিকে মারবার যা কিছু গৌরব সেটা তারই। তবে বিজয়-বৈজয়ন্তী বাঘছাল খানি আমারই লভ্য হ'ল।

চরের উপরের জমি ঘাস আর শরবনে ভরা। দেখেই মনে হয় বাঘ থাকবার উপযুক্ত স্থান। দুদিন ধ'রে আমি ও R বন বাদাড় লাঠিয়ে বেড়াচ্ছি, তবু যে-ব্যাঘ্রদম্পতির আগমন সংবাদ পেয়ে আমরা এখানে এসেছিলাম তাদের কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। তাঁবুতে ফিরবার পথে একটা মস্ত মরা গরুর উপর হুঁচট খেয়ে প'ড়লাম। দেখে বোঝা গেল এ হত্যাকাণ্ড বাঘের কীর্ত্তি। আবার সম্ভব জায়গা গুলিতে খোঁজ আরম্ভ হ'ল, কিন্তু লাভ কিছুই হ'ল না; বাঘ পূর্ব্বের মতই নিরুদ্দেশ। তখন R বল্লেন মরা গরু যেখানে আছে সেইখানটিতে হত্যা দিয়ে থাকা যাক, দেখি কি হয়! চাঁদনি রাত, মস্ত বড় চাঁদ, চারি দিকে ফুটফুটে জ্যোৎস্না! কিন্তু বাঘ যে ছায়ায় ছায়ায় ফিরতে লাগল, তাকে আর স্পষ্ট দেখতে পেলাম না। তার চলা ফেরার শব্দ কাণে আসে, কিন্তু তাকে দেখা যায় না। আমরা আরো ভালো সুযোগের প্রতীক্ষায় ব'সে রইলাম। ইতিমধ্যে আমাদের পিছন হ'তে এক বরাহ এসে উপস্থিত। বলা কওয়া নেই, এসেই বাঘকে আক্রমণ ক'রলে। "যুদ্ধং দেহি" বলবার সাহস তার আর হ'ল না। লাঙ্গুল-সঙ্কোচ ক'রে অবিলম্বে পলায়ন দিলে। এ ব্যাপার ভারি নূতন।

শিকার সম্বন্ধে R'এর অভিজ্ঞতা অনেক হ'লেও, তিনি কিংবা আমি এমন ঘটনা ইতিপূর্ব্বে আর কখন দেখি নি কিংবা শুনি নি। শূকরটি নির্ব্বিবাদে সেই গভীর মৃতদেহে মুখ প্রবেশ করিয়ে মনের সুখে আহারে মনোনিবেশ ক'রলে। অনেকক্ষণ ধ'রে আহার শেষই হ'ল না। ইতিমধ্যে বাঘ আবার ফিরে এসে যেই তার ন্যায্য আহারে প্রবৃত্ত হ'ল, অম্নি শূকর আপন মুখের গ্রাস শেষ ক'রে আবার তাকে তেড়ে গেল। সেও দৌড় দিলে, একবার দুবার নয়, চার চার বার এই একই ব্যাপার ঘ'টল। অত্যন্ত শীত ছিল। আমরাও মিছামিছি ব'সে ব'সে শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছিলাম, তাই দুজনে পরামর্শ ক'রে ঠিক করা গেল, দেখা যাক বা না যাক, বাঘটি যেখানে আছে মনে হচ্ছে সে দিক লক্ষ্য ক'রে গুলি করা হ'ক, তার পর ভাগ্যে যা থাকে। হাতী এগিয়ে আনবার জন্যে আগেই সঙ্কেতসূচক বন্দুকের আওয়াজ করেছিলাম। অপেক্ষা ক'রতেই হ'ত, তাই মনে হ'ল এ যুক্তি মন্দ নয়।

R আমায় হঠাৎ জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "তোমার পায়ে আঘাত লাগল কি ?" আমি ব'ললাম, "না কেন বল দেখি" ? তিনি ব'ললেন, তাঁর বন্দুকের নলটি ফেটে গেছে। ফিরে দেখি, হাড়-গিলের ঠোঁটের মত বন্দুকের নল ফেটে হাঁ হ'য়ে রয়েছে ! বন্ধু ব'ললেন, বন্দুকের দোষে এমন হ'ল। আমি ব'ললাম, ঠিক-দোকানে কেন নি, গুলিটা বদ। মীমাংসা আর হ'ল না, তবে দোষ যারি হ'ক, যে-দোকানে বন্দুক কেনা হয়েছিল, তারা নল বদ্‌লে আবার এক জোড়া নূতন দিলে।

পরের দিন দেখি কি, গুলি বাঘে না খেয়ে মরা গরুর উদরসাৎ হয়েছে। শূকরটি, মৃত গোমাংসের সঙ্গে তার জঠরস্থিত পত্রপল্লব দূর্ব্বাদল অনেক পরিমাণে আহার করেছে দেখলাম। কি মনে ক'রে, কে জানে ? আমিষের পর নিরামিষ ব্যবস্থায় পরিপাকের সম্ভাবনা বুঝি অধিক ? শূয়োরে মৃত জন্তুর মাংস ভোজন করে, এ কথা আগেই শুনেছিলাম, কিন্তু সেই সঙ্গে যে ঘাস-বিচালীও খায় এ তথ্য নূতন সংগ্রহ হ'ল। বরাহটির প্রকাণ্ড শরীর, হয় তো বা পূর্ব্ব হ'তে তাড়িত ব্যাঘ্রের সঙ্গে কোনরূপ মধুর সম্বন্ধ ছিল। নয়তো মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে এমন উপহাস করা বড় একটা শোনা যায় না।

১৫ই ডিসেম্বর, ১৯১৭।

স্নেহের অলকা কল্যাণ!

পায়ে হেঁটে বাঘ ভাল্লুক শিকার করবার সময় যদি সতর্ক হওয়া আবশ্যক হয়, তা হ'লে চিতা শিকার করবার সময় আরো অধিক সাবধান হওয়া দরকার। একতো এরা বাঘের চেয়ে চতুর; তা ছাড়া গাঁয়ের আনাচে কানাচে কুকুর ছাগল ধ'রে নেবার ফন্দীতে ফেরে। মানুষের সঙ্গে চেনা-পরিচয় আছে ব'লে তাকে বড় একটা ভয় করে না। চলা ফেরাতেও চট্‌পটে। খুব শীগ্‌গির পালাতে বেশ পারে। তোমার তাঁবুতে কুকুর যদি থাকে তা হ'লে চিতা একবার এসে দেখা দেবেই, আর সুবিধে ক'রতে পারলে সেটিকে নিয়ে অন্তর্ধান ক'রবে। এই ব্যাপারের সব চেয়ে সুন্দর অভিনয় যা দেখেছিলাম, সে হচ্ছে এক সন্ধ্যাবেলাতে। বনের মধ্যে আমি আর 'মো—' দাদা বনপথ দিয়ে সন্ধ্যা হয় হয় সময়ে বাড়ী ফিরছি। এমন সময় ঠিক আমাদের সম্মুখে কিছু দূরে একটি চিতা লাফিয়ে প'ড়ে দাদার কুকুরটিকে মুখে ক'রে নিয়ে পালিয়ে গেল। এই চিতাটি দেখতে যেমন সুন্দর তার শরীরটিও তেমন বড় ও সুঠাম। বেচারী টেরিয়ার "টুক্‌টুক্" আমাদের আগে আগে চলছিল। একটু এগিয়ে গিয়ে থেমে ফিরে দেখছে আমরা কত দূরে। অমনি তার সারমেয়লীলা সাঙ্গ হ'য়ে গেল! আর একবার ঠিক এই ভাবেই 'মো—' দাদা তাঁর আর একটি কুকুর হারিয়েছিলেন। সেবারকারটি হাউণ্ড। সেবারে আমরা ঝিল হ'তে পাখী শিকার ক'রে ফিরছিলাম, কুকুরটি আগে আগে চলছিল, এমন সময়ে পথের উপরে একটা কালো ছায়া প'ড়ল। একটা চিতা বনের গা ঘেঁষে ছায়ায় ছায়ায় লুকিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এসে, হঠাৎ কুকুরটিকে এক কামড় দিয়ে নিয়ে লুকিয়ে প'ড়ল। এত দ্রুত ব্যাপারটা হ'য়ে গেল যে, কুকুরের কান্না শুনে যখন আমরা চেয়ে দেখলাম, তখন তার কোন চিহ্নই চোখে প'ড়ল না। সেদিকে একটা গুলি করবারও অবসর হ'ল না। এর শোধ আমরা তুলব ব'লে শপথ করলাম। কিন্তু শপথ এক কথা আর সফলতা আর এক কথা। এর পরে সেই প্রদেশেই আমরা গুটিকত চিতা মেরেছিলাম।

আর সেই দুই সন্ধ্যার ডাকাত এদের মধ্যেই কেউ হবে ভেবে মনকে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম। দেরীতে হ'লে প্রতিশোধের মাধুর্যটা হ্রাস হ'য়ে যায়, এই যা দুঃখ।

দেশী কুকুর হচ্ছে চিতার প্রিয় খাদ্য। কুকুরেরাও সে কথা জানে। কতবার সন্ধ্যার সময় দেখছি, দেশের বাড়ীর প্রাচীর ঘেরা আঙ্গিনার মধ্যে একটুখানি আশ্রয় পাবার জন্যে তারা প্রাণপণে লড়াই ক'রছে। একবার আমার তাঁবু হ'তে একটি কুকুরকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। বেচারী বেশ আরামে একটি কোণে গুটিসুটি হ'য়ে শুয়েছিল। পর দিন যখন শুনলাম, তাকে এমন ক'রে বা'র ক'রে দেবার ফলে চিতা এসে রাত্রিতে ধ'রে নিয়ে গেছে, তখন ভারি আপশোষ হ'ল। পাহাড়ের জঙ্গলে চিতা শিকার করা বড় মুস্কিল; এরা গুহার মধ্যে আশ্রয় নিয়ে থাকে জঙ্গল পেটালে বেরোয় না। শুধু গরু কি ছাগল মেরে খায়, মৃত গরু কি ছাগলের কাছে হত্যা দিয়ে ব'সে থাকা ছাড়া তার দর্শন পাবার উপায় নাই। আমরা একবার বঙ্গীয় ব্যাঘ্ররাজের নজর স্বরূপে গুটিকত বড় বড় মোষ এদিকে ওদিকে বেঁধে দিয়েছিলাম। যার ধন সে পেলে না। প্রতিদিনই কিন্তু চিতা এসে এগুলিকে শিকার ক'রে রেখে যেত। অথচ যখন তাদের নাগাল পাবার জন্যে রাত দুপ্রহর ধ'রে এই সব মরা মোষ পাহারা দিয়ে ব'সে থাকতাম, তখন তাদের টিকিও দেখা যেত না। তার পরে ভোরে শিকারীরা এসে ব'লত, আমরা চ'লে আসার পর শেষ রাত্রে এসে তারা সেগুলি নিঃশেষ ক'রে গেছে। এ খবর যেন আমাদের কাটা ঘায়ে নুণের ছিটের মত লাগ্‌ত। এ দিকে বাঘেরাও এদের উপদ্রবে হতাশ হ'য়ে আমাদেরও নিরাশ ক'রলে। সংবাদ পেয়েছিলাম, সেখানে অন্ততঃ যুগল শার্দ্দূলের আবির্ভাব হয়েছিল।

চাতুরী আর দুষ্ট বুদ্ধিতে পণ্ডিত হ'লেও চিতা অনেক সময় ভারি ভীরুর মত ব্যবহার করে। ক'দিন ধ'রে আমরা একটা মস্ত চিতার সন্ধানে ফিরছিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হই নি। এই ক'দিন আগেই সে একচ্ছত্র সম্রাটের মত চারিদিকে গাভী বলীবর্দ আর গোবৎসের যথেচ্ছ

নজর আদায় ক'রে ফিরছিল। নিরাশ হ'য়ে আমরা অন্যত্র যাব মনস্থ করছি, এমন সময় এক সুপ্রভাতে শিকারীরা তার পায়ের টাটকা দাগের আনন্দ সংবাদটি নিয়ে এল। সেই পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে, তার রাত্রির ভুক্তাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট এক মৃত গোবৎসের সন্নিধানে উপস্থিত হ'লাম। ভূরি ভোজনের চিহ্ন চারিদিকে দৃষ্ট হ'ল। চিতাটি আয়তনে বৃহৎ হ'লেও তার শরীরখানি কসরৎ করা পাঠানের মত,—একেবারে বাহুল্য মাংস-বসাবর্জ্জিত, কৃশ-মধ্য, সুঠাম, সুন্দর! ক'দিন ধ'রে আমার শিকারীদের বনে বনে দৌড় করিয়ে হয়রান ক'রে নিয়ে বেড়াতে লাগল। যখনই ধরি ধরি মনে হয়, তখনই খবর আসে আর এক জঙ্গলে পালিয়ে গেছে। একবার তো খোলা মাঠের উপর দিয়ে পার হ'য়ে চ'লে গেল। সে পথে তার পায়ের দাগ আর খুঁজে পাওয়া গেল না। সন্ধান ক'রে নাগাল পাওয়া বড় কঠিন হ'য়ে দাঁড়াল। অনেক দূর পথ ঘুরে ঘুরে তবে কোন চিহ্ন দেখা যায়। বনের মধ্যে শিকারের সন্ধানে শিকারী যখন ফেরে তখন মনে হয় মিছামিছি ঘুরে বেড়াচ্ছে, মানুষটার বুঝি বা মাথার কিছু গোল আছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে যাদের জ্ঞান ও পারদর্শিতা আছে, তারাই জানে এ সব আনাগোনা চলাফেরা অনর্থক কিছুই নয়। ধাঁধার মত মনে হ'লেও এই গতিবিধির সার্থকতা আছে। যে সব শিকারীরা এই 'C. I. D'র কাজ করে, তারা জানে, কোথায় পায়ের দাগের জন্য খোঁজ ক'রতে হয়। ছেঁড়াপাতা, ছড়ান ঘাস, আর নেতিয়ে পড়া লতার অর্থ কি? আমরা ভোরে এই চেষ্টায় বেরিয়েছিলাম। বেলা ডুটো পর্য্যন্ত সঠিক খবর পাওয়া যায় নি। তার পর কতকগুলি মরাপাতার নড়াচড়া, ছোট একটি ধরাশায়ী কচি গাছ, তারই পাশে বনের গলির মুখে ব্যাঘ্রপদাঙ্কের ভগ্নাংশ তার সন্ধান আমাদের ব'লে দিলে।

ঘাস জঙ্গল ছাড়া এ সব জন্তু জহজে পথ ক'রে সোজা যেতে পারে না। কিন্তু যে পথে বাধা অল্প সেই দিকে আপনা হ'তে গলি পথ গ'ড়ে ওঠে। এরা এই আঁকা বাঁকা গোলক ধাঁধার মত পথে লুকিয়ে লুকিয়ে আসা যাওয়া করে। কেবল যখন আঘাত পেয়ে ব্যথায় জ্ঞানশূন্য হয়, তখনই

হঠাৎ খোলা জায়গায় এসে প'ড়তে দেখা যায়। এ সব পথ আবার আবিষ্কার করা সহজ নয়। অবস্থার পরিবর্ত্তনে বর্ষায় গাছ কিংবা জমি খ'সে পড়ার জন্যে অনেক সময় এরা পুরাণ পথ ছেড়ে নূতন পথে যাতায়াত আরম্ভ করে।

যা হ'ক, এখন আমার গল্পটি আবার সুরু করি। শিকারীরা ঝোপটির চারি দিক বেশ মনোযোগের সহিত দেখে বুঝলে, বেরিয়ে আসবার পথ সব গুলিই ভাল। তাড়া পেলে কোন পথে আসবে সেটা আন্দাজ করাও শক্ত নয়। সেই বুঝে তারা তাড়া দেবে ঠিক ক'রলে। আর সকলেই আপন আপন জায়গা পছন্দ ক'রে নিয়ে সেই খানে নিঃশব্দে পাহারায় দাঁড়াল। আমরা দু'ক্রোশ পথ ঘুরে ঘুরে অভীষ্ট স্থানে পৌঁছেছিলাম। তাই যাতে কোনরূপ নিরাশার কারণ না ঘটে, সে দিকে বিশেষ ব্যবস্থা করা হ'ল। চারি দিকে কাছাকাছি গুটিকত বড় বড় গাছ। কাঁটায় ভরা ঘন বেতসলতা-কুঞ্জের কোন অভাব ছিল না। আমি এমনি একটি গাছের পিছনে দাঁড়িয়েছিলাম; সেখান হ'তে পালাবার পথে সব গুলি গলির মুখই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। তাড়না সুরু ক'রতে না ক'রতে চিত্রক বাহিরে এল, এসে আমার মানুষ-গন্ধ পেলে, না আমার বন্দুকের নলটা দেখতে পেলে ঠিক ব'লতে পারি না, কিন্তু একেবারে বাইরে না এসে গাছের আড়ালে দাঁড়াল। আমি যেখানে ছিলাম, সেখান হ'তে তার ঠোঁটের একটু খানি, গোঁপের ওঠানামা, আর লাঙ্গুলের ঘন রোমাবলী দেখতে পাচ্ছিলাম। কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র সে এই ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। আড়াল হ'তে বাইরে আসবা মাত্র তাকে মারব ব'লে আমিও একাগ্র মনে প্রতীক্ষা ক'রে রইলাম। বিদ্যুৎবেগে সে আমার দিকে ঝাঁপিয়ে প'ড়ল। আমিও পাশ কাটিয়ে কোণাকুণি নাগাল পাবার জন্যে তার দিকে দৌড় দিলাম। যদিও খুব কাছে গিয়েছিলাম, বস্তুতঃ একটু বেশী রকম কাছেই পৌঁছিলাম, তবু আমার গুলি তার গায়ে না লেগে উপর দিয়ে চ'লে গেল। পালাবার সময় হঠাৎ সে একবার মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসেছিল। এতই কাছে ছিল যে বন্দুকের নল দিয়ে তাকে আমি, ছুঁতে পারতাম। পালাতে পালাতে অকস্মাৎ সে যেন কেমন ক'রে স্থির হ'য়ে দাঁড়াল। আমাকে আক্রমণ না

ক'রে, তার বংশগত ক্ষিপ্রতার সাহায্যে পিছিয়ে সাপের মত কুণ্ডুলি পাকিয়ে গাছের আড়ালে গিয়ে প'ড়ে, অন্ততঃ সেবারের মত অদৃশ্য হ'য়ে গেল! এ অদ্ভুত ব্যাপার আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না।

আমার শিকারীদের মধ্যে সব চেয়ে যে মজবুত, বিপিন, মস্ত এক বল্লম হাতে ক'রে আমারই পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সে তো আমার দুঃসাহস দেখে ভীত হ'য়ে উঠল, কিন্তু তাই ব'লে ফেলে পালায় নি। সঙ্গে সঙ্গে থেকে বাঘ যে পথে গিয়েছিল, সে পথে আমায় নিয়ে চ'লল। বনের অলি গলি তার খুব পরিচিত। আমি আবার কিছুই জানতাম না। অন্য শিকারীদের ডাক দিয়ে আনবার জন্যে যেই সে একটু দূরে গেছে, অমনি আমি বুঝতে পারলাম, বেতঝোপের মধ্যে কি যেন ন'ড়ে উঠল। তার পর বাঘের ঘাড়ের কতক অংশ দেখে বুঝলাম সে ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। আমি স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। সে ফুট কয়েক আসবা মাত্রই গুলি করবার জন্য বন্দুক উঠালাম। এতেই ঈষৎ যে শব্দ হয়েছিল, তাতে সে সতর্ক হ'য়ে মুখ তুলে চাইলে। সেই সুযোগে আমি তার গলায় গুলি করলাম। সেইখানেই সে ইহ লীলা সংবরণ ক'রলে।

এই বাঘটি যুদ্ধ কিংবা সাহসের কোন পরিচয় দেয় নাই, বরং তার ভয়ত্রস্ত সঙ্কুচিত ব্যবহার দেখে আমি একটু আশ্চর্য্যই হ'য়ে গিয়েছিলাম। গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব যে তার ছিল না, তাও নয়। আহারের চেষ্টায় অনেক দূর পর্য্যন্ত তাকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল। আমি যে-ভাবে তার পিছু ধরেছিলাম, তাতে আমার স্থির বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় না। সেই বন হ'তে তার পালাবার কোন উপায় ছিল না। আবার একবার শিকারীদের একত্র ক'রে অনুসন্ধানে বা'র হ'লেই ঠিক হ'ত। কিন্তু প্রতীক্ষা ক'রে আমি ভারি শ্রান্ত হ'য়ে প'ড়েছিলাম। আর জানই তো "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ"। লক্ষ্মী নয়, ব্যাঘ্র পেলেই সে দিনের মত মনস্কামনা পূর্ণ হয়। কাজেই আর চুপচাপ ব'সে থাকতে পারি নি। জীবনেই বল, আর শিকারেই বল, যে শুধু নন্দলালের মত "বাঁচিয়া রহিল কোন মতে," তার ভাগ্যে কিছুই লাভ ঘটেনা।

এ বাঘটি তাড়া খেয়েও যেমন টুঁ শব্দ করে নি, তেমনি আর একটি বাঘ অকারণে আশী হাত দূর হ'তে আমায় তাড়া ক'রে এসেছিল। আমি তার চলা ফিরার পথে কোন বাধা দিই নি। তাকে আমি আক্রমণ ক'রতে পারি, এমন ভাবও ব্যক্ত করি নি। তবু সে গায়ে প'ড়ে, যেন "রাস্তা নিকিয়ে," আমার সঙ্গে কোন্দল বাধিয়েছিল। সে ইতিপূর্বে নদীর ধারে খড়ের বনে যেখানে লুকিয়ে ছিল, তার মাথার উপর ছাড়া চারি দিকে ঘন বেতবনে ঘেরা। শিকারীরা আবার যখন নূতন ক'রে বন পিটিয়ে তাকে বা'র করবার চেষ্টায় ছিল, তখন সে ঘাসের বন যেখানে হাল্কা হ'য়ে আসছে, সেইখানে আত্মগোপন প্রয়াসে, বোকার মত প্রথম আপন মাথা প্রবেশ করিয়ে দিয়ে মনে করেছিল, আর কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না। বিপুল শরীরখানি যে দেখা যাচ্ছে, একবারও তা ভাবে নি। স্থির হ'য়ে দাঁড়ান তার ভাগ্যে লেখে নি। শিকারীদের তাড়ায় তাকে এগিয়ে চ'লতেই হ'ল। আবার সেই কাদায়-ভরা নদী পার হ'য়ে বনের পথে দেখা দিলে। নীচেই আর একটি বন ছিল। আমি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলাম, যাতে উপর নীচে দুই বনই নজরে থাকে। নদীপার হ'তে জায়গাটি কিছু দূরে। এর সম্মুখে খোলা মাঠ খানিকটা ছিল, কিন্তু সেখানে দাঁড়ালে আমাকে ক্ষেত পাহারা দেবার খড়ের মানুষের মত দেখাত। সে মূর্ত্তি শোভনও নয়, নিরাপদও নয়। তাই আর অন্য আড়াল না পেয়ে আমি একটি বাঁশঝাড়ের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। একজন শিকারী ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে ঝোপের মধ্যে এক চাবলা মাটি ছুঁড়ে মেরে বাঘটাকে বের ক'রলে, তা আমি দেখতে পেলাম। অল্পক্ষণের জন্য সে এসে পাড়ের উপর দাঁড়াল, পিছনে তার বেতবনের ঘন সবুজ পর্দ্দা, থেকে থেকে দুলছে। এ ভাবে মুহূর্ত্তের জন্যে ছবির মত স্থির হ'য়ে যখন সে দাঁড়িয়ে ছিল, তখন তাকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল। শিকারীরা যে দিক হ'তে তাড়া ক'রে নিয়ে আসছে, সে দিকে গুলি করা নিরাপদ নয়। তাই সেদিককার গতিবিধি বন্ধ হবার অপেক্ষায় ছিলাম। এমন সময় সে আমাকে দেখতে পেল। আর যাবে কোথায়, হুঙ্কার ছেড়ে লাফাতে লাফাতে আমার দিকে

আসতে লাগল। এমন ঘটনা আমার শিকারী-জীবনে বড় বেশী ঘটে নি, কিন্তু যখনই ঘটেছে, তখনই আততায়ী জন্তুটির ও আমার মাঝখানের সব রকম বাধা ব্যবধান সম্পূর্ণরূপ দূর না হ'লে আমি কখনও বন্দুক ছুঁড়ি নি। বাঘ ভাল্লুক কিংবা চিতা যখনই তোমায় এমন ভাবে তাড়া ক'রে আসে, তখন তুমি যদি উচুতে না থাক, তা হ'লে লক্ষ্য ঠিক রাখা বড় কঠিন। সম্মুখে অবশ্যম্ভাবী সমূহ বিপদ নিশ্চিত জেনে লক্ষ্য যতই স্থির, মুষ্টি যেমনই দৃঢ় হ'ক না কেন, হাত এক আধটু কেঁপে যাওয়া বিচিত্র নয়। আমি তখনও বন্দুক ছুড়ি নি, গুলি সংবরণ ক'রেই আছি। আর এক লাফ দিলেই সে আমার বন্দুকের নলের উপর এসে পড়ে। এমন সময় হঠাৎ ডান দিকে বেঁকে কিছু দূর গিয়ে গ'র্জ্জে উঠে আমার দিকে মুখ ক'রে খেঁকাতে লাগল। সেই সময় আমি গুলি ক'রলাম, কিন্তু সম্মুখের একটা বাঁশে লেগে সে গুলি পাশ কাটিয়ে গেল। আর এক গুলি ছুঁড়বার আগেই ব্যাঘ্রবীর সত্বর জঙ্গলের মধ্যে পলায়ন ক'রলেন। তবে কি আমাকে শুধু ভয় দেখাবার মতলবে ছুটে এসেছিল, না আমায় খাতির নদারৎ দেখে নিজেই ভয়ে পৃষ্ঠভঙ্গ দিলে?

লোকে বলে, বাঘের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকলে সে ভয় পায়, আমি কিন্তু এ কথা বিশ্বাস করি না। তুমি বহু চেষ্টায় চোখের দৃষ্টিতে যে পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চয় ক'রবে, বাঘ কিংবা চিতার চোখে স্বভাবতঃই তার চেয়ে অধিক শক্তি আছে। মানুষের চাহনিতে চমকে যাবে সে-প্রকৃতির জন্তু তারা নয়। কিছুই যেন হয় নি, এমনতর উদাসীন ভাবের অভিনয় করবার জন্যে বহু শিক্ষা ও বহু কালের অভ্যাস আবশ্যক। পাশ দিয়ে বাঘ চ'লে গেল, অথচ তোমার শরীরের কোথাও একটু কাঁপল না, বীরাসনে অটল হ'য়ে রৈলে, এটি মৃগয়াক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ব্যতীত হয় না। আমি দেখেছি, ফল যদি কিছু পাওয়া যায়, তবে সে এমনতর নির্ভীকতার জোরেই হয়। কতবার এই অবস্থায় বাঘ আমার পাশ দিয়ে চ'লে গেছে, আমি চঞ্চল হই নি, শক্রতাচরণের জন্যে কোন ব্যগ্রতা দেখাই নি, শেষে সময় বুঝে ধীরে-সুস্থে আপন মতলব হাসিল ক'রে

নিয়েছি। বাঘের সম্মুখ দিয়ে অকস্মাৎ অন্য দিকে চ'লে গেলে কোন ক্ষতি হয় না। তবে সবই পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে; কেননা বাঘও অনেক সময় এমন চট্ ক'রে তোমার দিকে ফিরে দাঁড়ায় যে, গুলি করবার সুযোগই পাওয়া যায় না। আমি যে স্থির ধীর হ'য়ে ব'সে থাকবার বিধান দিয়েছি, সেইটাই সব চেয়ে উৎকৃষ্ট উপায়। এতে তার মনে কোনরূপ সন্দেহের উদ্রেক হয় না। আর তুমি যদি কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা ক'রে গুলি কর, তা হ'লে প্রায়ই নিরাশ হবার কারণ ঘটে না। যেখানে সহসা বাঘের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হবার সম্ভাবনা, সেইটাই সব চেয়ে সঙ্কট স্থান। এ অবস্থায় এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। বিশেষ যদি হিংস্র জন্তুর সহিত সম্মুখ যুদ্ধে তোমার সাহসে না কুলায়, তা হ'লে আসন্ন বিপদের সম্মুখীন হওয়ার চেয়ে পৃষ্ঠভঙ্গ দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। এমন সঙ্কট-স্থলে ও সময়ে বাঘ দুই কাজ ক'রতে পারে,—হয় পাশ কাটিয়ে চ'লে যায়, নয়তো অনধিকার প্রবেশের জন্য তোমায় শাস্তি দিতে ছুটে সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। দৌড়ে যদি না দাঁড়ায়, তা হ'লে অধিকাংশ সময় তোমায় বন্দুক তুলতে দেখেই থমকে দাঁড়ায়। আর সে এই অব্যবস্থিত অবস্থায় থাকতে থাকতেই তার উপর গুলি করা উচিত। এ রকম মুখোমুখি বোঝা-পড়া করার প্রধান অসুবিধা হচ্ছে, বুকে গুলি লাগলেও সেটা সব সময় মারাত্মক হয় না। আর যে আঁতে ঘা দিলে সে নির্ঘাত মরে, পেট ফুঁড়ে সে গুলি মারা বড় সহজ কথা নয়। অনেকটা অবশ্য দৈব, ভাগ্য বা ভগবৎ-কৃপা যা'ই বল, তার উপর নির্ভর করে। অনেক সময় দেখা যায়, গুলি তোমার কপাল ঘেঁষে গেল, তোমার কিছুই হ'ল না, কিন্তু তোমার পিছনের লোকটি মারা প'ড়ল। দুর্ঘটনার হাত এড়িয়ে, কোন বিপদে না প'ড়ে, যদি গোটা ত্রিশেক বাঘ শিকার কর, তা হ'লে ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে কতকটা নিশ্চিন্ত হ'তে পার। এ সব অবস্থায় অপরের কাছ হ'তে কোন সাহায্যের ভরসা রেখো না; সর্ব্বদাই নিজের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রো।

বাঘ আক্রমণ ক'রতে এসে এক সামান্য কারণে পশ্চাৎপদ হয়, সে

কথা শুনলে আশ্চর্য্য হবে। একবার আমি ও "মো—" দাদা একত্রে একই বাঘের উপরে গুলি করেছিলাম। সেটা গড়িয়ে আমাদের বাঁ-দিকের জঙ্গলে প্রবেশ ক'রলে। প্রত্যক্ষ সাক্ষীও অনেক সময় অভ্রান্ত হয় না। এখানেও তাই হয়েছিল। আমরা মনে করেছিলাম, সে বুঝি মারা প'ড়েছে, কিন্তু তা নয়। আমাদের গুলি তার সম্মুখের জমি চষে গিয়েছিল, তার শরীরে কোথাও আঘাত লাগে নি। শুধু বারুদের ধোঁয়া আর বন্দুকের শব্দে অন্ধ ও বধির হ'য়ে সে এমন অদ্ভুত আচরণ করেছিল। সব রকম ঘটনার ব্যবস্থা আগে হ'তে স্থির করা যায় না। কিন্তু চিতাবাঘ যখন খুব কাছে এসে পড়ে, তখন তাকে অবসর না দিয়ে নিজেই আক্রমণ করা ভাল। এগিয়ে এসে ঝুঁকে প'ড়ে গুলি ক'রলে অনেক সময় তার আক্রমণের হাত এড়ান সহজ হয়। বাঘ যখন আক্রমণ করে, তখন সম্মুখের কোনরূপ ব্যবধান তার মনোমত হয় না। তাই তোমার আর তার মধ্যে যদি কোন গাছ কি মৃত্তিকা স্তূপের বাধা থাকে, তা হ'লে কাছে হ'লেও তাকে দূরবর্ত্তী মনে ক'রতে পার। স্থান নির্বাচনের উপর তোমার কৃতকার্যতা অনেকটা নির্ভর করে। তার অজ্ঞাতসারেই লক্ষ্য নির্দেশ করা বিশেষ কর্তব্য। তিন বৎসরের মধ্যে আমি আঠারটা চিতা শিকার করেছিলাম, আর এই সময়ের মধ্যে আমি বিশেষ লক্ষ্য ক'রে দেখেছি, পনেরটি আমাকে একেবারে দেখতেই পায় নি। নিজে অগ্রসর হ'য়ে আক্রমণ করার সম্বন্ধে আমি তোমায় একটা উদাহরণ দেখাব। ব্যাপারটা আমাদের দেশের বাড়ীর কাছেই ঘটেছিল। একটা ঝোপের দু'ধার দিয়ে দু'টি রাস্তা গিয়েছে। আক্রমণ ক'রতে হ'লে চিতা এরই কোন একটি ধ'রতে পারত। আমি একটি বাঁশঝাড়ের কাছে মুখ লুকিয়ে বসেছিলাম। কোন অঘটন হ'তে পারে এমন সংশয়ের লেশমাত্র মনে উদয় হয় নি। আমি যেখানে বসেছিলাম তার কিছু নীচে একটি গভীর পুষ্করিণী। তার পাড় খাড়া উঁচু। তারই ধারে একটি রাস্তাও ছিল। সেখানে পা রাখবার একটু জায়গা ছিল না। আর পা ফস্‌কালেই জলে প'ড়ে হাবুডুবু খাওয়া ছাড়া উপায় নেই। আমার শিকারীরা ও আমি

এই রাস্তাটিকে গণ্য করা আবশ্যক মনে করি নি। আর তাদের গম্ভীর পরামর্শ অনুসারে আমি টুলটি একেবারে ধারে নিয়ে পেতেছিলাম। নুয়ে-পড়া বাঁশের উপর বন্দুকটি রেখে তাক করবার সুবিধা হবে ব'লে বাঘটিকে ঘেরাও ক'রে আনবার সঙ্কেত দেওয়া হ'ল। "মোহনলাল" মাতঙ্গ বেতবন পায়ে দলিয়ে পুকুরের ধারে ধারে এগোতে লাগল। শিকারীরাও তার অনুসরণ ক'রলে। জমিটা নীচু ছিল। বেশী নিরাপদ নয় ব'লে শিকারীরা সম্মুখে এল না। আমি সম্মুখে ঝুঁকে প'ড়ে কোথায় কি শব্দ হয়, কি নড়ে, দেখবার শোনবার জন্য সতর্ক হয়েছিলোম। এমন সময় আমার কিছু নীচে কি যেন একটা ঈষৎ ন'ড়ে উঠল মনে হ'ল। ফিরে দেখি, পাড়ের দেয়াল বেয়ে একটা মস্ত চিতা আমার গজ খানেক নীচে হ'তে উঠে আসছে। আমি বন্দুক ঘুরিয়ে নিতেই সে আমায় দেখতে পেয়ে পালাল। ঢালু পাড়ের আড়ালে থাকায় তাকে তখন আর দেখতে পেলাম না। যত নিঃশব্দে পারি, আকার-ইঙ্গিতে ব্যাপারটা মাহুতকে বুঝিয়ে দিলাম। তারা চারি দিক হ'তে বাঘটিকে কাছে ঘিরে ধ'রল। আমিও টুল ফিরিয়ে বন্দুকটি এমন ভাবে ধ'রে রইলাম যে, উপরে নীচে যে-দিকে দরকার সে দিকেই গুলি ক'রতে পারি। বন্দুকের কুঁদো এমন নীচে রেখেছিলাম যে, ঘোড়াযোড়া আমার হাঁটুর উপরে ছিল। বাঘটা আমায় আগেই দেখেছিল, তাই মনে করেছিলাম, আমি যেখানে আছি সে-পথে আর আসবে না। তবুও আমি সব আট-ঘাট বেঁধে ঠিক হয়েছিলাম। যতক্ষণ সম্ভব সে গা-ঢাকা দিয়ে রইল। তার পর চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে দেখি যে, এক রাশ কটাশে হলদে লোমের গাদা সম্মুখে এসে পড়েছে। বাঘের মাথাটা প্রায় বন্দুকের কুঁদোয় এসে ঠেকেছে। তখন তাকে আক্রমণ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। বন্দুকের কুঁদোর চোটের চেয়ে আমার "যুদ্ধং দেহি" ভাবে সে বেশী আশ্চর্য্য হ'য়ে গিয়েছিল। নিঃশব্দে গুলিটি খেয়ে ব্যাঘ্রাসুর ঝপাৎ ক'রে জলে প'ড়ে গেল। আমি সেখান থেকে তাকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে এলাম। এই খানেই বাঘের ব্যবহার আর স্থান-নির্বাচন সম্বন্ধে আমার

হিসাবের বাহাদুরী। একজনকে বাড়িয়ে অপরজনকে খাট ক'রে তুলনা দিয়ে কথা বলাটা ভদ্রতা নয়, তবু শার্দ্দূল-দম্পতি সম্বন্ধে বলা চলে যে, মহিলাটি এগিয়ে এসে লড়াই বাধাতে মজবুত। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার অভিজ্ঞতা এইরূপই বলে। ইনি শিকারীও খুব হুঁসিয়ার। যে আগুন বাঘিনীর চোখে জ্বলে, তা দ্বিগুণ ও নির্ম্মমতর।

১৯শে ডিসেম্বর, ১৯১৭।

স্নেহের অলকা কল্যাণ!—

মোহনলালের কথা ব'লতে গিয়ে তার সম্বন্ধে বেশ একটি গল্প মনে প'ড়ে গেল। তাতে তার বুদ্ধির বেশ একটু পরিচয় পাওয়া যায়। আমি যতগুলি দাঁতাল হাতী দেখেছি, তার মধ্যে মোহনলালের মেজাজ ভাল। শিকারক্ষেত্রে সে বেশ সতর্ক। সারা দিনের শেষে যখন আমরা মৃগয়ায় জয়ী হ'য়ে বাড়ী ফিরতাম, তখন গজেন্দ্রি ধরণে তার পারিতোষিক মিষ্টান্ন ও ইক্ষুদণ্ডের কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে কখন ভুলত না। তাকে আদর ক'রতে গেলে, সে ঘড়ায় জল ভরবার মত শব্দ ক'রে মনের আনন্দ প্রকাশ ক'রত, তার পর চ'লে আসবার সময় কোটের খুঁট ধ'রে টান দিয়ে জানাত—শুধু সোহাগে পেট ভরে না, মিষ্টান্ন আবশ্যক।

ঘন বেতবন, দুই ধার ঢালু হ'য়ে নালায় নেমেছে। যারা জঙ্গল পিটিয়ে এগিয়ে আসছিল, তাদের পক্ষে এই পথে চলা শুধু দুরূহ নয়, বিপজ্জনক—বিশেষতঃ নালার ধারে। "কুন্‌কী" (হস্তিনী) এক নালা দিয়ে, আর মোহনলাল অন্যটিতে "বীরপদ ভরে কাঁপায়ে মেদিনী" অগ্রসর হচ্ছিল। আর জঙ্গল পিটবার ভার যাদের উপর ছিল, তারা এই দুইএর মধ্য দিয়ে উঁচু জমি দিয়ে চলেছিল। দুই নালার মোহনায় আমার বসবার জায়গা। সেখান হ'তে দুই হাতীর এগিয়ে আসাই দেখতে পাচ্ছিলাম। মোহন সাবধান সতর্ক, মাঝে মাঝে শুঁড় বাড়িয়ে দূরে আভরাখা পরিধানী জীবটির খোঁজ নিচ্ছিল। সে লাথি মেরে ঝুড়ি ঝুড়ি মাটি চারি দিকে ছড়িয়ে ফেলছিল। তাতে কিন্তু বাঘটি কিছুমাত্র

বিচলিত হয় নি। মোহনলালের এই "খবরদারি" সে যে কিছুমাত্র গ্রাহ্য করেছিল, তার আভাসটুকুও পাওয়া গেল না। যে-ভাবে মোহনলাল তার থামের মত পা তুলে আবার ফেলছিল, সেটা দর্শনীয় ব্যাপার বটে। তবুও দেরী হচ্ছে ব'লে আমি অধীর হ'য়ে পড়ছিলাম। এমন সময় মোহন পাশের গাছ হ'তে একটা ডাল ভেঙ্গে নিল। আমি ভাবলাম "ওরে লোভী"! কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই আমি বুঝতে পারলাম যে, ক্ষুধা নিবারণ কিংবা রসনার পরিতৃপ্তির জন্য এ কাজ সে করে নাই। শুঁড়ে ক'রে ডালটা ধ'রে ঘুরিয়ে এনে সে এমনই জোরে ঝোপটির উপরে মারলে যে, চিতাবাঘ আচম্‌কা হুড়্‌ মুড়্‌ ক'রে ঠিক আমার সামনে এসে প'ড়ল!

আমাদের প্রতিবেশীর একটি প্রকাণ্ড দাঁতাল হাতী ছিল। (মফঃস্বলে যাঁরা আমাদের ৮।১০ ক্রোশের মধ্যে বাস করেন, তাঁদের আমরা প্রতিবেশী ব'লে থাকি)। এই হস্তিপ্রবর ভাল শিকারী না হ'লেও আশ্চর্য্য দাঙ্গাবাজ ছিল। ধানকাটা, জমির সীমানা সাব্যস্ত নিয়ে যখনই লড়াই বাধত, তখনই আমাদের এই প্রতিবেশী জমিদার লড়াই ফতে ক'রে ফিরতেন। বিপক্ষে লাঠিয়াল যেমনই চতুর হ'ক না কেন, "কালীগজ" যখন শুঁড়ে ক'রে প্রকাণ্ড একখানা বাঁশ ঘোরাতে ঘোরাতে "যুদ্ধং দেহি" ব'লে অগ্রসর হ'ত, তখন আর সকলে রণে ভঙ্গ না দিয়ে পারত না। যে-হতভাগ্য কালীগজের এই বাঁশের, বাঁশী নয় গদার, প্রকোপে প'ড়ে যেত, তার দুর্দশার সীমা পরিসীমা থাকত না। এই বিখ্যাত কালীগজ আজ ইহলোকে নেই! অযথা উপায়ে জীবিকা উপার্জন করাই ছিল তার জীবনের নিয়ম। আর তার এই নিশাচর অভ্যাসদোষের জন্য মনিবকে অনেক অর্থদণ্ড দিতে হ'ত। ইক্ষুদণ্ডের প্রতি তার পক্ষপাতিত্ব সর্ব্বজনবিদিত। সে একবার শ্রীযুক্ত—মহাশয়কে এমনই ভয় দেখিয়েছিল যে, সে গল্পটা তোমাদের শোনা উচিত। তখন বড়দিনের সময়। শেষরাত্রের দিকে বন্ধুর আর্ত চীৎকারে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। প্রথমটা আমি মনে করেছিলাম ভূমিকম্প হচ্ছে বুঝি, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে হাতীর

পায়ের আওয়াজ পেয়ে বোঝা গেল যে, কেমন ক'রে তারা ছুটে গেছে। পাঁচটি হাতী নিরঙ্কুশ অবস্থায় ছুটে বেড়াচ্ছিল ; এদের মধ্যে পরিচিত ইক্ষুপ্রিয় কালীগজও ছিল। তাকে এ ভাবে বেরিয়ে প'ড়তে দেখে আর সকলেও তার পদানুসরণ করেছিল। জজের পরচুলা যে মাথায় থাকে, সে ব্যক্তি সুখে নিদ্রা যেতে পারে না। শ্রীযুক্ত—মহাশয় অন্ততঃ তাই মনে করতেন। আসন্ন বিপদ হ'তে আপনার মস্তকটিকে, সঙ্গে সঙ্গে হাইকোর্টের পতন, রক্ষা করবার জন্যে তিনি এ ভাবে চীৎকার করেছিলেন। ক্রমে হাতীদের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরও আকুলতার বিরাম হ'ল। পর দিন সকালে প্রগাঢ় নিদ্রার জন্যে আমায় অনেক উপহাস সহ্য ক'রতে হ'ল। কিন্তু বিপদের কোন সম্ভাবনাই যখন কোথাও দেখা যায় নি, তখন শীতের রাতে লেপের সোহাগ ফেলে কে উঠতে চায় বল ?

যে ব্যক্তি হাতী ভাল বাসে না, সে হয় স্বর্গদূত, নয়তো নিম্ন শ্রেণীর মানুষ। আমার হস্তি-প্রীতি এমনই অসীম যে, আমি যদি অবাধে তাদের প্রসঙ্গে কথা কইতে পেতাম, তা হ'লে কথা আমার ফুর'ত না। আত্মরক্ষায় কিংবা পাগলা হাতী না হ'লে, আমি কখনও গজহত্যা পাপে লিপ্ত হব না, নিশ্চয়। সেই জন্যে আমার এ ভালবাসা গোপনে পোষণ করা ভাল, আর মাঝে মাঝে সস্নেহে তাদের কথা উত্থাপন ক'রে অন্তরের সঙ্গোপন অনুরাগ-শিখাটিকে উদ্দীপ্ত করাও চ'লবে। বহু দিন পূর্ব্বে কটক জিলায় শিকার-ক্ষেত্রে একটি যে ঘটনা ঘটেছিল, তার উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না বোধ হয়। আমরা ছিলাম তিন জন। আর যাকে পাহাড়ে বলে হাতীপথ, বসন্তের এক প্রভাতে চৈত্র মাসে সেই পথে অগ্রসর হচ্ছিলাম। যারা বন পিটিয়ে শিকার করে, তারা আগেই যাত্রা ক'রে পাহাড়ের অপর পার্শ্বে পৌঁছেছিল। আমরা দু'চার জন অনুচর সঙ্গে ক'রে আমাদের বন্দুক ছুঁড়বার উপযুক্ত জায়গাগুলির দিকে চলেছিলাম। এখানে সেখানে একটি বাঘের পায়ের দাগ চোখে পড়ছিল। আর এক দল হাতী যে সেই পথে পাহাড়ের দিকে গেছে, তাও স্পষ্ট বুঝা গেল। ছোট বড় পায়ের দাগ অনেক, তার উপর এখানে একটা ভাঙ্গা বাঁশ, ওখানে একটা মচকান

গাছের ডাল, তাদের গতিবিধি বেশ ভাল ক'রেই জানিয়ে দিচ্ছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা দূরে নীচের উপত্যকায় বাঁশের নিবিড় ঘন বনের মধ্যে তাদের দেখতে পেলাম। তারা যে অনেকগুলি, কলরবেই তার আভাস পাওয়া গেল। তাদের উপস্থিতি বাঘটিকে বনের অন্তরাল হ'তে তাড়িয়ে বাহিরে আনবার অন্তরায় ঘটাবে কি না, আমাদের মধ্যে তখন সেই তর্ক উঠল।

Bison ছাড়া আর কোন বন্য জন্তু হস্তিদলের সঙ্গে মেশে না। এই বিপুলায়তন জীবগুলির চলাফেরা আনাগোনা দেখে আর সব জানোয়ার ভড়্কে যায়। গুলির আওয়াজ ক'রলে তারা ছড়িয়ে প'ড়তে পারে; তাই স্থির হ'ল গুলিই করা হ'ক। গুলি করবার কিছু আগেই আমাদিগকে বিস্ময়বিমূঢ় ক'রে অকস্মাৎ গুরু গুরু শব্দ হ'য়ে সমস্ত পাহাড়টি নড়ে উঠল, —গাছপালা থর থর ক'রে কাঁপতে লাগল, পাহাড়ের ভিত্তিভূমি টলিয়ে দিয়ে প্রচণ্ড ভূমিকম্প আরম্ভ হল। অসময়ে সহসা যেন প্রলয়কাল এসে উপস্থিত হ'ল! মস্ত মস্ত পাথর, পাহাড়ের ভগ্নাংশ, চারি দিক হ'তে গড়িয়ে আসতে লাগল। ভীত বানরের দল ও হরিণের পাল, যে যেখান দিয়ে পারে, দৌড়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নীচে নামতে লাগল। পাখী আর পতঙ্গেরা কাতর বিকৃত কণ্ঠে চীৎকার ক'রে, চারি দিকের কলরব আরও বাড়িয়ে তুললে। ইতিমধ্যে নীচের উপত্যকায় হস্তিসঙ্ঘ শুণ্ড আস্ফালন ক'রে হুঙ্কার ক'রতে ক'রতে একযোগে পলায়নের উদ্যোগ ক'রলে। প্রত্যেক অরণ্যবাসীই কেমন ক'রে বন ছেড়ে খোলা মাঠে গিয়ে পৌঁছিতে পারে, সেই চেষ্টায় উদ্যোগী হ'ল। মিনিট কিংবা তার চেয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই এ ব্যাপার ঘ'টল। সময়ের পরিমাণ আমার স্মরণ নেই, তবে সময় যতটুকু হ'ক না, অবস্থা যে বিশেষ সঙ্কট হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল, নিঃসন্দেহ। কি অদ্ভুত দৃশ্য, কি অপূর্ব অভিজ্ঞতা! জীবনে আর কখনও এরূপ ঘ'টবে কি না সন্দেহ। আমরা ধীরে ধীরে শিবিরে ফিরে এলাম। প্রকৃতির দুর্বোধ্য নির্দয় খামখেয়ালিতে আমাদের সেদিনকার শিকারের আশা একেবারে মাটি হ'য়ে গেল।

"আমি যতগুলি দাঁতাল হাতী দেখেছি তার মধ্যে মোহনলালের

মেজাজ ভাল

গল্প আবার সুরু করা যাক। বাঘ যদি একবার শিকার ব্যাপারের পরিচয় পেয়ে থাকে, তা হ'লে ভারি চতুর হ'য়ে ওঠে। আমি অনেকবার দেখেছি, আত্মগোপন করবার উদ্দেশ্যে, জঙ্গল যারা পিটোয় তাদের হাত এড়াবার জন্যে, বাঘ অন্তরালবিহীন বিরল বনে গিয়ে লুকোয়, আর সন্দেহজনক কোনরূপ শব্দ শুনবামাত্র সেখান হ'তে পলায়ন করে। যদি তাদের লুকাবার জায়গাটা তুমি কোনরূপে বুঝতে পার, তা'হলে বন পিটবার সঙ্কেত-শব্দ শুনবামাত্র তারা দ্বিগুণ বেগে পলায়ন করে। যেখানে জন্তুটিকে মারে, সেখান হ'তে অনেক দূরে গিয়ে আত্মরক্ষার জন্যে আশ্রয় নেয়। আর এই উপায়ে অনুসন্ধান-কর্ত্তাদের চোখে ধূলো দিয়ে চ'লে যায়।

বাঘটা মস্ত বড় ছিল। আমরা তার নাম দিয়েছিলাম 'De Wet' আমাদের গ্রামেই হত্যাকাণ্ড সুরু ক'রে,—ব'লতে গেলে আমাদের নাকের উপরে এ দুরূহ কাজ ক'রে, আমাদের সে অমান্য করেছিল। সারা দিন ধ'রে সম্ভব অসম্ভব আস্তানা খুঁজেও তার কোন কিনারা করা গেল না। যদিও প্রতিবারেই মনে হচ্ছিল, শেষের চেয়ে এবারের জায়গাটি বেশী আশাজনক, তবুও প্রতিবারই নিরাশ হ'তে হয়েছিল। এমন দিন যেত না, যে দিনে সে হয় আমাদের কাছাকাছি, নয়তো মাইল কতক দূরে কোন একটা খুন খারাপি না ক'রত। আমাদের অনেক সুযোগ ব'য়ে যেতে লাগল। আমরা সবাই একমত হয়েছিলাম যে, সে যেমন ক'দিন ধ'রে আমাদের হয়রান ক'রে নিয়ে বেড়াচ্ছে, 'যেন তেন প্রকারেণ' তাকে পাকড়াও ক'রতেই হবে। আমরা চ'লে আসবার দিনে আমি তার নাগাল পেলাম। গাঁয়েরই একটা জঙ্গলে সে ধরা প'ড়ল। রাখালেরা গরুর পাল নিয়ে ভোরে যখন মাঠে যাচ্ছিল, তখন তার গর্জন শুনতে পেয়েছিল। স্বতন্ত্র একটা গ্রামে হত্যাকাণ্ড সমাধা ক'রে খোলা মাঠের উপর দিয়ে আধ ক্রোশ একটা চর পেরিয়ে, শেষ রাতের অস্পষ্ট অন্ধকারে সে এসে গ্রামের বনের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল। অধিকৃত বনটির অখণ্ড রাজত্ব একলাই ভোগ ক'রবে ব'লে বুনো শূয়রদের তাড়াবার জন্যে সে তর্জন গর্জন আরম্ভ করেছিল। তাই শুনে নিরীহ ধেনুগোষ্ঠী ভয়ে পলায়ন করে। বোবার

বালাই নেই, এই উপদেশ মেনে সে যদি মুখ বুজে থাকত, তা হ'লে আর আমরা তার সন্ধান পেতাম না। যে খোলা মাঠের উপর দিয়ে এসেছিল, সেটি একেবারে শুকনো খট্‌খটে। কোথাও এতটুকু পায়ের দাগ পড়েনি। তাকে খুঁজে বের করারও উপায় হ'ত না। প্রশস্ত ঝিলের ধারে জঙ্গলে সে আশ্রয় নিয়েছিল। সে জায়গাটি একটু উঁচু। উত্তরে দক্ষিণে ঘন বেতবন। ঝিলের ধারে চওড়া একটি ঘাট। সেখানে গরুরা জল খেত। এইখানেই তার পায়ের দাগ আমরা দেখতে পাই। বেতের কতকগুলি লতা একেবারে জলের উপর ঝুঁকে পড়েছিল। সে তাই শুকনো ডাঙ্গা ছেড়ে জলের ধারে ধারেই বনে প্রবেশ করেছিল। আমি একটা তেঁতুল গাছের নীচে গিয়ে দাঁড়ালাম। জায়গাটি চারি দিকেই খোলা। তাই তেমন নিরাপদ ছিল না। এর চেয়ে ভালো জায়গাও আর ছিল না। তাই তেঁতুলগাছের গুঁড়ির সম্মুখে একটা পাতায়-ভরা ডাল রেখে একটু আড়াল ক'রে নিলাম। শুধু বন্দুকের নিশানা আর আমার দৃষ্টির বাধা-জনক পাতা ও ছোট ছোট ডালগুলি ভেঙ্গে ফেললাম। দুটি হাতী ঝিলের ধারে ধারে এগোচ্ছিল। আর বন যারা পিটোয়, তারা পূর্ব-পশ্চিমে চলেছিল। হাতীর ভীষণ হুঙ্কারে আমরা সর্ব-প্রথমে তার সান্নিধ্য বুঝতে পারলাম। কিন্তু খোলা গোচারণের মাঠে এসে দাঁড়াতে তার আরও কিছুক্ষণ সময় কেটে গেল। অন্দর হ'তে সদরে আসবার জন্য তার কোন তাড়া ছিল না। এধার হ'তে ওধারে যাবার জন্যও কোন ঔৎসুক্য বোঝা যায় নি। সে আসলে যতখানি উঁচু, তাকে তার চেয়ে বেশী দেখাচ্ছিল। সূর্যের আলোকে তার গায়ের আঙরাখা কিংখাবের সোনার মত ঝল্‌মল্ করছিল। গম্ভীর ধীরান্দোলিত-গতিতে প্রতি পাদক্ষেপে তার শার্দূল-জীবনের পূর্ণ যৌবন আর পরিপূর্ণ সর্বাঙ্গ-সৌন্দর্য প্রকাশ হয়েছিল। তার এই নধর কমনীয় অথচ রাজোচিত মহিমান্বিত মূর্ত্তি আমাকে এমনি মুগ্ধ করেছিল যে, আমি গুলি ছুঁড়তে কয়েক মুহূর্ত্ত বিলম্ব ক'রে ফেলেছিলাম। লক্ষ্য স্থির ক'রতে এ বিলম্ব হয় নি। কাঁধের নীচে এক গুলির আঘাতেই সে প'ড়ে গেল। তবু সাংঘাতিক আর একটি স্থানে আবার একবার গুলি ক'রলাম।

এতটা কাছাকাছি ছিলাম যে, দ্বিতীয় গুলি অবশ্য-কর্ত্তব্য জেনেই করেছিলাম। অনভিজ্ঞ লোকে মনে ক'রতে পারে, এটা নিতান্ত অপব্যয়।

বড় জানোয়ার শিকার করবার বিশেষ আনন্দগুলো নিতান্ত উপরি পাওনা—ফাউ—কপাল জোরে জুটে যায়। সেগুলি যেন শিকারীর টুপীর বাহার, কতগুলি বাড়তি পালক। এ পালক কিন্তু আমাব এক গোছা জমেছে। অনেক ক্ষেত্রে বিবিধ উপায়ে পাওয়া, স্বীকার করা ভাল। অনেক-বার এ-সব সময়ে আমার লক্ষ্য-নৈপুণ্য প্রভৃতির বহু প্রশংসাবাদ পূরাদস্তুর অতিমাত্রায় গ্রহণ করেছি; কিছুমাত্র বিচলিত হই নি। একটা ঘটনা এখানে বলা যেতে পারে। একটা বাঘ ভোরের কিছু পূর্বে একটা মস্ত গরু মেরে রেখে চ'লে যায়; অথচ আপন গতিবিধির কোন নিদর্শনই রেখে যায় নি। শিকার ক'রে রেখে গিয়েছিল বটে, কিন্তু একটি গ্রাসও উদরস্থ করে নি। তাই রাতের বেলা তার ফিরে আসবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল। যে-সব লোকেরা শিকারের সন্ধান নিয়ে আসে, তারা এ বাঘ যে কোথায় বাসা করেছে তার সন্ধান ব'লতে পারলে না। তাই আমরা মনে করলাম যে, দিনটায় অন্ততঃ বন আর একবার ওলট-পালট করায় ক্ষতি নাই। ভোর না হবার আগেই তারা যাত্রা করেছিল, আর সন্ধ্যা যখন ঘোর ক'রে আসছে, নির্দিষ্ট স্থানে তাদের সঙ্গে দেখা হবামাত্র তাদের আকার-ইঙ্গিতে কৃতকার্য্যতার লক্ষণ সুস্পষ্ট বোঝা গেল। যেখানে মরা গরুটি পড়েছিল, সেখান হ'তে ক্রমে তারা হত্যাকারীর আশ্রয় স্থানটি আবিষ্কার করেছিল। যখন খেতে যান, তখন ব্যাঘ্রবীর দশ হাত চওড়া নালা এক লম্ফে পার হ'য়ে গিয়েছিলেন। ক্ষুধা-নিবৃত্তি ক'রে ওজনেতে ভারী হ'য়ে ফিরবার সময় এমন ক্ষিপ্রগমন সুবিধাজনক না হওয়াতে, সাঁতরে নালা পার হয়েছিলেন। জলটা তখনও ঘোলা হয়েছিল। জল যে তখন পরিষ্কার হয় নি, কাদা-গোলা ছিল তাতে স্পষ্টই বোঝা গেল যে, বাঘটি অল্পক্ষণ আগেই পার হ'য়ে গিয়েছে। আমার বাম দিকে, ব'লতে গেলে, ঠিক আমার পিছনেই, নিরাপদে গাছের ডালে একটি লোক বসেছিল। বাঘ যদি সে-পথে আসে, তাবে তাকে থামাবার ভার এ

লোকটির উপর ছিল। জঙ্গল যারা পিটোয়, তারা ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে, কিন্তু বাঘের কোন সন্ধান নেই। ছোট্ট ছোট্ট পাখী, খোলা জায়গায় উড়ে বেড়াতে যারা ডরায়, আমার পাশ দিয়ে উড়ে চ'লে গেল। আমাকে খাতিরেই আনলে না। দু' একটা ছোট ছোট ডালে এসে ব'সল। ডালগুলি দুলতেই লাগল। সেই ক্ষীণ শব্দে মনে হ'তে লাগল, বাঘ বুঝি আসছে, কিন্তু ক্রমে আসল কারণ জানা গেল। আমি ক্রমে হতাশ হ'য়ে পড়ছিলাম। জঙ্গল পিটন প্রায় শেষ হ'য়ে এল, অথচ আমার পিছনে যে লোকটি বাঘকে বাধা দেবে ব'লে অপেক্ষা করছিল, তার কোন সাড়াই নেই। ভয়-বিহ্বল একটি ছোট পাখী আমার পেছন দিয়ে সাঁ সাঁ ক'রে উড়ে গেল। আমি যেমনই ফিরে ব'সলাম, অমনই হাতখানেক দূরে এক নধর-উজ্জ্বল গুলবসান একটি পোষাকের একটুখানি দেখতে পেয়ে বন্দুক ঘুরিয়ে নিয়ে আমি গুলি ক'রলাম। কি যে হ'ল তা বুঝবার কোন উপায় ছিল না: সম্মুখের জঙ্গল এমনি ঘন যে, তার মধ্যে দৃষ্টি চলে না। গুলির ফলাফল অনুমানও ক'রতে পারলাম না।

গুলির শব্দে, যারা বন পিটিয়ে এগিয়ে আসছিল, তারা থেমে গেল। আমিও ঝোপের মধ্য হ'তে বেরিয়ে যে পথে বাঘ চ'লে গিয়েছে সে পথ পরখ ক'রতে আরম্ভ ক'রলাম। বাঘ মোটেই বাহিরে যায় নি। আরো একটু তত্ত্ব তল্লাসে জানা গেল, যে লোকটি বাঘের পথ আটকাবার জন্য দাঁড়িয়েছিল সে তখনও সেইখানটিতে আছে। বাঘটি এমনি চুপি চুপি তালগাছের কাছে এসেছিল যে, চ'লে না যাওয়া পর্য্যন্ত সে-কথা সে টেরই পায় নি। আর তারপর যখন চলে গেছে, তখন মৌনাবলম্বন নিরাপদ বোধে নিঃশব্দে ছিল। আমরা যতদূর দেখতে পাচ্ছিলাম, ততদূর অনুসন্ধান আর আবিষ্কার দুই-ই সহজ হ'য়ে এসেছিল। আমরা সাবধানে এগিয়ে এসে, এক নজরে স্পষ্ট দেখতে পেলাম,—দেখলাম বাঘটি কাপড়ের বাণ্ডিলের মত জড়সড় হ'য়ে প'ড়ে আছে,—একেবারে নড়্‌চড়্‌ নেই, পাষাণের মত প্রাণহীন, গুলিটা তার বাঁ কাণের গোড়ায় লেগেছে! হাতফস্‌কে এমন জিত আর কখনও হয় নি।

সপ্তাহের শেষে ছুটির ছু'দিন শিকার-চেষ্টায় দেশের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। যে লোকটি আমার বন্দুক সব পরিষ্কার ক'রে রাখে, তার ভুলে ছুটি দিন মাটি হ'য়ে গেল। চারশ' পঁয়ষট্টি নম্বর গুলির বন্দুক না দিয়ে সে '৪০০।৫০০ নম্বরের গুলির বন্দুক দিয়েছিল। এ ছুটি বন্দুক এক জুড়ি যমজ ভাইয়ের মত; একটিকে অন্যটি হ'তে চিনে নেওয়া ছুষ্কর। আমারও দোষ কতকটা যে ছিল না, তা নয়। প্রতিবারই আমি সব নিজে চোখে দেখে নিই, এবারে আর তা করি নি। খবর এল, বাঘে গরু মেরেছে, আমিও যাবার জন্যে তৈরি হ'লাম। বন্দুক নিতে গিয়ে নির্বোধের মত এই ভুল আবিষ্কার হ'ল। তখন আর কি করা যায়, ফিরে আসতে হ'ল। ছুঃখের ফিরে আসা! যদিও মানুষটি যেমন গিয়েছিল, তার চেয়ে অনেক জ্ঞানী হ'য়েই ফিরে এল।

এক পক্ষ কাল ব্যাঘ্রবীর মনের আনন্দে খুনখারাপি ডাকাতি ক'রে বেড়াতে লাগলেন। আরও কতকগুলি গরু মারা প'ড়ল। তার পর আবার আমি যখন গিয়ে উপস্থিত হ'লাম, আগের রাতে বৃষ্টি হবার দরুণ ভিজে পথে পায়ের দাগ খুঁজে পাওয়া আরও সহজ হ'ল। যারা তার খোঁজে ফিরেছিল, তারা ব'ললে, হাজার হ'ক বাঘ তো আর আকাশে পা ক'রে হাঁটবে না, অনায়াসেই তার খবর নিয়ে আসব। হ'লও তাই। শ্যাওলা আর জলে-ভরা পুরান খালের ধারে একটা বেতবনে তার সন্ধান পাওয়া গেল। সহজে জলে নামবার তার সম্ভাবনা ছিল না। তাই খালের ধারে ধারে তাকে ঘেরাও করবার বন্দোবস্ত করা গেল। বাঘটি ঠিক এ পথ পেরিয়ে যায় নি। একটি গাছের শিকড়ের কাছাকাছি গুড়ি-সুড়ি হ'য়ে লুকিয়ে বসেছিল। তার পর শেওলা পেরিয়ে জল সাঁতরে এক ছোট্ট দ্বীপের উপর গিয়ে আশ্রয় নিলে। যেখানে গিয়ে শক্ত হ'য়ে সে বসেছিল সেখান হ'তে তাকে নড়ান শক্ত হ'য়ে দাঁড়াল। কিন্তু অবশেষে গজরাজ মোহনলাল আর সমস্ত শিকারীর ছলবলকৌশল একত্রিত হওয়ায় ন'ড়তে তাকে হ'লই। আমি আমার ডান দিকে চেয়ে দেখলাম, সেই দিকটাই তার পলায়নের প্রকৃষ্ট

পন্থা মনে হ'য়েছিল। কিন্তু আমি যা মনে করেছিলাম, আর যেটা সচরাচর ঘ'টে থাকে, তা হ'ল না। সে দক্ষিণ মার্গ ত্যাগ ক'রে বাম মার্গের পথিক হ'ল। তাই আমার গুলি একদম ফস্‌কে গেল। বেলা প'ড়ে গিয়েছিল ব'লে সন্ধ্যার অন্ধকারে পার হ'য়ে এল। আমরা দুঃখিত মনে অথচ আশায় নির্ভর ক'রে পরদিনের প্রতীক্ষায় রইলাম।

নিশাচর-বৃত্তি চরিতার্থ করবার সময় সে কি শুধু কৌতূহল-পরবশ হ'য়েই আমরা পূর্ব্ব দিন যেখানে টুল নিয়ে পাহারায় বসেছিলাম সেই জায়গাটি পরিদর্শন ক'রতে এসেছিল? চলাপথ একটু তফাতে রেখেই সে চ'লে গিয়েছিল, কিন্তু তবু নখ দিয়ে আঁচড় কেটে আপন আগমনের নিদর্শন রেখে যেতে ভুলে যায় নি। এ ব্যবহারের উদ্দেশ্য কি? সে যে আমাদের কাণাকড়ির পরোয়া রাখে না, সেইটে জাহির করবার জন্যেই কি পায়ের নখের লেখায় সে-কথা প্রকাশ করে গেল?' যদিও এবারেও আমরা তাকে খুঁজে পাই নি, তবু সে বেশী দূরে ছিল না। তাকে খুঁজে বা'র করবার চেষ্টা বিফল হ'ল। শিকার খুঁজে ব'ার করা যাদের কাজ, তারা বাঁশ ঝোপের পাশেই বেরিয়ে আসবার পথে, আমরা যে পথ ধ'রে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম তার একটু তফাতে, বাঘের পায়ের টাটকা দাগ দেখতে পেয়েছিল। সেখান হ'তে চুপি চুপি বেরিয়ে সে পালিয়ে গিয়েছিল। আমরা দুএকটা সম্ভব জায়গায় তার খোঁজ করেছিলাম, কিন্তু নাগাল পাই নি। পর দিন সে আরও একটু কাছে এসেছিল সত্যি, কিন্তু যারা বন পিটিয়ে শিকার উট্‌কে বা'র করে, তারা তার খোঁজ ক'রতে পারে নি। পরে আবিষ্কার হ'ল, সে জলচর-বৃত্তি অবলম্বন ক'রে একটা খাড়াই পাড়ের উপর আশ্রয় নিয়েছে! এদের জাতীয় জীব এই রকম জায়গায় আস্তানা ক'রতে ভারি ভালবাসে। একটা বাঁশের ঝাড়ের আড়ালে আমি বসেছিলাম। সেখান হ'তে বিশ হাত দূরে, মোড় হ'তে বাঘের আসবার রাস্তা দুটো দুধারে চ'লে গিয়েছিল। এখন সমস্যা দাঁড়াল, যদি সে বামমার্গ অবলম্বন করে, তবে ঝোপের আড়ালে থেকে বেশ একটু দূর হ'তেই গুলি চালান চলে; কিন্তু যদি দক্ষিণ মার্গের পথিক হয়, তবে

হয়তো হাত ছুএক ব্যবধানে একেবারে প্রায় বন্দুকের নলের মুখে এসে প'ড়বে। যখন খোলা জায়গা দিয়ে ছুল্কি চালে এগিয়ে আসতে লাগল, তখন সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে আমি যে ইচ্ছা করেছিলাম তা ঘ'টল না। বাঁদিকে সে গেল না। তাড়াতাড়ি উপরের দিকে উঠতে লাগল। বাঁশের আড়াল দিয়ে তার ঘাড় আর মাথা দেখতে পেয়ে, আমার বন্দুক ঘুরিয়ে নেবার সামান্য শব্দ হবামাত্র সে আমার দিকে মুখ ফিরাল। গুলিটা ব্যাঘ্রবীরের ভ্রূ-মধ্য বিন্দুতে লাগল, আর তার ইহ জীবনের হিসাব-নিকাশ একেবারে সব পরিষ্কার হ'য়ে গেল।

আমার কপাল-জোরে শিকারী-জীবনে সাত বার ছাড়া আমাকে কখনো বাঘে আক্রমণ করে নি। এর মধ্যে চার বার তারা নিজেরাই আমার গুলির আঘাতে এত বেশী কাতর হ'য়ে পড়েছিল যে, তাদের আক্রমণে বিপদের কোন সম্ভাবনা ছিল না। আর একবার সোজা আমার ঘাড়ে এসে প'ড়তে প'ড়তে হঠাৎ কি মনে ক'রে ভিন্ন পথে চ'লে গিয়েছিল। আর একটা আক্রমণে যখন বাঘ নীচে হ'তে আমার দিকে আসবার চেষ্টায় ছিল, তখন আমি নিজে হ'তেই গুলির জোরে সামলে নিয়েছিলাম। উপরে থাকার দরুন এ বিষয়ে আমার সুবিধাও ছিল বেশী। সপ্তম আক্রমণটি সব চেয়ে ভয়ানক। সে সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা আবশ্যক। ঘটনাটির বৃত্তান্ত হচ্ছে এই। জঙ্গলটা তেমন বড় ছিল না। অনেক খোঁজাখুঁজি খোঁচাখুঁচির পর প্রকাণ্ড এক শূয়োর হঠাৎ এক লম্ফে পলায়ন ক'রলে। কারণ অনুসন্ধান ক'রে জানা গেল, বরাহ অবতার সারা রাত ধ'রে ক্ষেতের উপর তাণ্ডব অভিনয় করেছিল। ভোরের বেলা বিশ্রামের জন্যে আপন আশ্রয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, কিন্তু সেটি পরহস্তগত দেখেই স্বাধিকার সাব্যস্ত করবার চেষ্টামাত্র না ক'রে, আক্রমণ অপেক্ষা "Glorious retreat" সেখানে বুদ্ধির পরিচয় জ্ঞানে, পলায়নপর হয়েছিল। যে ব্যক্তির উপর শিকার-সন্ধানের ভার ছিল, তার বয়স অল্প। স্বভাবতঃই কল্পনা-প্রবণ ও উৎসাহী। তার অনুরোধে আবিষ্কারের ফলাফল পরীক্ষা ক'রে জানতে পারলাম, বরাহ-

বীরের পূর্বেই শার্দূলরাজ বনটি অধিকার করেছিল। শূকর যখন এই সত্য জানতে পারলে, তখন অসন্তোষজনক বিপদের সম্মুখীন হওয়া অপেক্ষা পশ্চাৎপদ হওয়াই সমীচীন বিবেচনা করেছিল। দার্শনিক Hobson' এর মতো এ ক্ষেত্রে আমারও কাজের দুটি পথ ছিল,—হয় করা, নয় ছাড়া। শেষ পথ আমার মনে নেয় নি। আমি অতি সাবধানে নিঃশব্দে আমার টুলটি খুলে বিছিয়ে ব'সে বিপিনকে অন্য শিকারীদের ডাকতে পাঠালাম। তারা অদূরেই প্রতীক্ষা করছিল। পাছে সতর্ক শিকারটি পালিয়ে যায়, এই ভয়ে এতক্ষণ অগ্রসর হয় নি। কাছে একটাও বড় রকম ঝোপ ঝাড় ছিল না, যার আড়ালে আত্মগোপন ক'রতে পারি। যে বেতবনে বাঘটা আশ্রয় নিয়েছিল, তার আর আমার মধ্যে খুব খাটো গুটিকত গুল্মের ব্যবধান। একটু দূরে একটা বাঁশঝাড় ছিল, কিন্তু সেখানে এগোতে গেলে, হয় বাঘকে নৈকট্য সম্বন্ধে সংবাদ দিতে হয়, নয়তো হঠাৎ আক্রমণের সুবিধা দেওয়া হয়। কাজেই আমার ঠাঁই-নাড়া হবার উপায় ছিল না। যেখানে আমি বসেছিলাম, তার তিন দিকে খোলা মাঠ। যদি প্রথম গুলিতেই শিকার না মারা পড়ে, তা হ'লে তার পলায়ন পথটি পাহারা দিয়ে থাকা পক্ষে কত বিপজ্জনক, তা বুঝতে বিশেষ আয়াস ক'রতে হয় নি। যদিও এ-সব সময়ে হ্যাট মাথায় রাখাই আমার অভ্যাস, তবুও সেটা বড় নজরে প'ড়ছে বুঝে খুলে ফেলতে হ'ল। হ্যাট মাথায় রাখায় বিশেষ সুবিধা আছে। আমি স্বচক্ষে তার সাক্ষ্য পেয়েছিলাম ব'লেই এ কাজ করতাম। একবার মাথায় টোকাধারী একজন কৃষকের উপর বাঘ এসে পড়েছিল। চাষা বেচারী শিকার করবার মতলবে আসে নি, দেখবে ব'লেই এসেছিল। বাঘ এসে থাবা মারতেই, সে তো মাটিতে প'ড়ে গেল। তার পর বাঘে-মানুষে এম্নি জড়াপুঁটুলি পাকিয়ে গেল, গুলি মারলে কার গায়ে যে গিয়ে লাগবে বুঝতে না পেরে, মন স্থির করবার আগেই দেখি বাঘ পালিয়ে গেছে। কৃষকের কাছে গিয়ে দেখি তার গায়ে একটি আঁচড়ও লাগে নি। মাথা ঢাকা টোকাটি তুবড়ে গেছে বটে, কিন্তু মাথায় কিছু হয় নি। হ্যাটবিহীন

আমিত এর মত বিপুলকায় আর বলবান দ্বিতীয় ভালুক দেখিনি

অবস্থায় বসে রইলাম বটে, কিন্তু এমন নিরাবরণ অবস্থা সুখের মনে হচ্ছিল না। বন-পিটোন যাদের কাজ, তারা নিঃশব্দে এগিয়ে আসছিল, কিন্তু দুচার পা যেতে না যেতেই, ঘাসের মধ্যে খুব একটা খস্‌খস্‌ শব্দ শুনতে পেয়ে মনে করলাম, বুঝি মস্ত একটা শূয়োর আসছে। আমার ভুল হয়েছিল। দেখলাম বাঘটি তীরবেগে বেরিয়ে এসেছে। আমার গুলিটা ভাল ক'রে লাগল না লাগল বুঝবার আগে বাঁশঝাড়ের পাশে এসে প'ড়ে গেল। আবার মুহূর্ত্তের মধ্যে উঠে, ভয়ানক গর্জ্জন ক'রে আমায় আক্রমণ ক'রলে। যেন তার কিছুই হয় নি। আমি তখনও বুঝতে পারি নি, এখনও ব'লতে পারিনে, বন্দুকের অন্য নলটা তার উপর খালি করেছিলাম কি না। কেন না সমস্ত ঘটনাটা মুহূর্ত্তকালের মধ্যে ঘটেছিল। কিন্তু যা আমার খুব স্পষ্ট মনে আছে, তা হচ্ছে এই। বাঘটা ডিগবাজি খেয়ে আমার মাথা ডিঙিয়ে অন্য ধারে গিয়ে ধপ্‌ ক'রে প'ড়ে গেল। যাবার সময় তার গায়ের বাতাসের ঝাপ্‌টা আমার মুখের উপরে এসে লাগল। আমার দিকে মাথা ক'রে সে চিৎ হ'য়ে প'ড়ে গিয়েছিল। যদিও বুঝতে পারলাম সে একেবারে মারা পড়েছে, তবুও সাবধানের বিনাশ নেই জেনে আমি বন্দুকটা আবার ভ'রে নিয়ে তার কাছে এগোলাম। কেন যে আমার উপরে এসে না প'ড়ে অন্য দিকে গিয়ে প'ড়ল বোঝা কঠিন। তবে বোধ হয় বুকে যে তার গুলি লেগেছিল, তাতেই সে মারা পড়ে। কিন্তু মরবার পরও অনেক সময় দেখা যায়, পিঠদাঁড়ার বিপরীত গতিতে মৃত শরীর অনেক সময় উল্টো দিকে গিয়ে পড়ে। এখানেও তাই ঘটেছিল। সে যে লাফিয়ে প'ড়েছিল সেটা স্বেচ্ছাকৃত নয়,—দেহযন্ত্রের ধনুষ্টঙ্কারের মত কোন অভাবনীয় ব্যাপার। সব যখন শেষ হ'য়ে গেছে, তখন আমার মনে হ'তে লাগল, আমার শরীরটা যেন হিম হ'য়ে আসছে। শিকারীদের মধ্যে একজন দেখালে—বাঘের ক্ষত হ'তে কতকটা রক্ত আমার বাঁ পায়ের জুতোর উপর প'ড়ে জমে গেছে। কতটুকুর জন্যে সে-যাত্রা প্রাণ নিয়ে বাড়ী ফিরেছি তা আর বুঝতে বাকী রইল না।

আমাকে অনেকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করেছেন, শিকারে যাবার

সময়, অসময়ে ব্যবহার ক'রব ব'লে কোমরে আমি পিস্তল নিয়ে যাই কি না। বাছা কল্যাণ, এ কাজ আমি কখনই করি না। এ নিয়ে যাওয়াটা শুধু যে অনাবশ্যক তা নয়, বিশেষ বাধাস্বরূপ। সঙ্গে আমি একখানি ছোরা নিয়ে যাই সত্যি, কিন্তু মনে মনে সর্বদাই ভরসা রাখি, সেটা ব্যবহার করবার কারণ উপস্থিত হবে না। যে বিদ্যুৎগতিতে বাঘ কিংবা চিতা তোমার উপর এসে পড়ে, তাতে ছোরা বার করবার অবসর বড় একটা পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় বারের গুলি যদি তোমায় রক্ষা না ক'রলে, তবে আর কিছুতেই রক্ষা ক'রতে পারে না। প্রথমতঃ, তোমার সাহস, উপস্থিত বুদ্ধি, আর কার্য্যকুশলতা, দ্বিতীয় তোমার ভাগ্য। এই দুই রক্ষাকবচ তোমার বিপদ বারণ কিংবা তোমায় বিপন্মুক্ত ক'রতে পারে। আবার অনেক সময় এ আক্রমণ যত গর্জে তত বর্ষে না। অথবা বহ্বাড়ম্বরে লঘুক্রিয়ার মত, বিশেষ মারাত্মক কিছুই নয়।

মানুষ প্রিয়-প্রসঙ্গে কথা কইতে বড় ভালবাসে। এ স্থলে আমার প্রিয় ব্যাঘ্র সম্বন্ধে অনেক কথাই বলেছি। আশা করি, তা পাঠকের শ্রান্তিজনক হবে না। কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ হওয়াও সম্ভব। একবার একটা বাঘ না জেনে শুনে লাফিয়ে প'ড়ে শূয়োর-ধরা একটা জালের মধ্যে কেমন ক'রে আটকিয়ে পড়েছিল, সে ঘটনা এখানে বলা চ'লবে। তখন আমার তরুণ বয়স। মৃগয়া ব্যবসায়ে সবে ব্রতী হয়েছি। কি ভাবে শিকারী জন্তুর পদাঙ্কানুসরণ, অনুসন্ধান এবং তার বাসস্থান আবিষ্কার ক'রতে হয়, তারই শিক্ষা-নবিশি করছি। স্কুল কলেজে গ্রীষ্মের দীর্ঘ ছুটি হ'লেই জাল নিয়ে আমি শিকারীদের সঙ্গে বনে বনে বুনো শূয়র ধরবার চেষ্টায় ফিরতাম। এ কাজে আমোদ ছিল; বিশেষতঃ বড় বড় শূয়রদের ফাঁদে ফেলবার চেষ্টার মধ্যে একটু বিপদের ঝাঁজ থাকবার দরুন, কাজটা আরও লোভনীয় আর রুচিকর বোধ হ'ত। জালটা গুটিকত ছোট বাঁশে বেঁধে জড়িয়ে দিয়ে, বন হ'তে বেরোবার পথে অন্য দু'ধার গাছের গুঁড়িতে বেঁধে দেওয়া যেত। তার পর শিকারীরা তাকে তাড়া দিয়ে সে দিকে নিয়ে আসত। তাড়া খেয়ে জাল ডিঙ্গিয়ে যাওয়া দূরে

থাকুক, তাড়াতাড়ি মাঝখানে লাফিয়ে প'ড়ে কিছুক্ষণের জন্যে আটকা পড়ত। বর্শা কাছেই থাকত, বন্দী না লাফাবার আগেই তার বিনাশ সাধনই হচ্ছে শিকারীর কাজ। এই জন্যই স্থিরলক্ষ্য, দৃঢ়তা আর সাহসের আবশ্যক হয়। দু-দুবার আমি দুঃখে পড়েছিলাম। একবার শূয়রের তাড়নায় ডিগবাজী খেয়ে নালায় গিয়ে পড়ি; আর একবার প'ড়ে যাবার পরে শিকারীরা এগিয়ে আসছে, শূয়োরও তাড়া ক'রবে মনে করেছে, এমন সময় সে নিজে অক্ষত শরীর ছিল ব'লেই কিংবা অন্য কি কারণে ব'লতে পারিনে, সে ভিন্ন পথে চ'লে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কিছুদূর পর্য্যন্ত জালটিকে টেনে নিয়ে গেল। কেমন ক'রে দুই দিকের জাল খুলে এল, সে সমস্যা পূরণ কঠিন নয়। বাঁধা আলগা ছিল। খুলতে দেরী লাগে নি।

একদিন আমরা এক প্রকাণ্ড বাঘের পিছনে ফিরছিলাম। বন্দুকধারী মোটে দুজন, অথচ পলায়নের পথ বহু। তাই আমারই বুদ্ধিতে অন্য অন্য পথে বাধা দেবার জন্য জাল বিছিয়ে দেওয়া হ'ল। বাঘ আমার দিকেই আসছিল; কিন্তু আমার নড়াচড়ার দরুণ অন্য দিকে ফিরে গেল। তবু তার পিছনের পায়ে এক গুলি আমি লাগিয়েছিলাম। জাল যে দিকে বাঁধা ছিল, একটু পরেই সেই দিক হ'তে বাঘের গর্জন শুনে আমরা তাড়াতাড়ি অথচ সাবধানে সেখানে গিয়ে দেখি কি, গুলদার কোর্টপরা বাঘ-মশায় সেই জালে প'ড়ে, জালে ধরা মাছের মত লম্ফ-ঝম্প দিচ্ছেন। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করবার আর সময় ছিল না, কেন না বিপদ্-জাল সে প্রায় কাটিয়ে উঠছিল, এমনি সময় পিছন হ'তে একটা গুলি তার কাঁধের উপর প'ড়ে লম্ফ-ঝম্প তর্জন গর্জন সব চিরদিনের জন্য নিঃশেষ ক'রে দিলে।

৫ই জানুয়ারী ১৯১৮।

স্নেহের অলকা কল্যাণ,

খৃষ্টমাস, অর্থাৎ বড়দিন, বৎসরে শুধু একবার ক'রেই এসে থাকে। ইংলণ্ড প্রবাসের কয় বৎসর ছাড়া এই ছুটিটা আমি আজ পর্য্যন্ত জঙ্গলে

জঙ্গলে শিকারের পিছু পিছু ফিরেই কাটিয়েছি। নূতন ক্ষেত্র আর নব নব মৃগয়ার চেষ্টায় আমি গত বৎসরে এ সময়কার ছুটিটা মধ্যপ্রদেশে কাটিয়েছিলাম। ব্যাঘ্র সম্বন্ধে ভাগ্য এবার সুপ্রসন্ন হয় নি। এ বিষয়ে সব চেষ্টাই কোন না কোন ত্রুটিবশতঃ নিষ্ফল হয়েছিল। প্রত্যেক মৃগয়া-যাত্রাই শিকারীর ভাগ্যে যে সফলতার স্মৃতি বহন ক'রে আনে, তা নয়। এবার এক জোড়া সম্বর (Samber) আর একটা দুটো ভালুকেই সন্তুষ্ট হ'তে হয়েছিল।

প্রান্তরবাসী ঋক্ষ মহাশয় আমুদে হ'লেও মানুষকে বিপদে ফেলবার ওস্তাদ। তবে বিধিমতে এ মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হ'লে আমোদও যথেষ্ট পাওয়া যায়। বাঘ ও চিতার মত এর দৃষ্টিশক্তি অত তীক্ষ্ণ না হ'লেও ঘ্রাণশক্তি উভয়ের অপেক্ষা অধিক। গতিবিধি তেমন সুন্দর না হ'লেও লোকে তাকে যতটা গজেন্দ্রগমন মনে করে, তা নয়।

"পর্ব্বতগৃহ ছাড়ি বাহিরায় যবে,
কার সাধ্য রোধে তার গতি?"

এ সময় তার সম্মুখে গিয়ে পড়া নিরাপদ নয়। সে বিশেষ বলী আর সহজে হার মানে না। আহত হ'য়েও সে যেমন দূর পথ অতিক্রম ক'রে যেতে পারে, বাঘের পক্ষে তা অসাধ্য। বাঘ যে আঘাতে মুহূর্ত্তেই ঘুরে প'ড়ে যায়, ভল্লুক সেখানে কিছু দূর পর্য্যন্ত না গিয়ে ভূমিশায়ী হয় না। আহত হ'লে কিংবা পালাবার পথ না পেলে, সে যে-ভাবে সোরগোল সুরু করে, সেটা আদপেই শ্রুতি-সুখকর নয়। বীরের মত ম'রতে জানে শুধু বরাহ। গুলি লাগলে বাঘ আর্ত্তনাদ করে, আহত হ'য়ে পালাতে না পারলেই গর্জন করে, কিন্তু ভাল্লুক যে-পরিমাণ হা-হুতাশ আর মরা-কান্না তোলে, তার মত জবরদস্ত জন্তুর পক্ষে সেটা একেবারেই লজ্জাজনক।

যদিও এদেশীয় ভল্লুক আলাস্কাবাসী ভ্রাতার মত বৃহদাকার হয় না, তবুও তার দৈর্ঘ্য ও আয়তন কিছু মন্দ না। কখন কখন প্রায় সাত ফুট কিংবা তার কাছাকাছি হ'তে দেখা যায়। ঘন কৃষ্ণ রোমের মধ্য হ'তে তার বহিরাগত উচ্চ দীর্ঘ রোমশূন্য নাসিকা দূর হ'তেও দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মানুষের মত সমস্ত পায়ের পাতা দিয়ে সে হাঁটে। পথে যে পায়ের চিহ্ন রেখে যায়, তাও মানুষের মত। ছাল ছাড়িয়ে নিলে তার লম্বোদর দেহ খানি রাজধানী কলিকাতার অবস্থাপন্ন স্থূলকায় বাড়ীওয়ালার মতই হাস্যকর দেখতে হয়। আর জঠরানল শেষোক্তের মতই অপরিসীম ও ভয়ানক। স্বভাবটিও আকৃতির অনুরূপ। 'ঘাড়েতে পড়েন যা'র, বিপদ সঙ্গীন', নখায়ুধ এই জীবটির হাতের স্পর্শ একেবারেই লোভনীয় নয়। বিপক্ষের মুখের উপরই আক্রোশ অধিক। আক্রমণ ক'রতে হ'লে সেখানেই করে, ও চিরস্থায়ী চিহ্ন ক্ষোদিত রেখে যায়। যে অবস্থায় বাঘ কিংবা চিতা রেহাই দিয়ে যায়, যদি তুমি তার মাথায় আঘাত ক'রতে না পার, তা হ'লে সে অবস্থায় সে একেবারে ঘাড়ে এসে প'ড়ে, পেড়ে ফেলে। তখন সমূহ বিপদ ঘটবারই সম্ভাবনা। যে ভাবে ভাল্লুক খাড়া হ'য়ে দাঁড়ায়, তার বুকের উপরকার ঘোড়ার খুরের আকারের সাদা রোম দিয়ে ঢাকা জায়গাটিতে সহজেই গুলি করা যায়। এমন পোষমানা জন্তু সে নয়, সেটা মনে রাখাই ভাল। ভল্লুক শূয়োরের মতই, তার নাকটি সম্বন্ধে ভারী সজাগ। কোন রকমে সেখানে আঘাত লাগলে তারা সহজে ফিরে তোমায় আক্রমণ ও আঘাত করে।

ভালুক আখ বড় ভালবাসে। যে সব চাষার আখের ক্ষেত একটু নির্জন জায়গায়, সেখানে এদের ক্ষেত-ছাড়া করা বড় শক্ত কাজ। পৌষের এক ভোর বেলায়, অন্ধকার তখনও রয়েছে, একজন কৃষকের ডাকে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। এই গরীব বহুকাল ধ'রে অত্যাচার সহ্য ক'রে আসছে। রাতের পর রাত জেগে পাহারা দিয়েছে। কুঁড়ের মধ্যে কত হাঁক-ডাক করেছে। কোন ফল হয় নি। ঋক্ষ তার বিলাপ প্রলাপ আক্রোশ কিছুতেই কর্ণপাত করে নি। আমি যেখানে তাঁবু ফেলে ছিলাম, ক্ষেত-খানা তার খুব কাছেই, ঢিল ছুড়ে নাগাল পাওয়া যায়। আমি যখন গেলাম, স্পষ্ট শুনতে পেলাম, ভালুকটি মনের আনন্দে সশব্দে ইক্ষুদণ্ডের রসমাধুর্য উপভোগ করছে। জন-কত লোক সত্বর একত্র হ'য়ে তাকে তাড়িয়ে বার ক'রলে, কিন্তু সে বোধ হয় আমার মনোগত অভিপ্রায় বুঝতে

পেরেছিল। কেন না আমি যেখানে ছিলাম, সেদিকে না এসে পাশ কাটিয়ে অদূর একটা পাহাড়ের দিকে দৌড় দিল। এই চতুর জীবটি আর একবার আমায় ভাঁড়িয়ে অন্য এক পাহাড়ের দিকে পালিয়েছিল। কিন্তু সেখান হ'তে লম্ফ দিয়ে যখন নেমে এল, তখন ঘাড়ে একটা গুলি খেয়ে নিঃশব্দে নালার মধ্যে গড়িয়ে প'ড়ল। চামড়া ছাড়াবার জন্যে যখন তাকে চেরা হ'ল তখন দেখা গেল আকণ্ঠ আখে পূর্ণ।

আহার সম্বন্ধে এরা বড় শুদ্ধাচারী!! বেশীর ভাগ ফলমূল খেয়েই জীবন ধারণ করে। বল্মীক খুঁড়ে তুলে উই খেতে খুব ভালবাসে। ঘ্রাণ-শক্তির প্রভাবে দূরে হ'তেই মৌচাকের অস্তিত্ব জানতে পারে। তার পর তার সব মধুটুকু নিঃশেষে পান করে। এ সম্বন্ধে কিছু মাত্র দয়ামায়া দেখায় না। ফলে কঠিন শাস্তিও ভোগ করতে হয়। একবার খবর পেলাম একটি ভাল্লুক গাছে চ'ড়ে চাক ভেঙ্গে মধু খাচ্ছে, কিন্তু সেখানে উপস্থিত হ'য়ে আমি তার দেখা পেলাম না। দেখলাম, পাশে একটা নালায় প'ড়ে গড়াগড়ি দিয়ে কাতরাচ্ছে আর নিজের শরীর হ'তে নখ দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে মৌমাছি সন্ধান করছে। মারা পড়বার পর দেখা গেল চুরি ক'রতে যাবার আগে মৌমাছির কামড় হ'তে আত্মরক্ষা করবার জন্যে কাদায় গড়াগড়ি দিয়ে সর্বাঙ্গে মাটির বর্ম ধারণ করেছিল।

আমি যতদূর জানি ভালুকেরা স্বভাবতঃ মাংসাশী নয়। নিতান্ত দায়ে প'ড়ে মাংস ভক্ষণ করে। তবে শুনেছি দার্জিলিং অঞ্চলে প্রতি বৎসরই অনেক গরুবাছুর এদের হাতে মারা পড়ে। মধ্যপ্রদেশে ভাণ্ডারায় আমি একবার শিকার ক'রতে গিয়ে দুটি ভালুকের যে অদ্ভুত ব্যাপার দেখেছিলাম, সেটা এখানে বলা চ'লবে। ১৯১৬ সালে ইষ্টারের ছুটিতে আমি সেখানে বনপরিদর্শক কর্মচারীর সঙ্গে তাঁবুতে ছিলাম। এক দিন ভোরে খবর এল, চিতাবাঘে আমাদের বাংলা থেকে এক পোয়া পথের উপর একটি মহিষ মেরেছে। গিয়ে দুটি চিতার পায়ের দাগ আবিষ্কার হ'ল। আর দেখতে পেলাম নিহত মহিষের অতি অল্প অংশই তারা আহার করেছে। বন্য কুক্কুরের আবির্ভাবে বুঝতে পারলাম, ব্যাঘ্র-

যুগল আর শম্বর হরিণ প্রভৃতি সকলেই বনের সে অঞ্চল ত্যাগ ক'রে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে। এ ব্যাপারে শিকার সম্বন্ধে আশা এক রকম নিরাশায় পরিণত হ'ল। হাতে অন্য কাজ না থাকায় ঠিক হ'ল, রাতের প্রথম ভাগটা আমি কিছুক্ষণ পাহারায় ব'সব। গরুর গাড়ীর রাস্তার ধারে যেখানে নিহত মহিষটি পড়েছিল, তার পশ্চিমে বিস্তৃত জলাশয়। যে মহুয়া গাছে মাচান বাঁধা হয়েছিল, তার ডালগুলি তখন ফুলেফলে আচ্ছন্ন। তীব্র গন্ধে নেশা না হ'ক, কষ্ট বোধ হচ্ছিল। রাত প্রায় আটটায় একটা ভালুক আমার ডান ধার হ'তে ক্ষণে ক্ষণে হুক্ হুক্ শব্দ ক'রতে ক'রতে জলাশয়ের দিকে গেল। অন্ধকার রাত। আন্দাজে বুঝলাম ভালুকটি আমার পিছনে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে রয়েছে। কিছুক্ষণ ধ'রে শালবনের শুষ্কপাতার মধ্য দিয়ে আর একটি জন্তু আমার ডান দিকে এল বুঝতে পারলাম। প্রথমে আমি মনে করলাম, দৈবাৎ বুঝি একটি বাঘ সে দিকে এসে পড়েছে। গুরু পদক্ষেপ হলেও, বাঘের সাবধান মখমলের মত নরম পায়ের শব্দ নয়। জন্তুটি যতই চলাফেরা ক'রতে লাগল, আমার বিস্ময় ততই বেড়ে চ'লল। গাছের আড়ালের জন্যে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। মনে হ'ল, যেই হউক সে মৃত জন্তুটির কাছে এগিয়ে আসতে চাইলেও কি-একটা কারণে সতর্কভাবে রয়েছে। দু'চার মিনিট গেল, কিন্তু মনে হ'ল সময় যেন আর শেষই হচ্ছে না। এদিকে অদৃশ্য জন্তুটির গতিবিধির কোন পরিবর্তন লক্ষিত হ'ল না। রহস্য ক্রমেই গভীরতর হ'য়ে চ'লল। নিরাকরণের সমস্ত আশা ত্যাগ করেছি, এমন সময় প্রকাণ্ড একটা জন্তু মোষটার উপর গিয়ে প'ড়ল। তার নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ তার পরিচয় প্রকাশ ক'রলে। সে গিয়ে খুব জোরে একবার মোষটাকে টানলে। বাঁধনদড়ি শক্ত; খুলে যাওয়া দূরে যাক, উল্টে তাকেই টান দিতে সে চমকে উঠল। ভয় পেয়ে সে আড়াল হ'তে একেবারে খোলা জায়গায় গরুর গাড়ীর রাস্তার উপর লাফিয়ে প'ড়ল। আর কাল বিলম্ব না ক'রে বার বার মোষটার উপর গিয়ে প'ড়ে সেটাকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা ক'রতে লাগল, কিন্তু পারলে না। এতক্ষণে

অভিনয়ের অভিনবত্ব চ'লে গিয়েছিল। তিন চার বার চোখের সম্মুখে লম্ফঝম্প করবার পর আমি আমার Pradox গুলি ক'রলাম। সে প'ড়ে গেল। কিন্তু একটু পরেই উঠে জলাশয়ের ঘাসে ঢাকা প'ড়ে কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেল। দ্বিতীয় গুলিটা লাগল না মনে হ'ল। অপেক্ষা ক'রে কোন লাভ নেই দেখে আমি সঙ্কেত বাঁশী বাজালাম। লোকজন লণ্ঠন নিয়ে এল। আমি বাংলার দিকে গেলাম। বন বিভাগের কর্মচারী আমার বন্ধু গুলির আওয়াজ শুনেছিলেন। কি হ'ল জানাবার উদ্দেশ্যে পথে আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এগিয়ে এসেছিলেন। সকাল হবার আগে জানবার উপায় ছিল না। তখন যা জানা গেল, সে আর এক আশ্চর্য্য ব্যাপার!

খুব ভোরে উঠে তাড়াতাড়ি আমরা তদারকে বেরুলাম। আমার বন্ধু আর একটি নূতন ভাল্লুকের পায়ের চিহ্ন দেখালেন। সে জলাশয়ের অপর দিক হ'তে মৃত মহিষের মাংস ভক্ষণের চেষ্টায় এসেছিল। তাই দেখে ব'ললেন, খুব সম্ভব আমার দ্বিতীয় গুলিটা ফস্কে গিয়েছে। হাড় ক'খানি ছাড়া বিপুল মহিষদেহের আর বড় কিছু অবশিষ্ট ছিল না। আমি কিন্তু যে-দিকে আমার ভালুকটি পড়েছিল সেই দিকে তাল্লাসে গেলাম। মাটিতে রক্তের চিহ্ন আবিষ্কার ক'রে আমার মনে স্ফূর্ত্তির উদয় হ'ল। বনবিভাগের কর্মচারী আর আমি তখন দ্বিতীয় অতিথির পদাঙ্কানুসরণ ক'রে আবিষ্কার করলাম—সে একেবারে ভিন্ন পথের যাত্রী। কাছেই একটি নালাতে তার ভুক্তাবশেষ পড়েছিল। দেখে মনে হ'ল, একবার নয় অনেকবার সে আহার্য সংগ্রহ ক'রে এনেছিল। বাঘের হাত হ'তে রক্ষা ক'রে এনে সঞ্চিত খাদ্য নির্বিঘ্নে সম্ভোগ করবার অভিপ্রায়েই এ কাজ সে করেছিল মনে হ'ল। আমরা তখন অন্য ভালুকের রক্ত-চিহ্ন অনুসরণ ক'রে চ'ললাম। সে সমান ভাবে চ'লে গিয়েছে। মাঝে মাঝে নিশ্বাস নেবার জন্যে যেখানে যেখানে থেমেছে, সেখানে অনেকখানি ক'রে রক্তের দাগ। স্থানীয় শিকারী আর আমি দুজনেই একত্রে ধৈর্য-সহকারে অনেক দূর পর্যন্ত তার সন্ধানে

গিয়েছিলাম। পথ ক্রমে সঙ্কট গুহাগহ্বরসঙ্কুল হ'য়ে উঠেছে দেখে, তাকে তার ভাগ্যে যা আছে ভোগ করবার জন্যে ত্যাগ ক'রে এলাম। প্রথম গুলিটা ঠিক বুকে না লেগে হয়তো কিছু উপরে লেগেছিল। একে অন্ধকার রাত, তার উপরে তার চার ইঞ্চি পরিমাণ উঁচু কাল ঘন রোম বাধা ঘটিয়েছিল আর কি। গুলিটা ইঞ্চি দুইএর জন্যে নির্ঘাত হ'তে পারে নি। আমার বন্ধু বনবিভাগের কর্মচারী সারাটা জীবন বনেই বাস করেছেন। এর আগে ভালুকের এমন আমিষবৃত্তি আর কখনও দেখেন নি, বলেন।

ভালুক তার ছানাদের প্রায় পিঠে ক'রে বয়ে নিয়ে যায়। যদি একটিমাত্র ছানা হয়, তা হ'লে সে পিঠের সঙ্গে এমনি মিশে থাকে যে চোখেই পড়ে না। আমার একজন বন্ধু অল্পদিন হ'ল মাচানের উপর থেকে একটি ভালুককে গুলি করেন। সেটা তখন দৌড়ে পালাচ্ছিল। যখন সে নালায় গড়িয়ে প'ড়ল তখন আবিষ্কার হ'ল—একটি নয় দুটি। এতে তিনি কতদূর বিস্মিত হয়েছিলেন বলাই বাহুল্য। তাঁর Paradox বন্দুকের গুলি মাতাপুত্র দুজনেরই দেহ ভেদ ক'রে প্রাণহরণ করেছিল। এ ক্ষেত্রে ইংরাজীতে যাকে বলে "Seeing double" সে ব্যাপার নিতান্তই মার্জনীয়।

এই একই অভিযানে একটা বড় হাস্যকর ঘটনা ঘটেছিল। তার পরিণাম সমূহ-বিপজ্জনক হবার সম্ভাবনা থাকলেও কপালের জোরে সেটা আমরা এড়িয়েছিলাম। দুন্দুভি কিংবা কুম্ভকর্ণ প্রমাণের একটা প্রকাণ্ড ভালুক বন পিটোবার সময় ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এল। আমার গুলি তার কাঁধের পিছনে আড়াআড়ি গলা ফুঁড়ে গেল। বড় একটা পাথরের ঢিবির পিছনে সে প'ড়ে গেল। আমি মনে করলাম, তার হিসাব নিকাশ হ'য়ে গেছে। এই সময় দ্বিতীয় আর একটা ভালুক আমার বাঁ দিকে দেখা দিল। খাটো পথ দিয়ে এগিয়ে যাবার সময় আমি চিৎ হ'য়ে প'ড়ে গেলাম। হাতে বন্দুক ছিল Holland and Holland। আশ্চর্যের বিষয় বন্দুকটা আওয়াজ হয় নি কিংবা তার কোন রকম হানিও হয় নি।

কিছুক্ষণের জন্য আমি তো চোখে সরষে-ফুল দেখলাম। তার পর অনেক কষ্টে গুলি করবার জন্যে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে গেলাম। ভালুক তখন একটু বেশী দূরে গিয়ে পড়েছে। গুলি যে লাগবে এমন ভরসা আমার ছিল না। তবে দৈবাৎ অনেক রকম হয়। ভালুকটাকে ধরাশায়ী হ'তে দেখেই আমার পতন এবং আঘাতের সব বেদনা দূর হ'য়ে গেল। এমন সময় শুনতে পেলাম, আমার বন্ধু দুটি চিৎকার ক'রলেন। ফিরে দেখলাম, যে সব লোকেরা আমার বর্শাতি প্রভৃতি নিয়ে প্রতীক্ষা করছিল, "ভালু" তাদের আক্রমণ ক'রতে আসছে ব'লে তারা ছত্রভঙ্গ হ'য়ে প্রাণভয়ে প্রাণপণে দৌড়ুচ্ছে। আমি যথাসাধ্য সেদিকে দৌড়ে গেলাম। ইচ্ছামত দ্রুত যেতে পারলাম না। আমার পিঠের ব্যথা তখন ক্রমশই বেড়ে চলেছে। যাই হ'ক, অল্পক্ষণের মধ্যেই ভালুকের কাছে গিয়ে পৌঁছিলাম। তার অবস্থা তখন আমার চেয়েও শোচনীয়। আমি গুলি ক'রতে যাব এমন সময় সে মুখ থুবড়ে আমার সম্মুখে প'ড়ে গেল। প্রকাণ্ড মাথাটি বিপুল রোমশ শরীরের নীচে একেবারে পুঁতে গিয়েছে,—যেন এক বস্তা রোঁয়া একেবারে নিশ্চল।

ইতিমধ্যে যারা গাছে উঠে নিরাপদ হয়েছিল, তাদের দু' একজনকে নেমে আসবার জন্যে অনেক সাধ্য সাধনা ক'রতে হ'ল। ভালুকটা সত্যি মরেছে কিনা পরীক্ষা করবার জন্যে, তার গায়ে গোটাকতক ঢিল ছুঁড়ে, দু-একটা লাঠির খোঁচা দিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখে, তার পর তাদের এগোতে দিলাম। ভালুকটা গুলি খেয়ে আমার বন্ধুর পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছিল, তখনই তার অবস্থা শোচনীয়। তবুও সে হার মানে নি। যাবার মুখে শিকারীদের তাড়া ক'রে চারি দিকে ছত্রভঙ্গ ক'রে দিয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন তো বন্ধুর জলের বোতলটা ক্রুদ্ধ আক্রমণকারীর সম্মুখে ফেলে দিয়ে আত্মরক্ষা করেছিল। সে তৎক্ষণাৎ আগ্রহের সঙ্গে সেটিকে গ্রহণ ক'রলে বটে, তবে বুকে তুলে নিয়ে ম'রে যাবার অধিক শক্তি তখন তার দেহে আর ছিল না। বুকের রক্ত-ধারায় বোতলের কাপড়ের ঢাকাটি একেবারে ভিজে গিয়েছিল। মানুষটা ভালুকের হাত হ'তে রক্ষা পেয়েছিল,

ক্কিন্তু পালিয়ে যাবার ঐকান্তিক আগ্রহে পাথরের উপরে আছাড় খেয়ে প'ড়ে তার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত হ'য়ে গিয়েছিল। প্রথম গুলি খেয়ে, প'ড়ে গিয়ে সেখান হ'তে উঠে আবার ১০০ হাত যাওয়া, তারপর Paradox বন্দুকের দ্বিতীয় গুলি পাঁজরের মধ্যে নিয়ে, ভাঙা পায়ে শিকারীদের তাড়া ক'রে ছিন্ন ক'রে দেওয়া,—এ হ'তেই বোঝা যায়, ভালুকটা কি রকম কাঠপ্রাণী ও মজবুত জানোয়ার। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে দৈত্যপ্রমাণ। আমি তো এর মত বিপুলকায় আর বলবান দ্বিতীয় ভালুক দেখি নি।

শিকারীকেও অনেক সময় আক্রমণ সহ্য ক'রতে হয়। আহত জন্তুই আততায়ীর পশ্চাদ্ধাবন করে। একবার একটি অতি দুর্গম স্থানে আমারই এ দুরবস্থা ঘটেছিল। রেলওয়ে ষ্টেশন হ'তে আমরা মোটে ১৫ মাইল দূরে ছিলাম, কিন্তু পথটি এমন বন্ধুর আর দুর্গম যে, সাধারণ একটা গাড়ীতে এ পথ অতিক্রম ক'রতে আমাদের প্রায় পুরো দশ ঘণ্টা লেগেছিল। পাহাড়ের পথে রাতের বেলায় গরুর গাড়ীর মত এমন বিশ্রী যান আর কিছু হ'তে পারে না। একদিন সকালে, বেলা প্রায় দশটার সময়, দুর্ভিক্ষপীড়িত অস্থিচর্মসার এক যুবা আমাদের তাঁবুতে এসে উপস্থিত। সঙ্গে তার একজন পথপ্রদর্শক; তার ঘাড়ে এক থলি। দৃশ্যটি অপূর্ব! কেন যে এ ব্যক্তি এমন ভাবে সেখানে উপস্থিত হ'ল, জানবার জন্মে আমরা সকলেই উদ্‌গ্রীব ও কৌতূহলাক্রান্ত হ'লাম। গরীব বড় মুস্কিলে প'ড়েই এমন ভাবে এসেছিল। তার ভাই দুয়ার প্রদেশে (Dooars) কি বিপদে পড়েছে। আমি কাছাকাছি আছি জেনে, অনুসন্ধান ক'রে, তাকে উদ্ধার করবার জন্মে আইন-ব্যবসায়ী আমাকে সেই কাজে নিযুক্ত ক'রতে এসেছিল। আমরা তাকে আহার্য আর পানীয় দিয়ে প্রকৃতস্থ ক'রলে তবে সে আপন বক্তব্য নিবেদন ক'রতে সমর্থ হ'ল। ছায়া চুরির অপরাধে কোন লোককে অভিযুক্ত ক'রতে পারা বিশেষ তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় সন্দেহ নেই। (এ অপূর্ব ঘটনা আমাদের রাজধানীর অদূর কোন স্থানেই ঘটেছিল!) কিন্তু দুয়ার প্রদেশে যাঁরা কর্তা, বিশেষতঃ ফৌজদারী মামলা যাঁরা বিচার করেন,

অপরাধ সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা সব ভারি অদ্ভুত। এ ব্যক্তি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার ধারের একটি কাঁঠাল গাছ আপন বেড়ার মধ্যে ঘিরে নিয়েছিল। এই কারণে ম্যাজিষ্ট্রেট তাকে অনধিকার প্রবেশ অপরাধে শাস্তি বিধান করেছিলেন। জজ সাহেবও হাইকোর্টের অনুশাসন মানতে অসম্মত হয়েছিলেন, কেননা তাঁরও ধারণা হয়েছিল, পনস-জাতীয় উদ্ভিদ-প্রবরকে কণ্টকিত বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ করা অবৈধভাবে বন্দী ক'রে রাখার মতই গুরুতর অপরাধ। বিশেষতঃ এ ক্ষেত্রে এই অবরোধ প্রথা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের কর্মচারীদের ফলাধিকারের সমূহ বাধাস্বরূপ হয়েছিল। তাঁরা "মা ফলেষু কদাচন", এ শাস্ত্রবিধি মানতে নিতান্তই অনিচ্ছুক ছিলেন। হাইকোর্ট এ জটিল সমস্যার অনেকটা নিরাকরণ করেছিলেন বটে, কিন্তু এ-নার্ধ (এ স্থলে উত্তমার্ধ অর্থাৎ better half না থাকবারই কথা) কাজটা অপরাধ ব'লেই প্রতিপন্ন করবার জন্যে বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। আমিও এ ব্যাপার গাছটিকে বেইজ্জত করা ছাড়া আর কি অপরাধ হ'তে পারে প্রমাণ ক'রতে না পারায়, তৎক্ষণাৎ তাকে এই অনাহূত আলিঙ্গন হ'তে সত্বর মুক্তিদানের আদেশ প্রায় হয়েছিল আর কি। এই মগের মুলুকে যুবকটি তার ভাইএর পক্ষ হ'তে আপীল করবার জন্যে অনুরোধ ক'রতে এসেছিল। ছুটির বাকী কটা দিনের শিকার ছেড়ে দিয়েও আমি যদি অবিলম্বে যাত্রা ক'রতাম, তবুও আমার এ মহৎ আত্মত্যাগে লাভ বিশেষ কিছু হ'ত না; কেনন৷ তা হ'লেও আমি বিচারের সময়মত গিয়ে পৌঁছতে পারতাম না। যাই হ'ক, মামলা মুলতবি রাখবার জন্যে যে আবেদন হয়েছিল, সেটা ভাগ্যবশতঃ গ্রাহ্য হয়েছিল।

বুদ্ধিমান লোক সহজেই প্রশ্ন ক'রতে পারেন—ভালুক আর ভালুক-শিকারের সঙ্গে কাঁঠাল গাছ ও তার ছায়া চুরি, বেড়ার আলিঙ্গন, ইত্যাদির সম্বন্ধ কোথায়? অপর অনৈয়ায়িক ব্যক্তির পক্ষে যা'ই হউক, শিকারী মাত্রেই এর কার্যকারণ সম্বন্ধ অনায়াসে উপলব্ধি ক'রতে পারবেন সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ, ভালুকে কাঁঠাল অত্যন্ত ভালবাসে। দ্বিতীয়তঃ, এদের আর মফঃস্বলের জজ সাহেবের নিরপরাধীর প্রতি কর্কশ কঠোর আচরণে

বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। আর গত দশ বৎসরের মধ্যে এরূপ ব্যবহারে উৎসাহ লাভ করাতে ক্রমশঃ এ-ভাব তাঁদের বেড়েই চলেছে। শেষতঃ উভয়েই সমান হাস্যজনক। ভালুক বিনাশের তবু উপায় আছে, শেষোক্ত জীব কিন্তু অরণ্য-কর্মচারীর ভাষায় ব'লতে গেলে "মন্দির আশ্রিত" ব'লে তার কিছুই করবার জো নেই। ভালুকের হাত হ'তে রেহাই পাওয়াও সম্ভব হ'তে পারে, অপর পক্ষ সম্বন্ধে সে ভরসা আদৌ নেই। দন্তবিকশিত হাস্য আর সহ্য ব্যতীত নান্যঃ পন্থাঃ।

ভালুক প্রকৃতির একটা বিশেষত্ব যা আমি ইতিপূর্বে কিংবা অতঃপর আর কখনও দেখি নি, এ স্থলে উল্লেখ করা যেতে পারে। আমার একজন বন্ধু সঙ্গে ছিলেন। তাঁর গুলিতে ভালুকের পিছনের পায়ে আঘাত লেগে পা দুখানি অকর্মণ্য হ'য়ে যায়। আর্তনাদ ক'রতে ক'রতে কোন রকমে সে আপনাকে টেনে নিয়ে চ'লেছিল। আমরা যখন তার কাছে এসে পৌছিলাম, তখন একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে সে উঁচু হ'য়ে ব'সে আছে। আমাদের দেখে রেগে নিজের শরীরে কামড় দিয়ে অনেক খানি মাংস তুলে ফেললে। কিন্তু তখন তার বুকের উপরে গুলি লাগাতে মাটিতে গড়িয়ে প'ড়ে ইহলীলা সংবরণ ক'রলে! পরে আবিষ্কার হ'ল সে ক্ষত স্থানের রক্তস্রাব বন্ধ করবার জন্যে তার মধ্যে পাতা পূরে দিয়েছে। আর এই উদ্দেশ্যে পালাবার সময় পথে মাঝে মাঝে থেমে গাছ গাছড়া উপড়ে নিয়েছিল।

ভালুক শিকারের জন্যে দিনের পর দিন প্রতীক্ষা ক'রে থাকার মধ্যে কোন আমোদ নেই। আহার চেষ্টায় তার আসা যাওয়া বড় অনিশ্চিত। তাই, বন্দুকের ভাষায় সহসা তাদের সঙ্গে পরিচয়ের আশায় পথচেয়ে ব'সে থাকলে, ফলে শ্রান্তি আর বিরক্তি ভিন্ন আর বড় কিছুই লাভ হয় না। যে সব প্রদেশে ভল্লুকের বহুল বসতি, যথাকালে, বিশেষতঃ মহুয়া ফুল যখন ফোটে, সেই পুষ্পিয় মধু ঋতুতে তার সাক্ষাৎকার দুর্লভ নয়। দেখতে জন্তুটি যেমন হাস্যজনক হউক না, ব্যবহারে বড় সহজ নয়, বরং ভয়ানক। তার গতি রোধ ক'রতে হ'লে যেমন স্থিরহস্ত হওয়া আবশ্যক, তেমনই

গুরুভার গুলিও আবশ্যক। (নিটোল ৪৮০ গ্রেণ ওজনের গুলি ছাড়া কড় একটা কাজ হয় না)। তার নখর এবং দন্ত দুই-ই বড় ভয়ানক। আর অতি সামান্য কারণে কিংবা অকারণে শারীরিক সমস্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রে সর্বদাই সে এই অস্ত্র-যুগল ব্যবহার করবার জন্যে সতত ও সত্বর উদ্যত হয়।

১০ই জানুয়ারি, ১৯১৮ খৃঃ।

স্নেহের অলকা কল্যাণ,

গৌর বা ভারতীয় বাইসন (যদিও এখানে তাকে এ নামে অভিহিত করা সমীচীন কিনা ব'লতে পারি না) রাজোচিত গৌরব ও পদবীর যোগ্য। ঋষভ জাতীয় এই জীবের বিপুল বপু রাজযোগ্য। ইহারা মানুষ্যপ্রাপ্য এবং বহু কৃচ্ছ্রসাধনেও দুর্লভ। আরণ্য বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতার ফলে তবে তার আবিষ্কার এবং সন্দর্শন লাভ হয়। এই সব কারণে তাকে লাভ করা মৃগয়ানুরক্ত ব্যক্তির জীবনে যুগপৎ স্বপ্ন এবং দুরাশা। কোন কোন প্রদেশে হয় তাদের সমূলে নির্বংশ, নয় গভীরতম অরণ্যে নির্বাসিত করা হয়েছে। আজকাল বড় আকাঙ্ক্ষার গৌরশৃঙ্গযুগল লাভ ক'রতে হ'লে শিকারীর অসীম ধৈর্যগুণ আর অপরিসীম কার্যতৎপরতা আবশ্যক। তাকে পেতে হ'লে তার অভিমত স্থানে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হ'তে হয়। দিনের পর দিন লুকোচুরি খেলাতেই কেটে যায়। আর বৎসরের যে ঋতুতে এ খেলা খেলতে হয়, তার ফলে ম্যালেরিয়া না হ'য়ে যায় না। পরিণতবয়স্ক এই বৃষপুঙ্গব যখন গম্ভীর পাদক্ষেপে অগ্রসর হয়, কিংবা আন্দোলিত গতিতে দৌড়ে চলে, সে সুন্দর দৃশ্য একবার দেখলে ভুলবার নয়। তার গুরু দেহ হাঁটুর নীচে হ'তে খুর পর্যন্ত দুধের মত সাদা। হ্রস্ব পদচতুষ্টয়, বড় বড় সুনীল দুটি চোখ, উন্নত শরীর, প্রকাণ্ড মস্তক নির্জন গভীর আরণ্য সৌন্দর্যের সঙ্গে সাম্য রক্ষা করে। গবাদি জাতীয় অন্য জীবের মত তার গলকম্বল নেই। ললাট-ভাগ গাঢ় কপিশ বর্ণের রোমে আবৃত। এই ললাট-ভাগ অর্ধচন্দ্রাকৃতি দীর্ঘ সুগঠিত শৃঙ্গযুগল-সমাবেশে দ্বিগুণ

"—ললাটভাগ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, দীর্ঘ সুগঠিত শৃঙ্গযুগল সমাবেশে দ্বিগুণ মহিমান্বিত।"

মহিমান্বিত। উন্নত শৈলে, গভীর উপত্যকায়, কতবার শ্রান্তপদে এই সতর্ক সাবধান জীবটির অনুসরণ করেছি। এমন সব স্থানে বাতাসের গতি সর্বদা তোমার অনুকূল হওয়া অসম্ভব। কাজেই সমস্ত দলটির যখন পদশব্দের আভাস পাওয়া মাত্র ত্বরিতগতিতে উপত্যকা প্রদেশের গভীর বনের মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে যায়, তখন সমস্ত মন হতাশার আক্ষেপে মগ্ন না হ'য়ে পারে না। দিনের পর দিন ধৈর্য্য ধ'রে অধ্যবসায়ের সঙ্গে অন্বেষণের পর হঠাৎ যখন দেখা যায়, এই কৃষ্ণ-গৌর পায়ে সাদা মোজা প'রে দ্রুতগতিতে বনের মধ্যে দূর হ'তে প্রয়াণ ক'রলে, একটা গুলি দিয়ে সম্ভাষণ করবারও সুযোগ হ'ল না, তখন মন বড় দ'মে যায়। আবার হয়তো ক'দিন ধ'রে সব বেশ চলেছে, কেবল আকাশে রৌদ্রের প্রকোপ অত্যন্ত অধিক, বাতাস চ'লতে একেবারে নারাজ, চারি দিকে গুমট ক'রে আছে, এমন সময় মহা সমারোহে যোদ্ধৃ-বেশে বর্ষা এসে দেখা দিল। আকাশে ঘন কাল মেঘ-ব্যূহ জমা হ'য়ে সমস্ত আলোককে নির্বাসিত ক'রলে, উৎক্ষিপ্ত কুয়াশার অত্যাচারে শৈল-নালা অদৃশ্য হ'য়ে গেল, অশনি-তর্জনে চারি দিক কম্পিত শব্দিত, প্রতিধ্বনিতে শঙ্কিত হ'য়ে উঠল। প্লাবন ধারায় বৃষ্টি নেমে এসে পথ ঘাট, সঙ্গে সঙ্গে তোমাকেও, ভাসিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা ক'রতে লাগল। শিকারের আশা ভরসা সব ইতিপূর্বেই ধুয়ে মুছে গিয়েছিল; তখন বাকি ছিল শুধু তাঁবুতে ফিরে যাওয়া। আকাশের দুর্ব্যবহারে পৃথিবীর দুরবস্থায় ক্রমে তাও অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়াল। এই সব অসুবিধার মধ্যে কিছুকাল ধ'রে একটানা অত্যধিক পরিশ্রমের পর বহু নিরাশার ভিড় ঠেলে যখন অভীষ্ট লাভ হয়, আকাঙ্ক্ষিত শৃঙ্গযুগল অধিকারে আসে, গৃহের শোভা এবং গৌরব বৃদ্ধি করবার আশা সফল হয়, তখন সে কি আনন্দ। স্মৃতিতে কত দিনের অভিনয়ের মধ্যে বার বার ফিরে যেতে পারাও সুখের কথা। অধ্যবসায় যখন সার্থক হয়েছে, আকাঙ্ক্ষার ধন করতলগত হয়েছে, শ্রান্তি উদ্বেগ তিরোহিত হয়েছে, ভগ্নস্বাস্থ্যের অবশ্যম্ভাবী ফল নৈরাশ্যের বেদনা সত্ত্বেও, স্মৃতির সাহায্যে বারংবার অতীত দিনের রঙ্গ-ভূমিতে ফিরে যাওয়া, সে-দিনের পুনরভিনয় উপভোগ করা, এ কম সুখের কথা নয়।

গজরাজ ভিন্ন কারও সঙ্গে এদের আত্মীয়তা নেই, বন্ধুত্ব কিংবা বসবাস নেই। অনেক সময় এদের বন্দী করবার অভিপ্রায়ে গজরাজেরই সাহায্য গ্রহণ করতে হয়; কারণ তার আকস্মিক আবির্ভাবেও এরা কোন সন্দেহ করে না। যদি বারংবার তাদের প্রতি উৎপাত করা না হয়, তবে এই সাক্ষাৎকারের মধ্যে কোন প্রকার কু-অভিসন্ধি আছে এ কথা তাদের মনে উদয় হয় না। যেখানে এরা বহু সংখ্যায় বাস করে, অনেক সময় বিবেচনা-রহিত শিকারীরা অনর্থক তাদের হত্যা করেন। এ নিষ্ঠুরতা রোধ করবার কোন উপায় নেই ব'লে সেই প্রদেশে দিনের পর দিন এদের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হ'য়ে আসছে। তবু গহন অরণ্যবাসী গৌর জাতি যে সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হবে, এমন আশঙ্কা হয় না। এক তো তাদের বাসস্থান দুর্গম, তার উপর বিস্তৃত।

যখন আমি গৌর জাতির নীতি ও চরিত্রের সম্বন্ধে আরো অভিজ্ঞতা লাভ ক'রব, তখন তোমাদের সে কথা ব'লব। গবাদি জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এই পুঙ্গবের অনুসরণে আমাকে বহু কষ্ট সহ্য ক'রতে হয়েছিল। এদের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় অধিক, তাঁরা বলেন সহন-শক্তিতে এদের সঙ্গে অন্যের তুলনা হয় না। জীবনীশক্তিও অপরিসীম। ·৪৬৫ কর্ডাইট রাইফেলের (·465 Cordite Rifle'র) চেয়ে ছোট কোন বন্দুকে তার শরীরে সামান্য মাত্র ক্ষত হয়, অনেক দিন ভুগে তবে মারা পড়ে। একটা পুরুষ বাইসনের শরীর হ'তে যে গুলি বার ক'রে নেওয়া হয়েছিল, তা তোমরা দেখেছ। কতদিন পূর্বে এই মারাত্মক বস্তুটি যে তার দেহে প্রবেশলাভ করেছিল বলা কঠিন; তবে সে যে বহু পুরাতন ইতিহাস তাতে আর সন্দেহ নাই। এর উপর চর্বি জ'মে মস্ত যে একটি আব হয়েছিল, এটি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। গুলিটি চামড়া ভেদ ক'রে প্রায় দেড় ইঞ্চি পথ গিয়েছিল। তোমার গায়ে সূচের খোঁচা দিলে কিংবা পিঁপড়ায় কামড়ালে যেটুকু ব্যথা বোধ হয়, তার চেয়ে বেশী ব্যথা তারও লাগে নি। আমার জন্যে Holland & Holland & Co. যে ·৫৭৭ কর্ডাইট রাইফেল (·577 Cordite Rifle) প্রস্তুত করেছে, আশা করছি উহা গৌর-শিকারেই

শৃঙ্গ চতুঃশৃঙ্গ হরিণের হাতে কাপুর শিং অ

আমার বিশেষ সহায়তা ক’রবে। বন্দুকটির চেহারা দেখলেই ভরসা হয়। আমার 12-Bore Royal Nitro Paradox একটি পুরুষ-বাইসনের বিরুদ্ধে যেমন কার্যকর হ’য়েছে, তা দেখে Holland & Holland & Co.’র কর্তা তো একেবারে অবাক হ’য়ে গিয়েছিল। বাইসন আমা হ’তে দশ-বারো পা দূরে ছিল। তখন গুলি চালানো ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। এ কাজটি উপযুক্ত স্থলে অস্ত্র ব্যবহারেব প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত নয়। “যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ” শাস্ত্রের এই অনুশাসন বাক্যও রক্ষা করা হয় নি। শুধু “ক্ষেত্রে কর্ম বিধীয়তে” করেছিলাম। আর আমার আশাতীত সৌভাগ্যের গুণে তাতেই সুফল হয়েছিল। গুলি ঘাড়ে লাগায় সে তখনই ম’রে প’ড়ে গিয়েছিল।

১১ই জানুয়ারি, ১৯১৮

স্নেহের অলকা কল্যাণ,

অনেকগুলি সম্বরের মাথা আমাদের বাড়ীর দেওয়ালের শোভা বৃদ্ধি করছে। এই হরিণের সঙ্গে যদিও তোমরা বিশেষভাবে পরিচিত, তবু গৃহ প্রাচীরের বাহিরে দূরে তাদের জন্মভূমি আরণ্য প্রান্তরে নিয়ে গিয়ে তাদের সঙ্গে তোমাদের দেখা শোনা করিয়ে দিতে চাই। উন্নত সুগঠিত সুন্দর অবয়ব, ডাগর দুটি চোখ—সবল সুঠাম গতি-ভঙ্গী—শাখাবিশিষ্ট বিস্তৃত শৃঙ্গাবলী! এই সকল সৌন্দর্যের সমাবেশে আরণ্য জীবের মধ্যে সে সুন্দর ও মহতের পদবী লাভ করেছে। সারা রাত বন-ভ্রমণের পরে প্রাতঃকালে কোন পর্বতে বিশ্রামের জন্যে সে যখন ফিরে আসে তখন তাকে দেখতে বড় চমৎকার মনে হয়। চকিত ভীত ভাব সকল জন্তুকেই বিশেষ একটি শ্রী দান করে, কিন্তু এ অবস্থায় আর কেউ হরিণের মত মনোহর হ’তে পারে না। তাদের বসতি, স্থান বিশেষে সীমাবদ্ধ নয়। শৃঙ্গশোভিত দুই একটি মস্তক লাভের জন্য পরিশ্রম করা সার্থক। এ সমস্ত সুন্দর জীব অধিক হত্যা করার পক্ষপাতী আমি নহি। যথার্থ মৃগয়ানুরক্ত ব্যক্তি কখনই জহ্লাদ হ’তে পারে না। এ জন্তুকে জলাশয়ের

নিকটবর্ত্তী স্থানের মধ্যে শিকার করায় কোন বাহাদুরি নাই। শীতকালে এরা জলে কাদায় প'ড়ে গড়াগড়ি দিতে বড় ভালবাসে। সম্বর-অধ্যুষিত শৈল প্রদেশে গ্রামের বহির্ভাগে জলাশয়গুলিতে তাদের এই অভ্যাসের চিহ্ন সদাসর্বদা দেখতে পাওয়া যায়। একবার এমনি একটি জলাশয়ের পাশে বাঘের জন্য আমি আড়ি পেতে ব'সে আছি, এমন সময় মনে হ'ল, মস্ত একটি জানোয়ার সাবধানে সেই দিকে আসছে। পদশব্দে বুঝলাম সে বাঘ নয়। তার জলে ঝাঁপিয়ে পড়বার শব্দ কানে এল। দেখলাম প্রকাণ্ড একটি সম্বর সেখানে প'ড়ে পঙ্কোৎসব করছে। এ-পাশ হ'তে ও-পাশে গড়াগড়ি দিচ্ছে, তার পর উঠে আবার এমনি হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হ'য়ে লাফ দিয়ে পড়ছে যে, আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম—নালার পাথরে লেগে তার শিং জোড়াটা মর্ মর্ শব্দ ক'রে উঠছে।

গারো পাহাড়ের নীচেকার ঘাসবনে গ্রীষ্মকালে যেন এদের মেলা ব'সে যায়। নাগপুর অঞ্চলে এদের জ্ঞাতি ভাইদের মস্তকের আয়তন আরো বৃহৎ। কেন যে এ প্রভেদ ঘটে, আমি বলিতে অক্ষম। গাঢ় পাটকিলে রঙের হরিণগুলি আয়তনে বৃহত্তর, কিন্তু তাদের তুলনায় শৃঙ্গযুগল লঘু। পাটল বর্ণের হরিণের আয়তন ক্ষুদ্র, অথচ তাদের শৃঙ্গ বৃহত্তর। এ বিভিন্নতার প্রকৃষ্ট কারণ যে কি, আমি এখনও তা ভেবে ঠিক ক'রতে পারি নি। আমি শুনেছি, আরো এক বিশেষ জাতীয় সম্বর আছে। তার নাম গৌসম্বর। এদের বসতি সম্বলপুর প্রদেশে। শীতকালে এদের দর্শন লাভ ঘটে। হাতের পাঁচটা আঙ্গুলের মত বিভিন্ন শৃঙ্গই এই হরিণের বিশেষত্ব। এই প্রদেশের বনবিভাগের কর্মচারীর কাছে শুনেছি, এই গৌসম্বর তিনি দেখেছেন। এই বিশেষ জীবটি প্রকৃতির কোন খামখেয়ালি, না কোন শিকারী সত্যই এই জাতিকে দেখেছেন, এ কথা আমি অনেকবার মনের মধ্যে তোলা-পাড়া করেছি। আমার তো আজ পর্যন্ত এই বিশেষ জীবের নমুনা সংগ্রহ করবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তবে এ সংবাদ যে অলীক নয়, তার প্রমাণ এই যে, সম্বলপুর প্রদেশে অনেকেই ভিন্ন ভিন্ন সময় ও স্থানে আমার কাছে গৌসম্বরের এই অপূর্ব বিশেষত্ব বর্ণনা করেছেন।

গৌসম্বরের জীবনীশক্তি অসাধারণ, সহনশক্তিও আশ্চর্য। আহত হ'য়েও তারা অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। এক বাইসন ভিন্ন অন্য কোন জন্তুরই এ ক্ষমতা নেই। ঘাড় আর কাঁধের সন্ধিস্থলে গুলি খেয়ে একটি হরিণ দশ গজের উপর এমনই দৌড়ে গিয়েছিল যে, আমার বন্ধু 'জ—' মনে করেছিলেন গুলি বুঝি মোটেই লাগে নি। তিনি প্রায় ত্রিশ গজ দূর হ'তে গুলি মেরেছিলেন। তাঁর বন্দুক ছিল 12 Bore Paratlox। প্রথম গুলির শব্দে আমার মনে হ'ল যেন পাথরের উপর গিয়ে প'ড়ল। দ্বিতীয় গুলিটি ঠিক লেগেছিল। আমি যা অনুমান করেছিলাম তা ঠিক। প্রথমটি তার শৃঙ্গযুগলে আঘাত করে, দ্বিতীয় গুলি কাঁধে লাগে! বাঘ কিংবা চিতা যখন তাদের তাড়া ক'রে যায়, তখন বনের ঘন তরুশ্রেণীর মধ্য দিয়ে পলায়ন-চেষ্টা অনেক সময় ব্যর্থ হয়। শিং দুটি বাঁচিয়ে মাথা ফিরিয়ে যাবার কৌশলও কোন কাজে লাগে না। গত বৎসর আশ্বিন মাসে যারা বন পিটোয়, তাদের মধ্যে ভয়ে তাড়াতাড়ি পালাবার চেষ্টায় একটি হরিণ এই অবস্থায় বিশেষ বিপদ্‌গ্রস্ত হয়েছিল। বেচারা ভয়ে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হ'য়ে যায়। সোজা লাফ দিয়ে যাবার সময় গুঁড়ির গায়ে যেখানে দুটি ডাল দুধারে গিয়েছে সেইখানে তার শরীরটা আটকে গেল। ডালে আর গাছের গায়ে জড়ান ঘন লতায় তার দুটি শিং এমনি জড়িয়ে গেল, কিছুতেই আর ছাড়াতে পা লে না। তার এই অসহায় অবস্থার দৃশ্য বড়ই শোচনীয় হয়েছিল। উদ্ধার করবারও কোন উপায় ছিল না। আমরা কাছে এসে পৌঁছিবার আগেই একজন নির্দয়ভাবে কুঠারের আঘাতে তার পা ভেঙ্গে দিয়েছিল। বলা বাহুল্য অবিলম্বে তার সব যন্ত্রণার অবসান ক'রে দেওয়া হ'ল।

আমার বিচারে সৌন্দর্য-সভায়, অনূপ ভূমির কড়া-শিঙ্গা হরিণ (Swamp Deer)-কে দ্বিতীয় আসন দেওয়া যেতে পারে। সে আয়তনে সম্বরের চেয়ে ছোট, কিন্তু তার কাল ডোরা কাটা, ছোট ছোট আদা গুলবসান, হাল্‌কা পাটকিলে রঙ্গের জামাটি বড় সুন্দর,—আলোয় জ্বল্ জ্বল করে। সে নীচু জমি আর জল বড় ভালবাসে। একা বাস করে না,

সর্বদাই দল বেঁধে থাকে। শিং দুটিতে অনেক সময় চৌদ্দটি পর্যন্ত ডাল দেখতে পাওয়া যায়। এমন এক জোড়া শিং অর্জন-যোগ্য, বিশেষ আদরণীয়।

পিয়ানের বাহারের জন্যে যে-হরিণের নাম চিতল, সে ঘন 'গুল্মসমাচ্ছন্ন' অরণ্যের অধিবাসী, নির্ঝর সংলগ্ন বনভূমি ও অবারিত উপত্যকা-ক্ষেত্রের পক্ষপাতী। গুলদার জামা-পরা এই সব সুন্দর সৌখিন জন্তুগুলি দলে দলে যখন সংকীর্ণ বনপথ দিয়ে মন্থর গতিতে চ'লে যায়, কিংবা বাঁশবনের মধ্যে ছুটে চলে, তখন বড় সুন্দর দেখায়। আবার যখন মুক্ত প্রান্তরে উদ্দাম দ্রুতগতিতে ছুটে চলে, তখন হাতীর উপর ব'সে তাদের শিকার ক'রে আমোদও যথেষ্ট পাওয়া যায়। ভীতি-সঙ্কেত জানাতে এরা বিশেষ পটু। সম্প্রতি এদের এই সঙ্কেতের সহায়তায় আমরা এক জোড়া আহত ভালুকের সন্ধান ক'রতে পেরেছিলাম। এ ছাড়া একটি আহত বাঘও আমাদের চোখে ধূলো দিয়ে বন্ধুর পর্বতপথে অদৃশ্য হ'য়ে গিয়েছিল। চিতলের সঙ্কেত অনুসরণ ক'রে আমরা তারও আশ্রয়স্থান আবিষ্কার করেছিলাম।

মুণ্টজাক, সচরাচর যে Barking Deer নামে অভিহিত, সে দেখতে সুন্দর। স্বভাব কিছু ভীরু আর লাজুক, তাই একা একা থাক্‌তে ভালবাসে। তার উপরের আধখানা শরীর ঈষদারক্ত, উজ্জ্বল। দাড়ীর কাছটা পিঙ্গল রং, সাদা গায়ের উপর চারি দিকে ছড়ান সাদা সাদা ছাপ। সহসা যখন খুর্ খুর্ ক'রে এদিকে ওদিকে ছুটে পালায়, তখন তার হাল্কা চেহারাটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গতিবিধির মধ্যেও বিশেষত্ব আছে। তাকে দেখবার যখন সব চেয়ে কম প্রত্যাশা করা যায়, তখনই সে এসে উপস্থিত হয়। শিং জোড়াটা এম্নি ছোট, যে তা দিয়ে বেশ সুন্দর কলমদান হ'তে পারে। আমি একবার শুধু কপাল জোরে হাতযশ লাভ করেছিলাম। একটা হরিণ প্রায় ৫০ গজ দূরে পাহাড় হ'তে নীচের দিকে ছুটে চলেছিল। গুলি করবার কোন মতলব আমার ছিল না। শিকারীটা আমাকে কখনো গুলি ক'রতে দেখে নি। বড় জন্তু শিকারে নিয়ে যাবার আগে আমার তাকটা একবার পরখ ক'রে দেখবে ব'লে বোধ হয় আমাকে

ডেকে হরিণের খবর দিলে। তখন সে আরো গজ পনের দূরে গিয়ে পড়েছে। আমার ·450 কর্ডাইট বন্দুকের গুলিতে সে ছোট একটি খরগোসের মত টুপ্ ক'রে প'ড়ে গেল। গুলির ঘায়ে তার গালটা ধারাল ক্ষুরে কেটে যাবার মত সোজা কেটে গিয়েছিল।
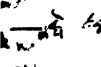
খোলা ঘাস-জঙ্গলে "পারা" কিংবা Hog Deer দেখতে পাওয়া যায়। শূয়োরের মত মাথা নীচু ক'রে চলার অভ্যাস হ'তে এদের নাম Hog Deer হয়েছে। শর আর লম্বা কাসে ভরা বনের সংকীর্ণ পথে যেতে হ'লে, মাথা নীচু ক'রে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। বনের যে সব জায়গা আগুনে পুড়ে ফাঁকা হ'য়ে যায়, সেখানে তারা চরে। তারা কচি কচি ঘাস খেতে ভালবাসে। এম্নি চট্পটে যে, শিকারীর হাতীর ঠিক শুঁড়ের নীচে হ'তে ছুটে পালাতে পারে। দু-চারটে ভাল মাথা যোগাড় করবার ইচ্ছে থাকলে, শিকারের সময় গুলি খুব সিধে চালান চাই।

মধ্যভারতে এক জাতীয় ছোট সুকুমার হরিণ দেখতে পাওয়া যায়, তাদের নাম Mouse Deer। বন পিটবার সময় তারা হঠাৎ বেরিয়ে আসে। কাছাকাছি ৮নং গুলিতেই মারা পড়ে। উঁচুতে সবে ১ ফুট। এ হরিণ না মারাই ভাল। চিনকারা কিংবা Gazelle পাহাড়ী নালা কিংবা উপত্যকায় বাস করে। তারা বাংলা দেশের অধিবাসী নয়। মধ্যপ্রদেশে এদের বহুল বসতি। ছোট রাইফেলের গুলিতেই মারা পড়ে। তবে এদের শিকার করবার সব চেয়ে সদুপায় হচ্ছে, রেঙ্গিতে চ'ড়ে যাওয়া। রেঙ্গি হচ্ছে ত্রিকোণ ক্ষুদ্র শকট। আরোহী এবং চালক পিঠোপিঠি হ'য়ে ব'সতে হয়। বসবার জায়গায় অনেকটা বিচালি বিছিয়ে তার উপর কম্বল ঢাকা দিয়ে নিলেই চলে। এই রেঙ্গি এক গাছে চড়া ছাড়া সব করে, আর সর্বত্র যায়; এমন কি সাঁতার দিতেও পারে।

চৌশিঙ্গা অথবা চতুঃশৃঙ্গ হরিণের দু-জোড়া ক'রে শিং আছে। তাই তাদের এই নাম। সম্মুখের শিং-জোড়া পিছনের জোড়ার চেয়ে অনেকটা ছোট। এ জাতের হরিণ মধ্যপ্রদেশের নাগপুর অঞ্চলে অনেক পাওয়া যায়। ঘন-বন-সমাচ্ছন্ন পর্বতে আর গুল্ম-বনে এদের বসতি। এরা ভারি

লাজুক স্বভাবের। সহজে বনের বার হয় না, নয়তো বা এমন সময়ে আর এমন জায়গায় দেখা দেয় যেখানে তুমি তাকে দেখবার কোন প্রত্যাশাই কর নি। তখন আর তাকে শিকার করা চলে না। বন্দুকের গুলিটা তার চেয়ে আরো ভাল কারো জন্যে তুলে রাখতে হয়। নীলগাই হরিণকে কেন যে আমাদের দেশের লোকেরা গরু মনে করে, তা ব'লতে পারি নে। বরং এদের আকৃতিতে ঘোড়ার সঙ্গে সাদৃশ্য বেশী। এ জাতের হরিণের পুরুষদের গলার কাছে যে লম্বা দাড়ীর মত চুল আছে, তা দেখলে মনে হয় ঘোড়ার কাঁধের চুল; কেউ যেন ভুল ক'রে লাগিয়ে দিয়েছে। বুদ্ধিটা গরুর মতই স্থূল, তার চেয়ে বেশী নয়। কিছু দূর দৌড়ে পালায়, তার পরে ফিরে দেখে ব্যাপারটা কি। শরীরটি বেশ বড়, তাই বেশী দূরে না থাকলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার আশঙ্কা থাকে না। এরা খোলা মাঠে বাস ক'রতে ভালবাসে। এই হরিণের ইস্পাতের রঙের চামড়া হ'তে বেশ সুন্দর হাত-ব্যাগ তৈরি হ'তে পারে। এদের সংখ্যা আজও অনেক। যে সব বন বিশেষভাবে রক্ষিত, সেখানেও এদের শিকার করা সম্বন্ধে কোন বারণ নাই।

হরিণ জাতীয় জন্তুদের মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর হচ্ছে কৃষ্ণসার (Black Buck)। শুনেছি বেরার প্রদেশে এই জাতীয় হরিণ অনেক পাওয়া যায়। গেল বড় দিনের ছুটিতে আমি যখন বনের মধ্যে একটা সৃষ্টি-ছাড়া জায়গায় বাস করছিলাম, তখন হরিণের দল আমার 'রেঙ্গীর' সম্মুখে প্রায় একশ গজ দূরে আমাদের দেখবার জন্যে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। তার পরে ধীরভাবে কিছুক্ষণ পরে চ'লে গেল। প্রতি দলে বারটি ক'রে হরিণ থাকে। প্রায় প্রতিদিন সকালেই আমার সুন্দর মাটির বারান্দা হ'তে দেখতে পেতাম, এই সুশ্রী হরিণের দল কোন চাষার তাড়া খেয়ে খুব কাছ দিয়েই ছুটে পালাচ্ছে। কাছাকাছি দু-তিন পাল হরিণ ছিল। আশ্চর্যের বিষয়, এদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব বড় একটা দেখি নি। দূরে দূরেই থাকত। এখানে স্থানীয় ভাষায় হরিণের পালকে 'গোল' বলে; ... গণ্ড 'গোলের' ভয়েই হয়তো ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হ'য়ে থাকে।

ভ্রাতৃভাবের কথা ব'লতে গিয়ে একটা পুরান গল্প মনে প'ড়ে গেল। স্বগতোক্তি-স্বরূপে সে কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। ব্যাপারটা 'আশী কেলে বাসি কথা'। সে সময় একজন পার্লামেণ্ট সভার মেম্বার (M. P.) সপরিবারে ভারত-ভ্রমণে এসেছিলেন। শিবপুরে বোটানিকেল গার্ডেনে (Botanical Garden-এ) নিমন্ত্রণ ক'রে তাঁদের অতিথি-সৎকার করা হয়েছিল। ইনি এই জাতীয় অনেকেরই মত এদেশে আগমন এবং বাসকালের সদ্ব্যয় ক'রতে বিশেষ উৎসুক ছিলেন। ধাতু গলাবার পাত্রবিশেষ আবিষ্কার ক'রে এই ব্যক্তি বহুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হওয়ায়, আমার স্বদেশীয় বন্ধুরাও অল্প সময়ের মধ্যে তৎকালীন রাজনৈতিক সমস্ত সমস্যা এবং তাহার সমাধানের উপায় তাঁর উৎসুক কর্ণকুহরে ঢেলে দিতে ব্যস্ত হন। ইনি কথা কমই বলেছিলেন। সম্ভবতঃ বুঝেছিলেন আরও অল্প। পাটিসাপ্টা পিটের পুরের মত ডজন খানেক উৎসাহী স্বদেশভক্তের মধ্যে ঠাসা হ'য়ে পায়চারী ক'রে বেড়াচ্ছিলেন। দুই এক কথা আমার কাণে এসে পৌঁছচ্ছিল,—যথা—'Home Charges', 'Separation of the Judicial from the Executive','More Members of Council', ইত্যাদি। Home Rule'র ধুয়া তখনও ওঠেনি। কাণে-খাটো লোকের মত তিনি কখনো কখনো 'তাইতো', 'সত্যি নাকি', এই সব বলছিলেন। শ্রীমতী এবং কুমারী M. P.'র আমার সঙ্গে সময় আরও ভাল কাটছিল। ভারতবর্ষবাসে সর্পভয়, ব্যাঘ্রভয়, জ্বরবিভীষিকা, আরও শত সহস্র অশুভ আশঙ্কাবশতঃ,. দুই দেশের মধ্যে যে সাত-সমুদ্র তের-নদী ব্যবধান, তার অপর পারে তাঁদের পক্ষে বসবাস করাই যে শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ, এই কথারই আমি বিশদ ব্যাখ্যা করছিলাম। কোন একজনের জুতার মধ্যে বিষাক্ত সরীসৃপ আবিষ্কারের ভীষণ দৃশ্য উজ্জ্বল বর্ণে বর্ণনা ক'রতে ক'রতে আমরা একটি জলাশয়ের নিকটবর্তী হ'লাম। এই পুষ্করিণীতে অনেকগুলি রাজহংস বাস ক'রত। তাদের মধ্যে কতকগুলি সাদা, আর কতকগুলি কাল। তখন তারা সবাই মিলে প্রসাধন-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। আমি এদের দিকে M. P. মহোদয়ের মনোযোগ আকর্ষণ ক'রে জিজ্ঞাসা

ক'রলাম,—এই বিভিন্ন বর্ণের রাজহংসের মধ্যে তিনি সৌন্দর্যের কোন তারতম্য দেখতে পাচ্ছেন কি না ?

(M. P.)—না তা তো দেখছিনে ; উভয়েই বড় সুন্দর।

(আমি)—লক্ষ্য করছেন কি, এই দুই দল সম্পূর্ণ আলাদা হ'য়ে রয়েছে,—আদপেই মিলামিশা করছে না ?

(M. P.)—হ্যাঁ হ্যাঁ তাই তো, ভারি আশ্চর্যের কথা।

(আমি)—এর মধ্যেই ভারতীয় রাজনৈতিক অবস্থার সমস্ত 'ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট হ'য়ে আছে।

এতক্ষণ ধ'রে তাঁর শ্রবণবিবরে যত কিছু হেঁয়ালি প্রবেশ ক'রে জটিল অনির্দিষ্ট আকারে ক্রমশঃ আরও কুটিল হ'য়ে উঠছিল, হঠাৎ আমার এই একমাত্র কথায় সরল সুপথ ধ'রে বেরিয়ে এসে সব পরিষ্কার হ'য়ে গেল। M. P. মহাশয়ের রাজনৈতিক শিক্ষার এমন সত্বর সমাপ্তি দেখে, বন্ধুগণ আমার হঠকারিতার জন্যে সরস মাতৃভাষায় আমাকে অনেকগুলি ভাল ভাল কথা শুনিয়ে দিলেন। শ্রীমতী M. P. আমাকে সাদায় কালোয় মিলামেশা ও ভ্রাতৃভাব সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় আমিও নির্দোষ সরল ভাবে উত্তর ক'রলাম ;—এর ফলে মিশ্র বিচিত্র বর্ণের ও সঙ্কর জাতীয় জীবের উৎপত্তি হয়।

প্রকৃতির বর্ণ ভাণ্ডারে শ্বেত কৃষ্ণ এই দুই বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে। পুরুষজন্তুর বর্ণ ও বেশ ভূষা কেন যে অধিকতর উজ্জ্বল ও দৃষ্টি-আকর্ষক হয়, ইহার অর্থ খুব সম্ভবতঃ এই যে, প্রকৃতির ইচ্ছা নয়—এদের সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি লাভ করে। প্রায় দেখতে পাওয়া যায়, স্ত্রীজন্তুর গায়ের বর্ণ তাদের আবাসভূমির চারিদিকের সঙ্গে বেশ সামঞ্জস্য রক্ষা করছে। এতে ক'রে তারা সহজে অপরের চোখে পড়ে না ;—শিকারী এবং শত্রুর আক্রমণ হ'তে আত্মরক্ষার সুবিধা হয়। বৃদ্ধা হরিণীরা সাধারণতঃ প্রহরীর কাজ করে। হরিণগুলি যে সময় লড়াই ক্রীড়া খেলা নিয়ে ব্যস্ত, তখনই তাদের একজন শত্রুর আগমনের প্রথম সংবাদ জানায়। আমার একটি হরিণের মাথা আছে, তার একটি শিং

চৌশিঙ্গা বা চতুঃশৃঙ্গ হরিণ

ঠিক মাঝখানে ভাঙ্গা। এটা তার বিজয়চিহ্ন, যদিও অক্ষত শরীরে নয়! এই লাজুক ভীরু জন্তুগুলির নিকটবর্তী হ'তে হ'লে কিরূপ উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, তা সহজেই বোধগম্য। সুতরাং 'অলমতি বিস্তরেণ'!

আমি একবার একটি হরিণ গুলি করবার পর, সমস্ত হরিণের পাল লাফাতে লাফাতে দৌড়ে আমার সম্মুখে এসে প'ড়ল। গুলি করবার যোগ্য আর কোন হরিণ তাদের মধ্যে নেই দেখে, যখন খুব কাছে এসে প'ড়ল; তখন আমি উঠে দাঁড়ালাম। আমার দুই দিকে ডাইনে ও বাঁয়ে বিভক্ত হ'য়ে যখন তারা ছ-ফুট ব্যবধানে দৌড়ে চ'লে গেল, তখন দৃশ্যটি বড় চমৎকার হয়েছিল। গুলির শব্দে চম্‌কে উঠে দলের প্রাপ্তবয়স্কা হরিণীগুলি সোজা অনেক দূর পর্যন্ত লাফ দিয়ে উঠেছিল। উদ্দেশ্য যে, উঁচু মাটির আলের আড়ালে আর কোথাও কোন শত্রু অলক্ষিতে আছে কি না তাই দেখা। কেন না এই আড়ালের সুবিধা নিয়েই আমি তাঁদের অত কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম।

আমার শেষ কথাগুলি তোমাদের সতর্ক করবার জন্য বলছি। এ উপদেশ কখনও ভুলো না। খোলা মাঠে গুলি চালান বড় বিপজ্জনক। তাই এ কাজ করবার আগে একবার তোমার field-glass দিয়ে চারি দিকটা বেশ ভাল ক'রে দেখে নিও। এই সৎপরামর্শের অবহেলা-বশতঃ অনেকবার অনেক জায়গায় অনেকের বিপদ ঘটেছে। আমার মনে হয় নিজেকে এমন দুরবস্থার মধ্যে ফেলার চেয়ে শিকারের সমস্ত সুযোগ ত্যাগ করাও ভাল। বিপদ যদিবা নাও ঘটে, হয়তো এমন কিছু ঘ'টতে পারে, যার জন্যে চিরকাল ধ'রে অনুশোচনা ও অনুতাপ ক'রতে হয়।

১৫ই জানুয়ারি, ১৯১৮।

স্নেহের অলকা কল্যাণ,

আরণ্য বিদ্যায় দক্ষ অভিজ্ঞ লোকের সাহায্য ও শিক্ষা ব্যতীত হাতে-কলমে বনের মধ্যে জন্তুকে সন্ধান ক'রে আবিষ্কার করবার বিদ্যা কোন রকমে লাভ হ'তেই পারে না। মানুষকে উড়তে শেখান যেমন অসম্ভব,

এও তার চেয়ে কিছু কম নয়। সৌখিন ভাবে কঠোর বিদ্যা লাভ হয় না। প্রথমতঃ, যে জন্তু শিকার ক'রতে যাবে, তার অভ্যাস স্বভাব গতি-বিধির সম্বন্ধে তোমার বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। শুধু তাই নয়। বনের ও পর্বতের অন্যান্য পশুদের, এমন কি পাখীদের সম্বন্ধেও এ জ্ঞান একান্ত প্রয়োজনীয়। শুধু যে বাঘ আর চিতাবাঘ নিশাচর তা নয়। যাদের শিকার ক'রে এরা জীবন ধারণ করে, সে সব জন্তুও নিশাচর। ভাল বাইসনও এই প্রকৃতির জীব। এই সব ভীষণ হিংস্র জন্তুদের পায়ে হেঁটে নির্বিঘ্নে শিকার ক'রতে হ'লে এদের সম্বন্ধে যে পরিমাণ জ্ঞান নিতান্ত আবশ্যক, তা অর্জন করবার মত উৎসাহ, উদ্যম ও তৎপরতা খুব কম লোকেরই দেখা যায়। যা কিছু একান্ত আবশ্যক অপরে করে। যেমন জন্তুর অন্বেষণ, সন্ধান, শিকারীর সংস্থান, আহত জন্তুর নির্বিচার অনুসরণ —অধিকাংশ স্থলেই যার পরিণামে বিপদ ঘটে। কাজেই হাতীর পিঠে নয়তো মাচানে চ'ড়ে ছাড়া পায়ে হেঁটে শিকার, বিশেষতঃ হিংস্র জন্তু শিকারের ব্যাপারটা, নিতান্ত নির্বোধ গোঁয়ারের কাজ ব'লে গণ্য হয়েছে।

সদাসর্বদা সতর্ক বুদ্ধিমান সাহসী "গাইডের" সঙ্গে বনের মধ্যে যাওয়া আসা ক'রতে ক'রতে আরণ্য জন্তুদের রীতি-চরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ হ'লেও, আমার পরামর্শ—এ-সব সময়ে বন্দুক-ছাড়া হ'য়ে যাওয়া কখনই উচিত নয়। তবুও বনে পর্বতে জ্ঞানার্জন চেষ্টায় যখন ফিরবে, তখন গুলি করবার প্রলোভনটা সংবরণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। ঝোপঝাপ, বেতবন, প্রান্তরের ঘন বন-শ্রেণী এই জ্ঞানার্জনের পথে বিশেষ অন্তরায়। ব্যবধান-বশতঃ অতি অল্প দূরেও কিছু দেখা যায় না। যখন এ বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ হয়েছে, তখনও বনের সংকীর্ণ পথে যাওয়া আসা ক'রতে হ'লে বিশেষ সাবধান ও সতর্ক হ'য়ে চলা উচিত; কেন না এই সব জায়গাতেই ভীষণ হিংস্র জন্তু লুকিয়ে ব'সে থাকে। আমার পুরান "গাইড"রা এমন সব জায়গায় যেতে হ'লে প্রথমে চিৎকার ধ্বনি ক'রে পরে কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা ক'রে দেখে, কোন সাড়া-পাওয়া গেল কি না। তার পরে এগোয়। এই শব্দটুকু জন্তুটিকে অগ্রসর কিংবা পশ্চাৎপদ করবার পক্ষে যথেষ্ট। এই

উপায়ে তোমার শ্বাপদ জন্তু হ'তে ভল্লুক, হরিণ, শূকর ও নকুল প্রভৃতি ক্ষুদ্র প্রাণীর গতির পার্থক্য বুঝবার সুযোগ ঘটে। রাত্রি যখন সমাগত, কুলায়-প্রত্যাগত পাখীদের কলরব নিস্তব্ধ, এই সময়ের অব্যবহিত পূর্ব হ'তেই বাঘ, চিতা কিংবা হরিণ নিশা-ভ্রমণে নির্গত হবার জন্য উৎসুক হ'য়ে ওঠে। সন্ধ্যার পূর্বেই তাদের দিবা-নিদ্রা ভঙ্গ হ'য়ে যায়। এই সময়ে কিংবা ঊষাকালে হরিণ ও শূকর রাত্রি-ভ্রমণ সমাধা ক'রে যখন আপন আপন দিনের আশ্রয়ে ফিরে আসছে, সেই সময়ে বাঘ আর চিতা তাদের শিকারের সুযোগ খোঁজে। ঘন ঝোপের মধ্যে অনেক জন্তুর বারংবার গতিবিধির ফলে সেখানে সংকীর্ণ পথের সৃষ্টি হয়। যে পথে বাধা অল্প, স্বভাবতঃই বনচর পশুরা সেই পথ ধ'রে চলে। আবার পর্বত-সংলগ্ন বনে জন্তুদিগকে সব চেয়ে নিরাপদ নিম্নগামী পথের পথিক হইতে প্রায়ই দেখা যায়। শৈল-নির্ঝরিণী যে-প্রান্তরে নেমে আসে, এরাও সেই পথের অনুসরণ করে। সদাসর্বদা গতিবিধির ফলে সংকীর্ণ গলি ক্রমে রাজপথে পরিণত হয়। এ সব পথের এক দিকে খাড়া পাহাড় অন্য দিকে গভীর জলাশয়, কিংবা হয়তো দুই দিকেই সোজা পাহাড় প্রাচীরের মত উঁচু হ'য়ে থাকে। কাজেই এ সব বাধা এড়িয়ে খাটো পথে নীচে নালায় কিংবা মাঠে নেমে যাওয়া সম্ভব নয়। জন্তুমাত্রেই স্বভাবতঃ এমন সব বাধা ব্যবধান বোঝে, আর পাশ কাটিয়ে চলে। বুদ্ধিমান শিকারীর সতর্ক সাভিনিবেশ দৃষ্টিতে সহজেই ইহা ধরা পড়ে। অন্ধকারের সুবিধা পেয়ে বাঘ (চিতাবাঘ সম্বন্ধেও এ কথা খাটে) খোলা পথে যায়, কিন্তু দিনের আলোকে অন্ধকার গলি-ঘুঁজি দিয়েই চুপি চুপি যেতে ভালবাসে। তবে যদি তাড়া খেয়ে বিশেষ বিপদে কোন খোলা পথে এসে পড়ে, তবে যত সত্বর সম্ভব সে-পথ অতিক্রম ক'রে যেতে পারলে বাঁচে। সাধারণতঃ, সোজা পথ এবং খোলা জায়গা এড়িয়ে চলে। নিশাভ্রমণ কালে তারা 'খুস্কি পথ' আর গরুর গাড়ীর রাস্তা ধ'রেই যায়, কেন না তাদের জানা আছে—এ-পথে গেলে জলাভূমি কিংবা জলাশয়ের বাধা অতিক্রম ক'রতে হবে না, কোন বিপদে প'ড়তে হবে না। আমি একবার দেখেছি, বাঘ

গরুর গাড়ীর রাস্তা ছেড়ে সোজা পথে গন্ধে গন্ধে একটা মহিষের সন্ধানে গিয়ে পৌঁচেছিল। মহিষটা বনের মধ্যে দূরে একেবারে চোখের আড়ালে প্রায় দু'শ গজ দূরে বাঁধা ছিল! এদের ঘ্রাণ শক্তি এমনই তীক্ষ্ণ! নালার বালুকা হ'তে তার পায়ের চাপে জল তখনও আস্তে আস্তে বেরিয়ে' আসছিল। অতি ছোট অন্যান্য পায়ের দাগের আশ-পাশ ভেঙ্গে গিয়েছে, সেগুলি তখনও ভিজে রয়েছে। যে সব গাছের গা ঘেঁসে গিয়েছে, নাড়া পেয়ে তা থেকে শিশির মাটিতে ঝ'রে পড়েছে। তার পরে কোন শিশির ডাল-পালা হ'তে আর পড়েনি। যে পথে মোষটাকে টেনে নিয়ে গিয়েছে, সেখানকার ডাল আর পাতার উপরে কাদার দাগ তখনও কাঁচা। এ সব হ'তে স্পষ্ট বোঝা গেল, হত্যাকাণ্ডটা দিনের আলোতেই সমাধা হয়েছিল। এই বড় রাস্তার পাশে, জলের ধারে, ঝোপ কিংবা বেত-বনের প্রবেশ ও নির্গম পথে ব্যাঘ্র-পদচিহ্নের সন্ধান ক'রতে হয়—আর এই চিহ্ন হ'তে আবিষ্কার ক'রতে হয় যে, তারা ঘরে ফিরেছে না চ'রতে গেছে। এই চরণচিহ্ন অনেক সময় বহু দূরে দূরে দেখতে পাওয়া যায়; একটির সঙ্গে আবার অন্যটির সঙ্গতি আবিষ্কার করাই আরণ্য বিদ্যার পরিচয়। কোথাও হয়তো দেখবে, একখণ্ড পাথর কিংবা গুটিকত পাতা উল্টে প'ড়ে আছে। কোথাও বা গুরু পদ-ভারে ক্ষীণ তরু-শাখা, সুকুমার লতা দলিত ভূলুণ্ঠিত হ'য়ে পড়েছে। ঐতিহাসিকের মতো সময়ের গণনাও ঠিক রাখতে হয়, কেননা প্রতি প্রহরেই পরিবর্তন ঘটে, ধূলো উড়ে প'ড়ে চিহ্ন বিলুপ্ত ক'রে দিয়ে যায়; আর্দ্র স্থানে দিবসাতীত ঘটনা অমনোযোগী, পরিদর্শকের চক্ষে প্রহর পূর্বেকার ব'লে প্রতিভাত হয়। গবাদি-জাতীয় চতুষ্পদ জন্তু প্রস্তর কিংবা শুষ্ক পত্রের উপর খুরের যে চিহ্ন রেখে যায়, শ্বাপদের বালিসের মত নরম পায়ের দাগ তা থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বেলা ক'রে ঘরে ফিরিবার পথে শ্বাপদ যে পদচিহ্ন রেখে যায়, শিকারের সন্ধানে রাত্রে যখন অভিযান করে, তা হ'তে স্বতন্ত্র। যখন তুমি এই সব পাদলিপি কতকটা নির্ভুল ভাবে প'ড়তে পারবে, তখন তোমার পক্ষে তাদের গতিবিধি, আশ্রয়স্থান, হঠাৎ তাড়া খেয়ে লুকাবার জায়গা, এক পথ ছেড়ে অন্য

পথ অবলম্বন, ইত্যাদি ব্যাপার অনুমান করা কঠিন হবে না। কোথায় কোন্ গাছ কিংবা কেমন পাথরের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে লক্ষ্য ক'রলে কৃতকার্য হবে; জন্তু আহত হ'লে তোমায় সহসা আক্রমণ ক'রতে পারবে না, এ সব কঠিন কথা সহজেই বুঝতে পারবে। দাঁড়িয়েই থাক, কি আসনপিঁড়ি হ'য়ে ব'সেই থাক, তোমাকে কিন্তু আসনসিদ্ধ যোগীর মত স্থির নিশ্চল হ'য়ে থাকা শিখতে হবে। অতি সামান্য নড়াচড়া ক'রলেও তুমি ধরা প'ড়ে যাবে, হয়তো আক্রান্ত হবে, নয়তো নিঃসন্দেহে সেবারের মত শিকারের সমস্ত সুযোগ ও সুবিধা হারাবে। যে সব পাখী মাটিতে বাসা বেঁধে বাস করে, কোন জন্তু নিতান্ত নিকটে না এলে, তারা আপন বাসা ছাড়ে না, ছাড়লেও বেশী দূরে উড়ে পালায় না। জন্তুটি যাতে ক'রে তার বাসার সন্ধান জানতে না পারে, সেই অভিপ্রায়ে মাঝে মাঝে এদিকে ওদিকে অল্প দূরে উড়ে চ'লে যায়। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কয়েকবার এই রকম পাখী আমায় বাঘের আসন্ন-আগমন জানিয়ে দিয়েছিল। বন ঘেরাও ক'রে যে সকল লোকজন আসছিল, তারা তখনও দূরে ছিল ব'লে, পাখীটির ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে বেশী দূরে উড়ে পালাবার আবশ্যক হয় নি। বানরের দলও অনবরত গোলমাল করে, কার্যতঃ বাঘ সম্মুখে তাড়িয়ে আনবার সাহায্য করে, তোমাকেও আগে হ'তেই তার আগমন-বার্তা জানিয়ে দেয়। অনেক সময় বরাহ-অবতারের অকারণ স্পর্ধাপূর্ণ ফুৎকার, বনের রঙ্গভূমিতে ব্যাঘ্রবীরের প্রবেশের প্রস্তাবনা জ্ঞাপন করে। এই সেদিনে বৃহৎ এক ভল্লুকদম্পতি তাড়া খেয়ে একই ঘাটে নেমেছিল, কিন্তু তারা একটি ব্যাঘ্র পরিবারের (বাঘ, বাঘিনী আর পূর্ণবয়স্ক পুত্রের) কিছু পিছনে পড়েছিল। যেমনি এদের দেখা, অভ্যস্ত পথ ছেড়ে পাহাড়ের খাড়াই পথ দিয়ে ভয়ে চীৎকার ক'রতে ক'রতে ঝাঁপিয়ে প'ড়ল! তাদের ব্যবহারেই ব্যাপারখানা আমি সহজেই অনুমান ক'রতে পারলাম। পরে ঘটনা-পরম্পরায় সে অনুমান যে অভ্রান্ত, তাও প্রমাণ হ'য়ে গেল।

শীতকালে পাহাড়ের জঙ্গলে চোরকাঁটা এক বিষম উপদ্রব। এই কালো কালো কাঁটা বাঘ কিংবা চিতাবাঘের শীতকালের পুরু কোটে

আটকে যায়। চামড়ার পট্টি না প'রে মোজা যদি পর, তবে তোমারও এ দশা হয়। বন পিটোবার সময় চোরকাঁটা-ভরা জমি বাদ দিয়ে গেলেও কোন ক্ষতি হয় না, কেননা কোন জন্তু পারৎ পক্ষে সে রাস্তা মাড়ায় না। একবার একটা বাঘ গরু মেরে তাকে নালা দিয়ে টেনে পাড়ের পাশে চোরকাঁটা-ভরা এমনি একটা জমিতে গাছের নিচে নিয়ে গিয়েছিল। বেশী দূর পর্যন্ত কিন্তু যায়নি, আর যেখানে চোরকাঁটা কাটা হয়েছিল, সেই পরিষ্কার জায়গাটুকুতে তাকে মুখে ক'রে লাফ দিয়ে যাবার আগে অল্পক্ষণের জন্য রেখেছিল। দেখলাম, সে দুই এক গ্রাস মাংস খাবার আগে, সাবধানে পায়ের চাপে চারিদিকের ঘাস বেশ ভাল ক'রে সরিয়ে দিয়েছে। তার জাতীয় স্বভাববশতঃ সে যে কোন্ পথে ফিরবে তা অনুমান করা কঠিন হয় নি। চোরকাঁটা যে তার গতিবিধির সাক্ষ্য দিবে, সে-উপায় সে রাখেনি।

তোমরা জান, ফেউ বাঘের পিছু পিছু চলে, কিন্তু সব জায়গায় এ কথা ঠিক নয়। এ ডাক শুধু ভয়ের ডাক। আমি একবার দিনের ভরা আলোতে একটি শৃগালকে পিছনের পায়ে উবু হ'য়ে ব'সে আমাদের মোহনলাল হাতীকে দেখে এই ভাবে চীৎকার ক'রে গলা ভাঙতে শুনেছি। নিরীহ মোহনলাল কিন্তু একান্ত মনে কিছু দূরে সুস্থ-স্বচ্ছন্দ-চিত্তে কলাগাছের কচি থোড় ভক্ষণে নিযুক্ত ছিল, শৃগাল-চন্দ্রের কোন হানি সে করেনি। মাহুতও হাতীর উপর ছিল না, আর আমি প্রায় ৩০০ গজ দূরে একটা উঁচু ঢিবির উপর দাঁড়িয়ে ছিলাম। কিন্তু যদি দেখ বনের ধাঙড় জাতীয় এই জন্তু দু'চার-জন একত্র হ'য়ে জঙ্গলের আনাচে কানাচে কেবলই ঘুরছে, আর থেকে থেকে ফেউ ডাকছে—তা হ'লে বুঝবে, এর কোন হেতু নিশ্চয়ই আছে—আর সেই সময় যদি তুমি জঙ্গলটা পিটিয়ে দেখ, তা হ'লে বুঝবে, কাজটা ভুল হয় নি। আর এ পরিশ্রমের পুরস্কার নগদ আদায় হ'য়ে আসবে, এ কথা নিঃসন্দেহ।

এ প্রসঙ্গে আর অধিক কথা বলা অনাবশ্যক। জন্তুর অনুসন্ধান কাজ বিজ্ঞানবিশেষ; অমানুষিক ধৈর্য, অশ্রান্ত উৎসাহ ও অধ্যবসায় বলেই ইহা

আয়ত্ত হয়। এ বিদ্যা অর্জনের বিশেষ ও অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ—মনোযোগ, চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টিপাত, জাগ্রৎ সচেতন মন এবং বুদ্ধি-বিবেচনা। দুঃখের বিষয় আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতিতে মনের এই সতর্কতা-বুদ্ধির কোন উপায় করা হয় না। ছাত্রগণ এ সম্বন্ধে শিক্ষকের নিকট হ'তে কোনরূপ সাহায্য কিংবা উৎসাহ লাভ করে না। যে নিপুণ অধ্যাপক—মশক, Snipe এবং হস্তী-জাতীয় জীবের অভেদ-ভাব আবিষ্কার ক'রতে পারেন না, আমার মতে তাঁকে অধ্যাপনার ভার দেওয়া কখনই উচিত নয়। উক্ত তিনটি জীবেরই অযথা দীর্ঘ নাসিকাগ্রভাগ, চঞ্চু এবং শুণ্ড আছে। আর চার্লস ল্যাম্বের অননুকরণীয় ভাষায় ব'লতে গেলে, ঐ তিনটি জীবই উহাদের সাহায্যে সঞ্জীবন-রস আহরণ ক'রে থাকেন,—অধ্যাপকগণ যেমন পালকের কলমের সাহায্যে করেন। অযথা হ'লেও শেষোক্ত প্রাণিগণের এ বিষয়ে তৎপরতা সমধিক।

১৬ই জানুয়ারি, ১৯১৮।

স্নেহের অলকা কল্যাণ,

তোমাদের কাছে এখন আমার দুটি মৃগয়া-যাত্রার বর্ণনা এখানে দেবো। একটি দূর শৈল-প্রদেশে, অপরটি সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির সমতল প্রদেশে—আমাদের দেশের বাড়ীর নিকটে। আশা করি এ-কথা তোমাদের ভাল লাগবে। অতীতের পুরুষোচিত সাহসিক কাজের স্মরণ, আর ভবিষ্যতে তার আশা ও কল্পনা দুই-ই সমান আনন্দজনক। পার্বত্য প্রদেশে আর সমতল প্রান্তরের অভিনীত দৃশ্যাবলীর সুখস্মৃতির মধ্যে বার বার ফিরে ফিরে যেতে মন ভালবাসে। আশায় যখন নৈরাশ্য আসে, অদৃষ্টে যখন বিঘ্ন-বিপদ ঘটে, কষ্ট অসুবিধা যখন ভোগ ক'রতে হয়, এ সব কেবল সেই সময়ের জন্যই বিরক্তিকর। ভেবে দেখতে গেলে, এই সমস্ত দুর্ঘটনার দুঃখ, বিলাসসম্ভোগের সুখের মতই অকিঞ্চিৎকর। বৃষ্টিতে ভিজে শ্রান্ত শরীরে কোন ক্রমে তাঁবুতে ফিরে দেখ, তৈজস-পত্র সব কি যে কোথায় গিয়েছে তার ঠিক নেই; রাতের

অন্ধকারে অফুরন্ত পথে হাতীর উপর আরোহী হ'য়ে গজেন্দ্র-গমনে জলাভূমি আর জঙ্গলে পথ ভুলে ঘুরে ম'রে, অসময়ে ফিরে আস; শিকার যদি তুমি সত্যি ভালবাস, তা হ'লে এ সব অসুবিধা দুঃখ ব'লে মনেই হয় না। গৃহের আরাম ও আনন্দের মধ্যে ফিরে, বনবাস দুঃখ ক'দিন বা আর মনে থাকে? সহরের ইট কাঠ, পাষাণ-পথ দু'দিনেই মনে শ্রান্তি নিয়ে আসে। আবার সেই বনপথ, খোলা হাওয়া, বনানীর শ্যামাঞ্চলের স্নিগ্ধ ছায়ার জন্য মন উতলা হ'য়ে ওঠে। প্রকৃতির যে-সৌন্দর্যের সঙ্গে রাজপথের দেখা হবার কোন সম্ভাবনা নাই, সেই নির্মল শুদ্ধান্তঃ-শোভা উপভোগের পরম সুখ কিংবা চরম দুঃখের জন্যে অন্তরাত্মা ব্যাকুল হয়। প্রকৃতির অন্তঃপুরে একবার প্রবেশ ক'রতে পারলে যে-আনন্দ ও শান্তির অধিকারী হওয়া যায়, আধুনিক সভ্যজীবনে সে-আনন্দ নিতান্ত দুর্লভ। আজ-কালকার এই কাজ আর আমোদের স্রোতে প'ড়ে মানুষ মনোযোগ দেবার, অভিনিবেশের সহিত লক্ষ্য করবার, দেখবার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। এই দূষিত কুৎসিত নগরীর বাহিরে না গেলে, আকাশের চন্দ্র তারা গ্রহ নক্ষত্র যথার্থই যে আমাদের বন্ধু, এ কথা জানবার সুবিধা হয় না। এখানকার এই গ্যাসের আলো আর বিজলীবাতি আমাদের বিক্ষিপ্ত দৃষ্টি হ'তে তাদের অন্তরাল ক'রে রাখে। কালপুরুষ আকাশের কোন স্থানে আছে, তাই দেখেই রাত্রের কত প্রহর অতীত হ'ল কিংবা কত প্রহর বাকী, সে কথা সহজেই বুঝতে পারা যায়। চন্দ্রমার ষোড়শ কলা, আকাশ-পথে তার গতি, তার বঙ্কিম বিচিত্র আকার, উদয়াস্ত কালের সঙ্গে কি আশ্চর্য সাম্য রক্ষা করে! সে রহস্য-কথা তোমার বিস্মিত চোখের সম্মুখে স্বতঃই অবারিত হ'য়ে যায়। যে অভীষ্ট লাভের জন্য তুমি বনবাস বরণ কর, তার সাধনায় দিনের পর দিন, প্রকৃতির খোলা বইএর পাতাগুলি তুমি অনবরত প'ড়তে পার, আর পশু-পক্ষী, গ্রহনক্ষত্র, পর্বত-পাদপ সকলেরই কাছ হ'তে অনেক জ্ঞান উপার্জন হয়। "How dull it is to pause, to make an End, To rust, unburnished, not to Shine in use! As tho' to breathe were life."

• রেল-পথে শ্রান্তিকর ভ্রমণের পরে, অতীতপ্রায় রাত্রির অতি অল্প অবশিষ্ট কাল বিশ্রাম ক'রে, আমরা বর্তমান যুগের বায়ুরথারোহণে যাত্রা ক'রলাম। বিরল পথে হুহু শব্দে একখানি হাওয়া গাড়ী ছুটে চলেছে, দেখতে সবারই ভাল লাগে। পল্লীর মধ্য হ'তে ছোট ছেলেমেয়েরা পথের দুধারে ভিড় ক'রে দাঁড়াল, তরুণীরা এলোচুলে ঘরের দুয়ারে অবাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। তাদের মাথার ঘোমটা যে খ'সে পড়েছে, সে সম্বন্ধে কোন হুঁসই ছিল না। বোকার মত ব্যবহার ক'রলে শুধু দল-ছাড়া গরুগুলো। আমাদের পথে হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়ায়, আর যতক্ষণে রাখাল এসে তাদের চতুর্দশ পুরুষের সদ্গতি আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের পিঠে ভাল ক'রে লাঠির ব্যবস্থা না করে, ততক্ষণে আর নড়ে না। রাখালের আর তাদের ভাষা এক না হ'লেও গালাগালি বুঝতে কোন গোলই হ'ল না দেখলাম। অনেক বৎসর আগে আমার বিলাত-প্রবাস কালে উইল্‌টসায়ারে (Wiltshire') আমি এক বন্ধুর সঙ্গে শিকার করছিলাম। একদিন সকালে বন্ধুর দুই জার্মান সৈনিক অতিথি এল। হঠাৎ দেখলাম বন্ধু বনের আশ্রয় ছেড়ে খোলা পথ দিয়ে দৌড়ে চ'লে যাচ্ছে। আমি তার কাছে গেলে ব'ললে, ভাই তুমি ফিরে যাও, হতভাগা জার্মানগুলো বেপরোয়া পাখী না মেরে আমার দিকে কেবলই গুলি করছিল। আমি বনের আশ্রয়ে না ফিরে অপরাধীদের দিকেই চীৎকার ক'রতে ক'রতে দৌড়ে গেলাম। উভয়ে উভয়ের ভাষা বুঝিনে দেখে, আমি ইংরেজী, ছেড়ে বাংলা ভাষার বাছা বাছা যত গালাগালি জানা ছিল সব দিলাম। দেখলাম অসুধ ধরেছে, আমার মনোগত ভাব তারা বুঝেছে। তার পর হ'তে তাদের ব্যবহার সম্পূর্ণ নির্দোষ হ'য়ে গেল বটে, কিন্তু বন্দুকের নিশানা তেমনই বিশ্রী রয়ে গেল।

ঘণ্টাখানেক অতি সুন্দর পথে মোটর গাড়ীতে যেন উড়ে চ'ললাম। তার পরে সৌখিন যান-বাহনের কাছে বিদায় নিতে হ'ল। হাতীর পিঠে যদি গদি বাঁধা না থাকে, তা হ'লে বেশী দূর যাওয়া কষ্টকর, অথচ এমন সব পথে এর চেয়ে ভাল বাহন আর অল্পই আছে। নদী নালা খানা

খন্দ পেরিয়ে পাহাড়ের পথে গজেন্দ্র-গমনে কোনরূপে অগ্রসর হ'চ্ছে লাগলাম। স্থানে স্থানে গতি-বিধি আশাতীত দুষ্কর হয়েছিল। পাহাড়ের পাড় একেবারে খাড়া, তাতে আবার অনেকগুলি বাঁশঝাড়। এক দল লোক এই সব ঝোপ ঝাড় কেটে বাধা দূর ক'রে পথ সুগম ও পরিষ্কার ক'রে দিচ্ছিল। আলগা বড় বড় পাথরে অসমান ধারাল পর্বত-গাত্রের উপর দিয়ে হাতী কোন ক্রমে পথ ক'রে চ'লছিল। কখনো হাঁটু গেড়ে গুড়ি মেরে যাচ্ছিল, কখনো বা গাছের ডাল শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ধ'রে কায়-ক্লেশে আপনাকে উপরে টেনে তুলছিল। সব চেয়ে দুর্গম পথটা তখনো সম্মুখে। সেটি একটি পর্বত সঙ্কট, সঙ্কীর্ণ পথ, এক ধারে উঁচু প্রাচীরের মত খাড়া পাহাড়, অন্য ধারে ৬০০ ফুট গভীর খাত। সেখানে তরঙ্গসঙ্কুল উদ্দাম উন্মত্তগতি গিরি নদী গদগদ শব্দে বয়ে চলেছে। বেদিচত্বরের মত যে অপ্রশস্ত পথে আমরা চলেছি, তার বিস্তার তিন-ফুটের অধিক নয়। এই পথের অনেক অতীত ঘটনার কথা মাহুত আমাদের শোনাচ্ছিল। একবার এইখানটিতে একটি বাঘ ও একটি হরিণের মুখো-মুখি দেখা হয়েছিল (আমার Browning'এর Donald'এর কথা মনে পড়ছিল) তার পর হরিণটি এক লম্ফে একেবারে অনন্তের পথের যাত্রী হয়েছিল। আর একবার একটি বুনো হাতী পা ফস্‌কে আবর্ত্ত-বিভ্রমময়ী গিরিনদীর বুকের উপর গিয়ে পড়েছিল। সেখানে কোন আশ্রয় না পেয়ে ভেসেই চলেছিল। সেও অনন্তের কূলে পৌঁছিত বোধ হয়, দৈবাৎ যদি না তটবর্ত্তী মহীরুহ প্রসারিত শাখা-বাহুর সাহায্যে তার প্রাণ রক্ষা ক'রত। এই সব অতীত কাহিনী আমাদের মনে কতদূর উৎসাহ সঞ্চার করছিল সে কথা ব্যক্ত ক'রে না ব'লেও কল্পনার সাহায্যে পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হবে সন্দেহ নাই। মাহুত আমাদের কানে "মাভৈঃ" মন্ত্র দেওয়া সত্ত্বেও বনবিভাগের কর্মচারীর পরামর্শমত আমরা রাজোচিত বাহন ত্যাগ ক'রে সে পথটুকু পদব্রজে পার হওয়াই কর্তব্য মনে করেছিলাম। পাহাড়ের, পথের আলগা পাথর সর্বত্র নিরাপদ ছিল না। হাতী কিন্তু এতটুকুও চঞ্চল না হয়ে পথটা অতিক্রম ক'রে এল ; কেবল

আত্মরক্ষার জন্য সাবধানী লোকের মত পর্বত-প্রাচীরে নির্ভর ক'রে ধীরে সতর্ক ভাবে প্রতি পদক্ষেপ করছিল। আমার রবার দেওয়া জুতো বন বিভাগের কর্মচারীর মোটা মারহাট্টি চটির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেনি। একটা বিশেষ স্মরণীয় দিনের পর হ'তে এই ব্যক্তি কি অশ্বপৃষ্ঠে কি পদব্রজে আর কখনও চটি ছাড়া অন্য কিছু ব্যবহার ক'রতেন না। কেন যে করতেন না, সে কাহিনী তোমরা অতঃপর শুনতে পাবে। এই চটি ভিন্ন তাঁর আরও একটি বড় আদরের বস্তু ছিল—সে হচ্ছে তাঁর পাটকিলে রংএর দেশী টাট্টু ঘোড়াটি। তাঁরই পরিচর্যায় সেও বার্দ্ধক্য-সীমায় এসে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর এমন বন্ধু আর দুটি ছিল না। বনের মধ্যেই কর্মচারী মহাশয় জীবনের অধিকাংশ ভাগ কাটিয়েছিলেন। ১৫ ক্রোশ পরিধি পরিমিত প্রদেশের প্রত্যেক পাহাড় প্রতি নালা করস্থিত আমলকবৎ তিনি জানতেন। কাজেই বনতীর্থ পথে এই পাণ্ডাটি যে আমাদের নিরাপদে নিয়ে গন্তব্য স্থানে উপনীত করেছিলেন, সে কথা বলাই বাহুল্য। বনে বনে ঘুরে তাঁর গায়ের রং পোড়া ইটের মত পাটকিলে হ'য়ে গিয়েছিল। ঝড় বৃষ্টি রোদ কিছুতেই তাঁর শানাত না; ক্ষুধা-তৃষ্ণাতে কস্মিন্ কালেও তাঁর মনের প্রশান্ত প্রফুল্ল ভাবের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হ'ত না। একদিন সকালে দেখি কি, তিনি জঙ্গলের জ্বরের প্রকোপে একেবারে ভাল্লুকের মত থর্ থর্ ক'রে কাঁপছেন। এ জ্বর পুরান বন্ধু। থেকে থেকেই তাঁকে দেখা দিয়ে যেত। জ্বর আসা সত্ত্বেও তিনি আসিয়া ভরসা দিলেন যে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমাদের সঙ্গ ধ'রবেন। সন্ধ্যার কিছু আগেই ১৫ মাইল পথ অতিক্রম ক'রে ব্রাউন টাট্টুর উপর সোয়ার হ'য়ে তিনি আমাদের শিবিরে এসে ঠিক উপস্থিত হ'লেন! এবার জ্বরটা তাঁকে অধিকক্ষণ ধ'রে জ্বালাতন করেনি। তার বিদায়ের পর খুব খানিকটে কুইনিনের সঙ্গে ভরা-এক-পেট প্রাতরাশ ক'রে খোশ মেজাজে বহাল তবিয়তে এসে দেখা দিলেন। এক জোড়া পুরান চটি জুতার মত যে ব্যক্তি জ্বরটাকে এমন ক'রে ঝেড়ে ফেলতে পারে, তাকে ভাগ্যবান ব'লতে হ'বে বৈ কি? আমাদের হাতীর পায়ে বিশ্রী রকমের একটা কাঁটা ফুটেছিল; তিনি তার

ডাক্তারিতে লেগে গেলেন। শোবার খাটিয়াখানা যদি ছোট হ'ত, তা'হলে তিনি কোন কৌশলে আর একটার সঙ্গে জুড়ে তার ত্রুটি অতি সহজে সংশোধন ক'রে নিতেন। বিনা আড়ম্বরে তাঁবুর সমস্ত লোক যাতে আরামে থাকে, তার বন্দোবস্ত ক'রতেন। কোন সোরগোল না ক'রে শিকারীদের কাছ হ'তে পুরো কাজ আদায় ক'রে নিতে তাঁর মত এমন আর কেউ পারত না। বহু দূরে, যেখানে জনমানবের দেখা পাবার জো নেই, এমন সব জায়গায় কি ক'রে যে তিনি রসদ জোগাড় ক'রতেন, দেখে আহ্লাদ হ'ত, আশ্চর্য না হ'য়েও থাকা যেত না। দূরত্ব সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল অদ্ভুত রকমের। মধ্যপ্রদেশের প্রচণ্ড রৌদ্রে, ভোর পাঁচটায় বেরিয়ে, সেখানে পৌঁছতে বেলা একটা হ'য়ে গেল। আমার গোন্দ পথপ্রদর্শক বলে—শীতকালে সেই পথটা এক ক্রোশ, আর গরমের সময় দুই ক্রোশ হয়। শুনলাম রামপেলা ব'লে জায়গাটি পাহাড়ের ওধারে। পাহাড়ের কাছে পৌঁছতে বৈকালটা প্রায় কেটে গেল। সেখানে পৌঁছে রামপেলার দেখা পাওয়া গেল না; আমাদের অগ্রসর হবার সঙ্গে সঙ্গে সেও যেন পিছিয়ে যেতে লাগল। আমার বন্ধু বনবিভাগের এই কর্মচারীটি পথের পরিমাণ ক'রতেন তাঁর শারীরিক সামর্থ্যের পরিমাণ দিয়ে। যতখানি পথ তিনি ও তাঁর ভৃত্যবর্গ বিনা আয়াসে শ্রান্ত না হ'য়ে অতিক্রম ক'রতে পারতেন, তাকে তিনি ক্রোশ গণনার মধ্যে ফেলতেন না। ছুঁতোরের দরকার হওয়াতে শোনা গেল, তাকে ডাকতে গ্রামে লোক গিয়েছে, সে শীঘ্রই আসবে। গ্রাম শুনলাম ৫ ক্রোশ দূরে! একটা খবর নিতে ১৪ ক্রোশ এক লোক পাঠাবার আবশ্যক হ'য়েছিল। বেলা যখন দুটো, তখনও পত্রবাহক যাত্রা ক'রলে না দেখে আমরা মনে করছিলাম—এত ঢিলে দিলে তো চ'লবে না। তাঁকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিতে তিনি হেসে ব'ললেন, ভোরের মধ্যেই উত্তর নিয়ে লোক ফিরে আসবে। পরের দিন সকালে দেখলাম, তাঁর হিসাবে কোন ভুল হয় নি; আমরা যখন শিকারে বের হচ্ছি, ঠিক সেই সময়ে চিঠির জবাব নিয়ে লোক ফিরে এল। বাইসনের খোঁজে দিনের পর দিন কত ক্রোশই আমি

হেঁটেছি সে কথা আমি ব'লতে চাইনে। Snipe শিকার ক'রতে গিয়ে সারাটা দিন ধ'রে ঘুরে মরেছি। কিন্তু এদের হাঁটবার ক্ষমতা দেখে আমি একেবারে অবাক হ'য়ে গিয়েছিলাম! তাদের কড়াপড়া মোষের চামড়ার মত শক্ত পা দুখানা দেখে আমার হিংসে হ'ত,—মনে ক'রতাম, কোন যাদুমন্ত্রে আমার চরণযুগলও যদি ঐ অবস্থা লাভ ক'রতে পারে, তবে সে আমার সৌভাগ্য।

ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন ভাল সোয়ার, তবে সে কিন্তু শুধু তাঁর আপন ঘোড়ার পিঠে। লাগাম জোড়াটা ঘোড়ার উপর ঢিলে হ'য়ে ঝুলত; সোয়ারের এক হাতে থাকত ছাতা, আর অন্য হাতে পানের বাটা ;—ঘোড়া খোশ মেজাজে কখনো দুলকি কখনো কদমে চ'লত। এই দুটি প্রাণীর প্রাণ কোন নিগূঢ় যোগসূত্রে বাঁধা ছিল, একজনকে নইলে অন্য জনের আর চ'লত না। কিন্তু আর কেউ যদি "ব্রাউনের" পিঠে সওয়ার হওয়ার স্পর্ধা ক'রত, তবে আর তার দুর্দশার সীমা থাকত না। না বলা-কওয়া সে এমনি ছুট দিত যে তিনি অবিলম্বে ধূলায় গড়াগড়ি খেতেন। পিঠের বোঝা নামিয়ে ফেলে "ব্রাউন" খুশি মনে শান্ত উপত্যকাভূমিতে সবুজ ঘাসের সমালোচনায় মনোনিবেশ ক'রত। আপন মনিবের সঙ্গে ব্যবহারে কিন্তু তার কখনও কোন ব্যত্যয় হয় নি। তার বয়স হ'য়ে আসছে, বেশী দিন আর হয়তো টিকবে না। এই দুটি জীবনে সেই আসন্ন বিচ্ছেদের কথা আমি যখনই ভাবি, তখনই মনে দুঃখ হয়।

আমার গল্পের খেই কোথায় হারিয়ে ফেলেছি। সেই পর্বত-সঙ্কটের পাশটিতে যেখানে ইন্‌স্পেক্টর সাহেবের পাঁচসিকা দামের চটি আমার পঁচিশগুণ বেশী দামের বুট জোড়াটাকে হার মানিয়ে দিয়েছিল। আবার আমরা হাতীতে উঠলাম। শীতের দিন, দেখতে না দেখতে বনের ছায়া দীর্ঘতর হ'ল। সময়টা বড়দিনের কিছু আগে। ওভার-কোট-পরা আমার চেয়ে, বন্ধু দেখলাম শাল জড়িয়ে বেশ গরমে আর বেশী আরামে রয়েছেন। সকাল ৮টা হ'তে আমরা বেশ ক্রমান্বয়ে চলেছিলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার যাত্রা ক'রলাম। পথ যেন আর শেষ হয় না। আমাদের

বুদ্ধিমান পথপ্রদর্শক "গোঁটিয়ার" তত্ত্বাবধানে সন্ধ্যার পরে যে গ্রামে এসে পৌঁছিলাম, সেটি কিন্তু মোটেই আমার গন্তব্য স্থান নয়। বন্ধুবর এতেও দমলেন না। কাঠ জড়ো ক'রে গন্‌গনে আগুন জ্বেলে আমাদের শ্রান্ত ব্যথিত দেহের বিশ্রাম ও শীত নিবারনের ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে, সেই শীতের রাতে ঘোড়ায়, অন্ধকার বনের পথে আবার ব্যাগ-বোচকা বিছানা-পত্রের তল্লাসে বেড়িয়ে প'ড়লেন। রাত দুপরে ঘোড়ার, পায়ের খট্ খট্ শব্দে লুপ্ত সম্পত্তি উদ্ধারের শুভ সংবাদ আমাদের কানে এসে পৌঁছল। পথ চিহ্নহীন; বনের পথে অন্ধকার রাতে তাঁর এই যাত্রা যে কত বিপদসঙ্কুল, তাঁকে কত কষ্ট যে সহ্য ক'রতে হয়েছিল, সব বাধা বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে কি পরিমাণ সহিষ্ণুতা ও সাহসের পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন, সে কথা, যাঁরা এমন কাজ কোন দিন করেছেন তাঁরাই বুঝবেন, অপরের বোধগম্য হওয়া সম্ভবপর নয়। সকাল হ'ল। আকাশ পরিষ্কার, আর বাতাস কনকনে ঠাণ্ডা। বন পিটনো যাদের কাজ, ভিন্ন ভিন্ন দলে একত্র হ'য়ে তারা তাদের সামান্য রন্ধনের আয়োজনে ব্যস্ত হ'য়েছিল। জ্বালানি কাঠের অভাব ছিল না। শীত এমনই বেশী যে আগুন না পোয়ালে বসা যায় না। শিকারীরা ফিরে এসে তাদের অনুসন্ধানের ফলাফল আমাদের জানালে। বেলা দশটায় আমরা যাত্রা করবার জন্য প্রস্তুত হ'লাম। যেখানে ব'সে আমাকে ঘাঁটী আগলাতে হবে, পাহাড়ের সেইখানটিতে পৌঁছতে অনেক আয়াস ক'রতে হ'ল। পথ দুর্গম, দুরারোহ আর বিপজ্জনক। ইনস্পেক্টর চটি খুলে ফেলে একখানা পাথর হ'তে আর এক খানাতে পা রেখে কাঠবেড়ালীর মত সহজে উঠে গেলেন! শিকারীরাও অনায়াসে তাঁকে অনুসরণ ক'রলে। গন্তব্য স্থানে পৌঁছবার সেই সংকীর্ণ দুর্গম পথে, আমি দুই একবার উল্‌টে প'ড়তে প'ড়তে কি রকম যে বেঁচে গেছি, সেই কথা মনে হ'য়ে গা-টা শিউরে উঠতে লাগল। শিকারীর মধ্যে কেউ কেউ ছিল, যাদের পরনে পাতার পরিচ্ছদ। কোমর হ'তে এই ঘাগরাগুলি তাদের হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছুত। গাছের পাতা কোনো গাছের সূতো দিয়ে একত্রে সুন্দর ক'রে সেলাই করা। এগুলি দেখতে সুশ্রী; তা'ছাড়া সাধারণ কৌপীনের

চেয়ে কাজের, ভব্য ও লজ্জানিবারক। এই শিকারীরা কাছেই কোন পাহাড় হ'তে আমাদের কাজে নেমে এসেছিল। তাদের আদিম অভ্যাসগুলি এখনও ত্যাগ করে নি। দু-একজন ছাড়া প্রায় সকলেরই অঙ্গসৌষ্ঠব দর্শনীয়। যদিও পরিধেয় বস্ত্র অতি সামান্যই ছিল, তবু তাদের সুগঠিত দেহসৌন্দর্য তাদের লজ্জা ও শীলতা দুই রক্ষা করেছিল।

শিকারীদের বাঘ খুঁজে বার করবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। যাকে তারা খুঁজে ফিরছিল, সে কিন্তু ইতিমধ্যে সবারি চোখে ধূলো দিয়ে অন্য পথে চ'লে গিয়েছিল। আমরা যখন তার পলায়নের পথ আবিষ্কার করবার জন্যে ঘুরে মরছি, সে ততক্ষণে আধক্রোশ দূরে একটি পাহাড় পার হ'য়ে গিয়ে আর একটি জন্তু মেরে বসে আছে! কি দুঃসাহস আর ধৃষ্টতা! তাকে ফাঁদে ফেলবার জন্যে একটি মহিষ বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। একজন শিকারী তাকে জল খাওয়াতে গিয়ে দেখে, তার ইহজীবনের সব তৃষ্ণা মিটেছে: বাঘ তার ঘাড় মট্‌কে রক্তপান ক'রে কিছু দূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছে, তখনও তার ঘাড় ব'য়ে রক্ত ঝরছে। একজন শিকারী বাঘের পায়ের চিহ্ন ধ'রে যেখানে মহিষ বাঁধা ছিল সেইখানে নিয়ে আমাদের উপস্থিত ক'রলে। চারিদিকের পাহাড়-জঙ্গল পেটানো হ'ল, কিন্তু সুফল পাওয়া গেল না; আবিষ্কার হ'ল যে হত্যাকাণ্ড সমাধা ক'রে ব্যাঘ্র মহাশয় আর সেখানে প্রতীক্ষা করেন নি, অগ্রসর হ'য়ে গেছেন। সেদিনটি দিব্যি ঠাণ্ডা ছিল, দীর্ঘ ভ্রমণের অনুকূল। আগেও যে ধরা প'ড়তে প'ড়তে তিনি বেঁচে গেছেন, তার কারণ তাঁর কৃশ-কায়া। সেদিন শিকারে আমরা একটি প্রকাণ্ড সম্বর লাভ করেছিলাম। সে পাহাড়ের গা বেয়ে দৌড়ে উপরে উঠছিল; আমার '৪৫০ নম্বরের কর্ডাইট গুলিতে মেরুদণ্ডে আঘাত পেয়ে সে গড়িয়ে নীচে নালায় প'ড়ে গেল। তার শরীরের চামড়া নানা দাগে পরিপূর্ণ, একেবারে ক্ষতবিক্ষত। তবে আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ সুন্দর শৃঙ্গযুগল সম্পূর্ণ অক্ষত ছিল।

সেবারের যাত্রা যথাসম্ভব সার্থক হয়েছিল। ব্যাঘ্র, ভাল্লুক, সম্বর আমার লভ্য হয়েছিল। তা ছাড়া বিশ ক্রোশ পার্বত্য পথের অনেক

জ্ঞান অর্জন করেছিলাম। পরে এই বিজ্ঞতার সাহায্যে মৃগয়ার ক্ষেত্র মনোনীত করবার সুবিধা ঘটেছিল। যে সকল বন্ধু লাভ হয়েছিল, তাঁদের সাময়িক ব'লতে পার, কিন্তু তাঁদের নইলে শিকারে সে সময়ে কিংবা ভবিষ্যতে কখনই সিদ্ধি লাভ হ'ত না। আর অরণ্যবিভাগের সেই কর্মচারীর মত বন্ধুলাভ জীবনে সহজে হয় না।

বিপদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে তার সম্বন্ধে মনে তাচ্ছিল্যের সঞ্চার হয়। বিপদের অংশীদার, দুঃখের সরিক, এদের সঙ্গে মনে প্রীতিবন্ধন যেমন দৃঢ় হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। তোমার সাথী-সঙ্গীদের সঙ্গে সমভাবে যদি আরাম ভোগ ক'রে নাও, তা হ'লে, শুধু মৃগয়াযাত্রা কেন, যেখানেই যাও না কেন, আনন্দের আর আরামের কিছুরই কোন অভাব কখনও হবে না।

অরণ্যবিভাগের কর্মচারীর মনে পাদুকা সম্বন্ধে চটির শ্রেষ্ঠত্ব কেমন ক'রে অধিকার স্থাপন করেছিল, সে কথা না ব'লে আজকার কাহিনী শেষ করা যায় না। তিনি চুপচাপ একটা গাছের কাছে দাঁড়িয়েছিলেন। কোনও শার্দুল-প্রবরের সে পথে আসবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না, কেননা শিকারের সব চেয়ে সুবিধাজনক জায়গাগুলি তাঁর প্রভু ও তদীয় বন্ধুবর্গ অধিকার করেছিলেন। এমন সময় স্বপ্নদৃষ্ট দৃশ্যের মত অতি সুস্পষ্ট গতিতে, শান্ত পদক্ষেপে শার্দুলরাজ এসে একেবারে তাঁর সম্মুখে আবির্ভাব! এ যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! দ্বিধামাত্র না ক'রে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়ে এক দৌড়ে তিনি নিকটবর্তী গাছের কাছে উপস্থিত হ'লেন। চটিজোড়া পা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এক লাফে তিনি গাছে চ'ড়ে ব'সলেন। মুহূর্তমাত্র বিলম্ব হ'লে এ কাহিনী আর তাঁকে ব'লতে হ'ত না, কেননা ব্যাঘ্রবীরও পশ্চাদ্ধাবন ক'রে তাঁর ঘাড়ে পড়বার মতলবে লাফিয়ে উঠেছিল। আর একবার অরণ্যপ্রহরীদের সঙ্গে নিয়ে পার্বত্য বনপ্রদেশের মধ্যে দিয়ে চলেছেন, বিপদের কোন সম্ভাবনার সন্দেহ মাত্রও মনে উদয় হয়নি, হঠাৎ একটা চাপা হুঙ্কার শুনে সদলবলে স্থির হ'য়ে দাঁড়ালেন,— দেখলেন প্রায় ষাট হাত দূরে একটি বাঘ দিবা দ্বিপ্রহরে সদ্যোনিহত
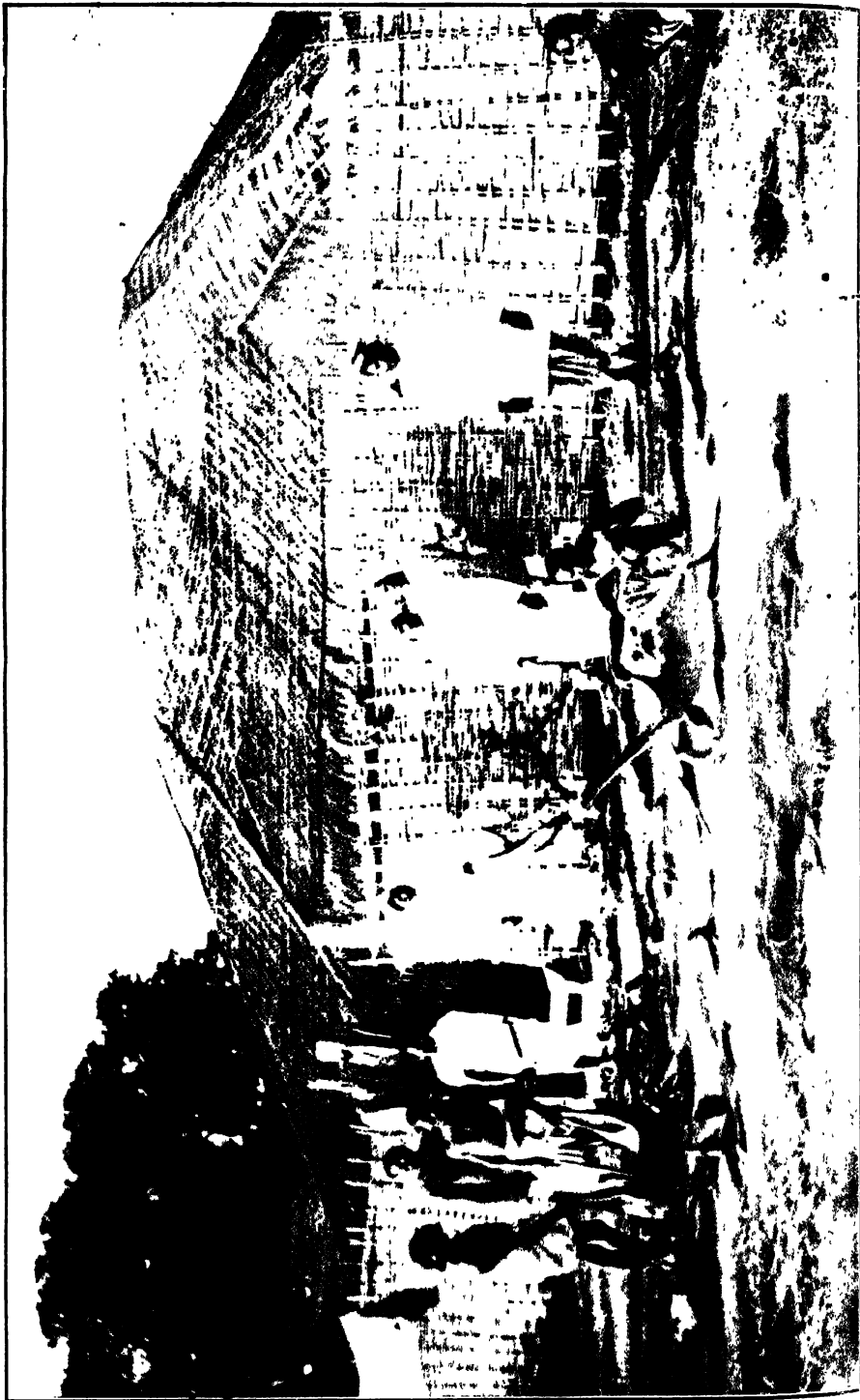
সম্বরমাংস আস্বাদনে তৎপর। তখনও আক্রমণের ভঙ্গীতে ব'সে আছে। সে মুহূর্তে ইন্‌স্পেক্টার দেখলেন যে, সে অধীর ভাবে লাঙ্গুল আক্ষেপ আরম্ভ করেছে, তৎক্ষণাৎ চটিজোড়া ফেলে গাছে উঠবার পথ দেখালেন। অনুচরগণও বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁর পদানুসরণ ক'রলে। এবারেও বিলম্ব হ'লে বিপদ ঘ'টত। কারণ, শার্দূলরাজ স্বীয় একাধিপত্যের ক্ষেত্রে অপরকে অনধিকার চর্চা ক'রতে দেখে, রাজকীয় প্রাতরাশের বিঘ্নকারী-দিগের শাস্তি-বিধানের অভিপ্রায়ে সরোষে লম্ফের পর লম্ফ দিয়ে উদ্দাম সমুদ্রতরঙ্গের মত অব্যাহত প্রভাবে অগ্রসর হ'য়ে আসছিলেন।

এক দিন নিঃশব্দে একটি মহিষাসুর (Bison)-অন্বেষণ চেষ্টায় তাঁর চটিজোড়া গাছের তলায় ফেলে যান। নীচে উপত্যকায় নেমে যেতে হয়েছিল। ফিরে যখন পাদুকার সংস্থান ঠিক ক'রতে পারেন নি, তখন তাঁর মুখে যে দুঃখের ভাব প্রকাশ হয়েছিল, তাহা আমি কখনও ভুলতে পারব না। চটির সন্ধানে রীতিমত শিকারীর দল সাজিয়ে পাঠান হ'ল। ভ্রষ্ট-পাদুকা-সম্মিলনে তিনি যেমন উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেছিলেন, বিরহিনী পক্ষিবনিতা সুদীর্ঘ প্রবাস-প্রত্যাগত দয়িতের সন্দর্শনে তেমন আনন্দিত হয় কি না সন্দেহ।

এবারকার মৃগয়াযাত্রার শেষ ঘটনা বর্ণনাযোগ্য। রঙ্গভূমিতে শেষে প্রায়ই প্রহসন অভিনীত হ'তে দেখা যায়। আমরা কোনও কৃষকের গোলাবাড়ীতে গিয়ে পৌঁচেছিলাম। অতি সুন্দর পরিপাটী, চারিদিকে পাহাড়ের বেড়া দিয়ে ঘেরা। সেখানে গিয়ে শোনা গেল, ক্রোশ-কত দূরে একটা হত্যাকাণ্ড হ'য়ে গেছে। অর্ধচন্দ্রাকারে অগ্রসর হ'য়ে আমরা অনেকখানি পথ অতিক্রম ক'রে এসেছিলাম। কথা ছিল কপিলাশে গিয়ে বিশ্রাম ক'রব। আর সেখান হ'তে সকালের সেই পঁচিশ ক্রোশ বিচিত্র সুন্দর পথ বায়ুরথে আরোহী হ'য়ে রেলওয়ে ষ্টেশনে প্রত্যাগমন ক'রব। কলনাদিনী তন্বী একটি গিরিনদীকে পথ ভুলিয়ে ক্ষেত্রের মধ্যে ডেকে আনা হয়েছিল। সেও এই যত্নরক্ষিত বিশাল প্রান্তর-পথে সানন্দে গান গেয়ে চলেছিল। প্রচুর ফল ফুল শস্যে গ্রাম্য কুটীরখানি কমলালয়ের

মত লক্ষ্মীশ্রীসম্পন্ন। বনের মধ্যে তাঁবুর নীচে, কিংবা ভাঙাচোরা খোড়ো ঘরের আশ্রয়ে কষ্টের দিন যাপন করবার পর এই শান্তিনিকেতন ছেড়ে যেতে আমার একটুও মন ওঠেনি। অনিচ্ছাসত্ত্বে তবুও যাত্রা ক'রতে হ'ল। প্রথমে বায়ুরথে বাহিত হ'য়ে অত্যল্প সময়ের মধ্যেই পাঁচ ছয় মাইল পথ অতিক্রম ক'রলাম। সেখানে গজরাজ আমার প্রতীক্ষায় ছিল। তার পৃষ্ঠে আরোহণ ক'রে মন্দমন্থরগতিতে মাচানের কাছে উপস্থিত হ'লাম। আকাশে চাঁদের হাট বসেছিল। চারিদিক আলোয় আলোয় যেন উথলে পড়ছিল। তার উপর বনের মধ্যে শীতের প্রকোপ অধিক ছিল না। একলাটি শান্তভাবে ব্যাঘ্রের প্রতীক্ষা করছিলাম। তাঁর আবির্ভাবের আশা বড় ছিল না, কেননা যেমন বিলম্বে সমারোহে ও সশব্দে আমাদের আগমন হয়েছিল তাতে এ-জাতীয় জীব বড় একটা দেখা দেয় না; গা-ঢাকা দিয়েই থাকে। রাত্রি যখন নয়টা, বনপথে চন্দ্রালোকের দূর সম্পাতে মৃতমহিষের সংস্থান-প্রদেশটি অস্পষ্ট অদৃশ্যপ্রায় হ'য়ে এল। অদৃশ্যপ্রায় কেন অদৃশ্যই হ'য়ে গেল; কেবল আমার অনুভূতির মধ্যে তার স্মৃতি জাগরূক রইল। বাহিরে দৃশ্যের মধ্যে সমস্ত চিহ্নই বিলুপ্ত হ'য়ে গেল। ছায়ায় আত্মগোপন ক'রে, একটি জন্তু মৃত মহিষের কাছে লঘু পদশব্দে অগ্রসর হ'য়ে আসছিল। দেহগৌরব সম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণা করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু কে ব'লতে পারে, এই শ্বাপদ জন্তুটি অপরের অপেক্ষা সাবধানী নিঃশব্দচারী কি না? আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম, আগন্তুক মহিষটাকে ধ'রে টানাহেঁচড়া করছে। দেখলাম কিংবা মনে হ'ল দেখলাম, যেন এই ভক্ষকের ছায়ায় তার পৃষ্ঠদেশ দুরূহ চেষ্টার পরিশ্রমে কেঁপে কেঁপে উঠছে। কিন্তু যতই চেষ্টা করি না কেন, এর বেশী আর কিছু দেখা গেল না। আলো যে আরও উজ্জ্বলতর হবে, তার কোন আশাই ছিল না, কেননা চন্দ্রদেব যে পথে যাত্রা করেছিলেন, সেটি তাঁর অস্ত-পথ; ফিরে আসার প্রতীক্ষা করা একেবারেই ব্যর্থ। সেই জন্য সেই নিশাচর ছায়া-মূর্তিকেই ব্যাঘ্র কল্পনা ক'রে বন্দুক ছাড়লাম। বন্দুকের শব্দের তীব্র প্রতিধ্বনির সঙ্গে একটি ভীষণ আর্তনাদ বনভূমিকে যেন বিদীর্ণ

ক’রে দিলে। আহত জন্তুটি বাঘ নয়, হায়েনা (Hyaena)! যে নাটকে আমি আপনাকে নায়ক-গৌরবে ভূষিত ক’রে তুলতে উৎসুক ছিলাম, এতক্ষণে সেটি হাস্যকর প্রহসনে পরিণত হ’ল। কোথায় আরণ্য-সামন্তাধিপতি শার্দূল, আর কোথায় দুগ্ধপোষ্য শিশুর ক্রন্দনানুকারী হায়েনা। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমার নিমন্ত্রণ-কর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হ’ল। ব্যাপার শুনে আমার সঙ্গে তিনিও প্রাণ খুলে হাসিতে যোগ দিলেন। হাসি আমি হাসলাম বটে, তবুও ব্যাপারটা অন্য রূপ হওয়াই মনে মনে কামনা করেছিলাম।

১১ই জানুয়ারি, ১৯১৮।

স্নেহের অলকা কল্যাণ,

এখন একবার চল আমরা বাঙ্গালার সমতলভূমিতে ফিরে যাই। সে আমার দেশ—স্নাইপ, হংস, বরাহ আর, চিতার বিচরণ-ভূমি। এরি মধ্যে যে-জায়গা তোমরা ভাল ক’রে জান আর দেখেছ, আমি তারি কথা ব’লব। ব্যাঘ্রাবতার আর মহিষাসুর—‘চলন’-বিলে জলাভাব আর চারিদিকে পাটের চাষের পরিপাটী প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই—প্রবাসে অনুকূল উপনিবেশ-স্থাপন মানসে স্থানান্তরে যাত্রা করেছে।

স্নাইপ।

স্নাইপ সেখানে দেরী ক’রে আসে, কিন্তু যখন তারা আসে তখন মেঘমালার মতই সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন ক’রে দেখা দেয়। কলিকাতা হ’তে অধিক দূর নয়। ইচ্ছা ক’রলে ১২ই আগষ্টের পূর্বেই দু’চার জোড়া হস্তগত করা চলে। কিন্তু তাতে বড় বিশেষ লাভ নেই, গৌরবও অল্প; যদি এ ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম উপস্থিতির আনন্দটা গণ্য না কর। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরই স্নাইপ শিকারের সব চেয়ে ভাল সময়, কিন্তু সে সুদূর পল্লীগ্রামে ডিসেম্বর অবধি প্রতীক্ষা ক’রতে হয়। তখন বিশাল বিলখানি পদ্মফুল আর আগাছায় ভ’রে ওঠে। আমার কিন্তু নৌকায় চ’ড়ে শিকার করার চেয়ে পায়ে হেঁটে ঘুরে ঘুরে শিকার ক’রতেই

বেশী ভাল লাগে। পায়ে হেঁটে সোজা গুলি চালাবার সুবিধা অধিক। নৌ-বিহারে বিহঙ্গ-সংহারে আনন্দের অসদ্ভাব হয় না, তবে দুঃখের বিষয় এ সুখ চির দিন রহে না। তালের ডোঙা বড় বিশ্রী, কাজ-সারা ব্যাপার। যখন দুখানা একত্রে বেঁধে নেওয়া হয়, তখনও তার তাল সামলান দায়; কথায় কথায় ভরাডুবি হ'তে চায়। কতবার আমি এই উপায়ে ছোটখাট খাল বিল পার হয়েছি তার ঠিক নেই, তবে একটিবার কোন পৌষ-প্রভাতে একটি খালের অন্ধিসন্ধি আবিষ্কারের অভিপ্রায়ে যাত্রা ক'রে উল্টে প'ড়ে নাকানি-চুবানি খাবার পর হ'তে মনটা কিঞ্চিৎ চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। যে মাঝি লগি বেয়ে আমায় নিয়ে যাচ্ছিল, ডোঙা উল্টে যাওয়াতে সে কিন্তু বিচলিত হয় নি। সে তো ডোঙা আঁকড়ে প'ড়ে রইল, তার পর জল ছেঁচে ফেলে সব ঠিকঠাক ক'রে নিলে। ভিজে কৌপীনে তার মানসিক স্থৈর্যের কোন হানি করেনি। আমি কিন্তু ভিজে কাঁথা হ'য়ে সাঁতার দিয়ে কোন রকমে পারে পৌঁছুলাম। দৃশ্যটি বিশেষ উপভোগ্য হয়েছিল এ কথা ব'লতে পারিনে। জলাভূমি আর ধান-ক্ষেতের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ পথ কায়ক্লেশে অতিক্রম করবার সময় রোদে বাতাসে সব শুকিয়ে ঠিক হ'য়ে যেতেও বেশী সময় লাগেনি।

একবার নাকানি-চুবানি খেয়ে আর কয়েকবার এ বিভ্রাট হ'তে আত্মরক্ষা ক'রে, আমি অবশেষে একখানি ডোঙা নিজে তৈয়ারি করেছিলাম। পিয়ানো বাজাবার টুলের মত তার ঠিক মাঝখানে, চারিদিকে ঘোরে এমনি একটি বসবার জায়গা ক'রে নিয়েছিলাম। তেমন বেশী উঁচু নয়; আর ঠিক জায়গাটিতে ব'সলে ডানধার হ'তে যে স্নাইপ উড়ে উঠত, সহজেই তাদের হিসাব নিকাশ করা চ'লত।' পদ্মবনে তাদের খুঁজে পাওয়া কষ্টসাধ্য ছিল না, কিন্তু যেগুলো আগাছার মধ্যে গিয়ে প'ড়ত, তাদের বা'র করাই হ'ত বড় মুস্কিল। ডোঙাটি যতদূর সম্ভব আগাছার উপর এগিয়ে দিয়ে, ডোঙার উপর হ'তে একটা লম্বা লগি ফেলা হ'ত; তখন মাঝিদের মধ্যে একজন তারি উপর দিয়ে সাবধানে পুলের মত ক'রে হেঁটে গিয়ে পাখী কুড়িয়ে আনত।

একটা দাঁড় নিয়ে সে নিজের টলমল অবস্থা সামঞ্জস্য ক'রে ডুংগিটাকে ঠেলে ঠেলে এগিয়ে চ'লতে লাগল। অনেক সময় তার হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছিল। তার এই গতিবিধি দেখে মনে ভয়ের সঞ্চার না হ'য়ে যায়নি। তাই যতক্ষণে সে নিরাপদে তরি নিয়ে তীরে না পৌঁছুলো, ততক্ষণ মনে সোয়াস্তি পেলাম না। দৈবদুর্ঘটনা হ'তে উদ্ধার করবার জন্যে আমি সর্বদাই একটা লম্বা দড়ি কাছে রাখতাম। কাজটা বিশেষ বিপজ্জনক হ'লেও যারা এ কাজে লিপ্ত থাকত, তারা তেমন কিছু মনে ক'রত না; বেশ সহজ ভাবেই চলাফেরা ক'রত।

আমার একটা Bull Terrier কুকুর ছিল, তার নাম Lucy। সে আমার নিত্য সঙ্গী হ'য়ে উঠেছিল, আর কালক্রমে চমৎকার শিকারী হ'য়ে দাঁড়াল। মারা পাখী সে অতি নিপুণতার সঙ্গে উদ্ধার ক'রে আনত। বাধা দেবার আগেই সে স্নাইপ খুঁজে আনবার জন্যে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে, আগাছায় আটকে একবার মারা পড়বার মত হয়। অনেক কষ্টে তাকে সেবার রক্ষা করেছিলাম। বেচারা Lucy; এতদিনে সে রম্যতর কোন মৃগয়াক্ষেত্রে বিচরণ করছে; আর কখনও ফিরবে না। তবে শ্রান্তিতে মৃতপ্রায় হ'য়ে সে যখন ডুবে যাচ্ছে, তখনও যে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত স্নাইপটিকে মুখে ক'রে রেখেছিল, এ কথা আমি কখনও ভুলতে পারব না।

মহিষের পাল অনেক সময় এই ঘন আগাছায় ঢাকা জলাভূমিতে চ'রতে আসে। তাদের পায়ের চাপে একবার যখন এই গুল্মলতা-আচ্ছন্ন প্রান্তর ভেঙে গিয়ে গলিপথের সৃষ্টি করে, তখন সে-পথে সহজেই ডোঙা চালিয়ে যাতায়াত করা যায়। একদিন এমনি এক দল মোষ বিলের উপর চরছিল, আর যখনি আমার গুলির আওয়াজ হচ্ছিল তখনই চম্‌কে উঠে পা ছুঁড়ে এই আগাছার রাশি চাপা দিয়ে দাবিয়ে দিচ্ছিল। তাদের এই ভয় আর এ ভয়ের অভিব্যক্তি দেখতে ভারি মজার। স্নাইপগুলিকে আমার দিকে তাড়িয়ে আনবার জন্যে অন্য নৌকায় আরও জন-কত লোক ছিল। আমি এই মহিষের পালকে

শাসনে রাখবার জন্যে তাদের পাঠিয়ে দিলাম, আর আমি নিজে আমার আস্তানা বদল ক'রে এই সুযোগে অতি সহজেই অনেকগুলি স্নাইপ মারলাম।

কোনো কোনো ঝিলে আগাছায় ভরা ঘাসে ঢাকা চলন্ত কতকগুলি দ্বীপ থাকে। সূর্যের তাপ যখন অত্যধিক হয়, স্নাইপের ঝাঁক গিয়ে তারি মধ্যে আশ্রয় নেয়। চুপি চুপি নৌকা বেয়ে তার কাছে যেতে হয়। অবশ্য পাখীর ঝাঁকটা উড়ে কোন দিকে গেল, আগে সেটা ঠিক ক'রে রাখা আবশ্যক। কতকগুলো পাখী আবার অত্যন্ত কাছে থাকে। হঠাৎ উড়ে উঠে তোমাকে চম্‌কে দেয়, ফলে প্রাণ নিয়ে পলায়ন করে। ঘুরে ব'সে তাদের মারবার চেষ্টা করা সব সময় নিরাপদ নয়। ছোট মাছ ধরা নৌকা উল্টে যাবার সম্ভাবনা অধিক। তা যদি হয় তবে গভীর বিলে বিপদ ঘটা বিচিত্র নয়।

একজন বন্ধু আমাকে একবার একখানি নৌকা উপহার দিয়েছিলেন। সেখানি খাট দাঁড় দিয়ে বাইতে হয়। আমি তার তলাটা দুধারে সমান ক'রে দাঁড় বাইবার আর লগি চালাবার দুই ব্যবস্থা ক'রে, বসবার জায়গা লাগিয়ে নিয়েছিলাম। যাঁরা এ বিষয়ে বোঝেন তাঁরা বলেছিলেন, হাঁস শিকারের পক্ষে নৌকাখানি নিরাপদ। সেই স্মরণীয় দিনে আমাদের বিলে অনেক হাঁস আর লালসেরা এসে জমা হয়েছিল। বিলটি লম্বা চওড়ায় দু ক্রোশ। চারিদিকে তার পদ্মফুলের পাড় আর শরবণের আঁচল। এই নূতন নৌকায় এক দিন আগাছায় ঘেরা গলিপথ পেরিয়ে আমরা স্ফটিকস্বচ্ছ জলের মধ্যে দিয়ে পাখীর মত সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতে যেন উড়ে চলেছিলাম। বন্দুক আমার হাঁটুর উপর শুয়ে বিশ্রাম করছিল। চারশো হাত গেছি বোধ হয়,—কিন্তু জানিনে কেন, হয়তো বা সব শিকারীরাই একটু কুসংস্কারাপন্ন,—যাই হ'ক আর যে কারণেই হ'ক, কিছুক্ষণ পরেই আমার মনে হ'ল বিপদ সম্মুখে। যদিও এ আশঙ্কাকে আমি প্রশ্রয় দিইনি তবুও কিছুতেই সে মনোভাব দূর ক'রতে পারলাম না, বরং ক্রমশঃই বেড়ে চ'লল। তাই মাঝিকে আমি ফিরবার হুকুম

দিলাম। আগাছার মধ্যে দু-চারটা ক'রে অনেকগুলি স্নাইপ মারলাম। দ্বীপটা প্রায় দু'শ হাত দূরে। আমরা সানন্দে সত্বরগতিতে এগিয়ে চলেছি। একটা চলন্ত দ্বীপের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় একটি স্নাইপ আমার ডান হাতের দিক থেকে উঠে, পিছনের দিকে উড়ে চ'লল। আমি ঘুরে ব'সে গুলি মারলাম, পর মুহূর্তেই জলে প'ড়ে প্রাণপণ চেষ্টায় প্রাণরক্ষার জন্যে সাঁতার দিতে হ'ল। ফিরে দেখি মাঝিকেও তাই ক'রতে হয়েছে। "সাধের তরণী" কোথায় অন্তর্ধান করেছে তার ঠিক নেই। চারিদিকে কেবল তার গতজীবনের সাক্ষ্যস্বরূপ কতকগুলি মৃত স্নাইপ মাত্র ভেসে বেড়াচ্ছে। শিকারের ভারী জুতো পায়ে সেই আগাছার মধ্য দিয়ে সাঁতার কেটে চলা হতাশের আক্ষেপে পরিণত হবে ব'লেই মনে হচ্ছিল। আমি তবু আমার আহেল বিলাতী নূতন Holland and Holland'এর লম্বা-নল বন্দুক আঁকড়ে চ'লেই ছিলাম। কিছু দূরে কাদায় পোঁতা লম্বা লগিটার কাছে যদি কোন মতে পৌঁছতে পারি তারি চেষ্টায় ছিলাম। তখন আমার অবস্থা "শ্রান্তি আসে জীবন ব্যাপিয়া"। এই লগিগুলিতে জাল শুকুতে দেওয়া হয়, কাদার মধ্যে খুব গভীর ভাবে পোঁতা থাকে। কোনরূপে এরি একটির কাছে পৌঁছতে পারলে জীবন নিরাপদ হবার সম্ভাবনা! যদিও এ সম্ভাবনা ক্রমশঃই হ্রাস হ'য়ে আসছিল, তবু আমি বিচলিত হই নি। ইতিমধ্যে আবার আমার দক্ষিণ চরণখানি আগাছার মধ্যে আটকে গিয়েছিল। আমার নৌকার মাঝিটির অবস্থা যে আমার চেয়ে কিছু সুবিধাজনক হয়েছিল তা নয়; যদিও তার ডোর কৌপীন ছাড়া দ্বিতীয় পরিধেয় ছিল না। আর আমার বিলাতী বুট ও শিকারীর দুর্ভর পরিচ্ছদ, সহজে গা-ছাড়া করা কঠিন। তবু মাঝি বেশী জড়িয়ে পড়েছিল। সে-ই অবশেষে ডুবো জল কি না দেখতে গিয়ে আবিষ্কার ক'রলে—মাটি লাগাল পেতে পারে, জল তার নাক বরাবর আসে। সে চীৎকার ক'রে আমাকে তার অবস্থা জানালে। হাত দশেক দূরে শুধু তার মুখখানা টোপা পানার মত ভাসছিল। মরি-বাঁচি অবস্থায় কোন মতে আমি তার কাছে গিয়ে পৌঁছুলাম। দুঃখের দোসর দুজনায় কিছুক্ষণ

সেখানে সেই ভাবে রইলাম। তার পর জেলেরা এসে আমাদের উদ্ধার ক'রলে। পৌষের হাড়ভাঙ্গা শীতের ভোর বেলা; তার উপর অবস্থা যা, তা তো পাঠকের অবিদিত নেই; এই অবস্থায় অর্ধ ক্রোশ পথ হেঁটে যেতে হ'ল। দৃশ্যটি কাব্যের অনুকূল হয়নি তা বলাই বাহুল্য। রাজকবি টেনিসন কোন মৎস্য-কুমারের শৈবালে আবদ্ধ হবার কথা বর্ণনা করেন নি।

আমার বন্দুক যাঁরা গড়েছিলেন তাঁদের বাহাদুরি ব'লতে হয় যে, এমন অবস্থায়ও এক বিন্দু জলও তার ঘোড়ার মধ্যে ঢুকতে পায় নি। এই বিপত্তির দুদিনের মধ্যে ম্যান্টন কোম্পানী সব কল কব্জা খুলে সপ্তাহ কাল রেখে দিয়েছিলেন, কিন্তু এ ভাবের কোন চিহ্নই আবিষ্কার ক'রতে পারেন নি।

এবারের ও আর একবারের দুর্ঘটনা হ'তে মনে ক'রো না যেন, স্নাইপ-শিকার বিপজ্জনক ব্যাপার। আমি একটা বিলের ধারে ধারে শিকার ক'রে চলেছিলাম। গত অভিজ্ঞতা হ'তে জানা ছিল এর মধ্যে কোন্ কোন্ জায়গা বিপদসঙ্কুল। সেগুলি আমি এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করে-ছিলাম। তবে সব সময় তো আর মাটির দিকে চেয়ে হাঁটা চলে না। বিশেষ, শিকার ক'রতে হ'লে উপর-নজর দরকার। হঠাৎ বুঝলাম আমার কোমর পর্যন্ত কাদায় পুঁতে এসেছে আর আমি ক্রমশঃ ডুবে যাচ্ছি। অসময়ে এই রসাতলে যাত্রা বড় বাঞ্ছনীয় মনে করি নি। বিশেষতঃ, প্রথমেই তার যে বিরস পূর্বস্বাদ পাওয়া গেল তাতে উৎসাহ বৃদ্ধি হবার কথা নয়। এই সম্ভাবনা নিবারণ করবার জন্যে আমি হাত দুটো ডানামেলা চিলের মত দুধারে যত দূর চলে সোজা ক'রে ছড়িয়ে দিলাম। শিকারীরা আমার দুরবস্থা দেখে ভারি ভীত হ'য়ে প'ড়ল। তার মধ্যে একজন তার ধুতি খুলে আমার দিকে ফেলে দিলে, আর সবাই মিলে টানা-হেঁচড়া ক'রে বোতলে এঁটে যাওয়া ছিপির মত আমায় তুলে বার ক'রে আনলে। গর্তটি অবিলম্বে পূর্ণ হ'য়ে গেল। সে পথে রসাতলে উঁকি দিয়ে দেখবার আর আমার সুযোগ হ'ল না।

সাপের কথা যদি বল, দু-বার ছাড়া আমি কখনও বিষাক্ত সাপের সংস্পর্শে আসি নি। জুতা মোজা পরা থাকলে এ পরশ কিছু ক'রতে পারে না। তবু সত্যি কথা ব'লতে গেলে এ অবস্থায়ও আমার ভয় হ'ত, কিন্তু যে দু-বার দেখা হয়েছিল নদী তীরে নয়, মাঠভূমিতে। তারা কালসাপ; মাঠের আলের উপর শুয়েছিল। সময়ে আবিষ্কার ক'রতে পেরেছিলাম ব'লে ৮ নম্বরের গুলি দিয়ে তাদের খণ্ড খণ্ড ক'রতে পেরেছিলাম; যদিও অত নিকট সান্নিধ্য সুখকর মনে হয়নি। কত জায়গায় ঘুরেছি, বিষাক্ত সাপের সঙ্গে এই দু-বার ছাড়া আর একবার দেখা হয়েছিল। সেবারে আমি একটা চিতার পিছু নিয়েছিলাম। একটা বাঁশঝাড়ের মধ্যে চুপচাপ মোড়ায় ব'সে আছি, হঠাৎ পাতার মধ্যে শব্দ পেয়ে চেয়ে দেখি, আমার পায়ের কাছের গর্ত হ'তে একটি গোক্ষুর সাপ বেরিয়ে আসছে! আমার বন্দুকে কোন কাজ দিত না। আর সাপটি এতই কাছে এসেছিল যে তাকে ঘাঁটাতে সাহস হচ্ছিল না, পাছে সে ভয় খেয়ে আমাকে আক্রমণ করে। তাই নিঃশব্দে নিশ্চল অবস্থায় শ্বাস রোধ ক'রে, তার গতিবিধি লক্ষ্য ক'রতে লাগলাম। দু-বার আমার কাছে আসবার জন্যে ফিরলে, আর সে সময় আমার সমস্ত শরীর সঙ্কুচিত হওয়া কিছুতেই নিবারণ ক'রতে পারলাম না। তার পর আবার সে ফিরে শিকারীরা যেখানে ১০০ হাত দূরে ঘন আখের ক্ষেত হ'তে বেরিয়ে আসছিল, সেই দিকে এগিয়ে চ'লল। এই সময় একটা ঘাসের চাবলা ছুঁড়ে তার গতিবেগ বাড়িয়ে দিলাম। এর বঙ্কিম কুটিল গতিভঙ্গী বড়ই মনোহারী, যদি না সেই সঙ্গে প্রাণঘাতী হ'ত। আমি চীৎকার ক'রে শিকারীদের সতর্ক ক'রে দিলাম। সেদিনের মত শিকারের সব আশা জলাঞ্জলি দিতে হ'ল ব'লে কিছুই দুঃখিত হই নি।

চৈত্রের শেষে আসামে বাঘ শিকার ক'রতে গিয়ে অনেক সময় বেশ এক ঝাঁক স্নাইপ মারা চ'লত। হাতীগুলি যখন বিক্ষিপ্ত ভাবে আঁকা বাঁকা পথে দীর্ঘ ঘাসের মধ্য দিয়ে যেত, তখন এই জাতীয় পাখী চারিদিক হ'তে উড়ে উঠত; শিকারীদেরও অবাধে গুলি চালাবার সুযোগ ঘ'টত

আমি বাংলা দেশের নামাল জমিতেও এই সময়ে স্নাইপের দেখা পেয়েছি। একবার নববর্ষে হালখাতার সময় ট্রেণ যখন খালের পাশ দিয়ে চলছিল, তখন শুকনা আর শিলিগুড়ির মাঝপথেও এদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। আমাদের "নিজ বাসভূমে", হরিপুরে, বিলের শুষ্ক ঘাসের মধ্যেও ঐ সময় দু এক জোড়ার দেখা পাওয়া যায়। মোহনলাল হস্তিপ্রবর খাটো পথে যাবার জন্যে বিলের শুকনা ডাঙার উপর দিয়ে চলেছিল। হঠাৎ স্নাইপের ডানার শীষ দেওয়ার মত শব্দ আমার মন আকর্ষণ ক'রলে; চেয়ে দেখলাম, এক জোড়া বেশ হৃষ্টপুষ্ট স্নাইপ অন্য দিক দিয়ে উড়ে পালাচ্ছে। সেই পথে পর বৎসর যাবার সময় ঠিক সেইখানটিতে স্নাইপ সন্ধান ক'রতে গিয়ে আবার এক জোড়া আবিষ্কার হ'ল। এরা সেই গত বৎসরের পরিচিত দম্পতি কিনা কে বলতে পারে?

বাংলা দেশের চারিদিকে অনেক সুবৃহৎ পুষ্করিণী দেখা যায়। এর এক একটির বিস্তার পাঁচ, সাত বিঘা জমির বেশী হবে তো কম নয়। গ্রামের বাহিরে বিল ও জলাভূমির সুবিধা নিয়ে কোন্ সত্যযুগে, ক্ষেতে জল দেবার জন্যে এগুলি কাটা হয়েছিল। এখন আর কেউ তাদের সংস্কারাদি করে না, পানায় আর ঘাসে ভ'রে উঠছে, গোচারণ-ভূমিতে পরিণত হয়েছে। এরি নিভৃত নিরালায় নিরাপদ আশ্রয়ে স্নাইপেরা সুখে বসবাস করে। দু-এক গুলি করলেই ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে উঠে জলের মধ্যে পড়ে অন্তর্ধান হয়। তখন তাদের তাড়িয়ে বার করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে—লম্বা একটা দড়ি দুধার হ'তে জলের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া। যদিও এটা সদুপায় বলা চলে না, কেন না আশানুরূপ ফল লাভ হয় না।

যদি পাখীদের বিশেষ ক'রে পরিচয় নেবার সুযোগ নাও ঘটে, তা হ'লে তারা কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেয় দেখতে পেলে তাদের বসত-বাটীর সন্ধান করা কঠিন হয় না। ভাদ্র মাসে বিশেষ ক'রে, তাদের কখনো ফসল-কাটা ক্ষেতে, কখনো পতিত জমিতে, মাঝে মাঝে পাটের চাষের কিনারায় দেখা যায়। প্রায়ই যখন দেখা যায় মাথার উপর ঝাঁকে ঝাঁকে

শকুন চিল উড়ে বেড়াচ্ছে, তখন বুঝতে হবে তার মধ্যে কিছু কিন্তু আছে, সেখানে প্রায়ই মনের মত শিকারের খোঁজ মেলে। শকুন চিল কিন্তু বড় উৎপাত করে, ওৎ পেতে থাকে, মরা কিংবা আহত পাখীটিকে ছোঁ মেরে নিয়ে পলায়ন করে। মাঝে মাঝে যখন একটু অধিক অনধিকার চর্চা ক'রে বসে, তখন তাদের শাস্তি না দিলে চলে না। চিল যে কি-রকম কাঠ-প্রাণী পাখী তা না দেখলে বিশ্বাস করা সহজ নয়! এই রকম একটি চিলকে কোন রবিবারে চৌর্য কার্যে বমাল ধ'রে সাজা দিয়েছিলাম, তার ডানা ভাঙা যায়, গায়েও আঘাত পেয়েছিল। তাই একজন শিকারীকে তার ভবযন্ত্রণা মুক্ত ক'রে দিতে বলি। শিকারী তাকে এক ডাণ্ডা মেরে ফেলে এসেছিল। মনে করেছিল বুঝি কাজ হাসিল হয়েছে। পরের রবিবারে সেই পথে যেতে দেখলাম, সে তখনও বেঁচে আছে, যদিও মুমূর্ষু অবস্থায়। কেমন ক'রে অনাহারে অতদিন জীবন-ধারণ করেছিল, সে রহস্য এখনও ভেদ ক'রতে পারিনি। একদিনে অনায়াসে অনেক স্নাইপ মারা কঠিন নয়, কিন্তু দুই কিংবা তিন কুড়ির অধিক হত্যা করা অন্যায় মনে করি। প্রায় ত্রিশ বৎসর ধ'রে আমি আর আমার একজন বন্ধু একই বিলে আর জলাভূমিতে শিকার ক'রে আসছি।

জায়গাটি তাঁর খাস জমিদারী। সেখানে তাঁর অবাধ অধিকার। খুসী হ'লে একদিনেই স্নাইপদের সবংশে নিধন করবার কোন বাধা ছিল না। তবু আমরা কখনও যথেচ্ছ হত্যাকাণ্ড ঘটাইনি। তিনি খুব নিপুণ শিকারী হয়েও পরদিনের জন্যে বুদ্ধিমানের মত কিছু সঞ্চয় রেখে আসতেন। সঙ্গে দু-একটি হাতী থাকত। তাই অত্যধিক হাঁটবার পরিশ্রম লাঘব ক'রে, তাজা হ'য়ে অনেক পাখী মারা কিছুই কঠিন হ'তনা, দূরে দূরে ভিন্ন ভিন্ন স্থানেও যাওয়া চ'লত। একদিনের কথা এখনও খুব মনে পড়ছে। যেন কালকার কথা। যে জমিতে আমরা শিকার ক'রে গেছি, ফিরবার পথে সেখানে ঠিক আমাদের পায়ের কাছ হ'তে এক ঝাঁক উড়ে উঠে একটু দূর গিয়েই মাটিতে নেমে প'ড়ল। তাদের এমন শ্রান্ত দেখাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল বহু দূরপথের যাত্রী, সংখ্যায় প্রায় দু'শ। তাদের দেখে বিহার

প্রদেশের একটা দৃশ্য আমার চোখের সম্মুখে জেগে উঠল। একজন কৃষক এক ঝাঁক পঙ্গপালকে বার বার তাড়াবার চেষ্টা করছিল। তাড়া খেয়ে উড়ে উঠে তারা একটু দূর গিয়েই নেমে পড়ছিল। এতদূর হ'তে এমন শ্রান্ত হয়েই এসেছিল যে তাদের আর চলচ্ছক্তি ছিল না। সেদিন আমাদের শিকারের ভাগ্য ভাল ছিল, ইচ্ছা ক'রলে অনায়াসে এদের মেরে একটা ঐতিহাসিক যশ অর্জন করা কঠিন হ'ত না, কিন্তু সুখের বিষয় সে ইচ্ছা আমাদের হয় নি।

চিত্র-বিচিত্র পাখাওয়ালা স্নাইপ দেখতে বড় সুন্দর, কিন্তু তার জন্যে ছররা বারুদ খরচ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাদের পরিচয় লাভ অতি সহজ ব্যাপার। পোষাকের বাহারে আর নেচে চলার ভঙ্গীতে অনায়াসে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সংখ্যাও অল্প। অপ্রত্যাশিত জায়গায় যেখানে তৃণ গুল্ম খুব ঘন, সেইখানে তাদের দেখা পাওয়া যায়। এই জাতীয় দম্পতিদের পতির দল যথাকালের কিছু পরে এসে দেখা দেয়। দল তাদের ভারী নয়, দেখতে এত ছোট যে ত্রিশ চল্লিশ গজ দূরে যেখানে উড়ে ওঠে, সেখানে মারা আর ছাড়া ছুই-ই এক কথা। যাদের পুচ্ছ দেখতে তালপাতার হাতপাখার মত, তারা আগে আসে, আর যায় দেরীতে। আর যাদের ছুঁচের মত সরু লেজ, তারা খুব শীঘ্র উড়ে পালায়। তাদের ডানার কর্তপে যেন বিজুলি খেলে যায়। ভাদ্র আশ্বিনের তপ্ত দিনে শিকার করা সহজ, যদি না বৃষ্টি-ধোয়া রোদের তীব্রতা তোমার মস্তিষ্কের পক্ষে অসহ্য হ'য়ে ওঠে। সে সময়কার স্যাঁতসেঁতে জল-বাতাসে যমের দক্ষিণ দুয়ার একেবারে খোলা থাকে, এই তো প্রবাদ। এ সময়, বিশেষ জোয়ান না হ'লে, যম-রাজার শাসন এড়ান দায়। কেননা তিনি তখন তাঁর দণ্ড উদ্যত ক'রেই রাখেন। শুধু অবয়ব দৃঢ় আর শ্বাসযন্ত্র সবল হ'লেও হয় না। উত্তরাধিকার স্বত্বে অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্যও যদি পেয়ে থাক, তবু শারীরিক নিয়মের সামান্য ব্যতিক্রম করাও চলে না। বাছা কল্যাণ, তুমি ব্রাহ্মণসন্তান, বাল্যাবধি স্বাস্থ্যরক্ষার সমস্ত সহজ বিধি-নিয়ম যদি মেনে চল, তা হ'লে তোমার তিতিক্ষা শীতাতপ হ'তে সর্বদাই তোমাকে রক্ষা ক'রবে।

সূর্যের কিরণ-সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়া প্রথমটা সহজ নয়, কিন্তু এ রৌদ্র-স্নানে কারো কোন ক্ষতি হয় না, যদি না দুর্বুদ্ধিবশতঃ অসংযত হ'য়ে স্বাস্থ্যহানি ক'রে থাকে।

আমার মনে হয়, স্নাইপ মারবার জন্যে 12-bore বন্দুকই যথেষ্ট; যদিও 16-bore বন্দুক হ'তে বিস্ময়কর ব্যাপার ঘ'টতে দেখেছি। তবে সে ভেল্কি-বাজী মানুষের হাতের গুণে, যন্ত্রের বাহাদুরিতে নয়। বন্দুক যাঁরা গড়েন, শুনেছি 16-bore বন্দুকের গঠন প্রণালীতে এমন নৈপুণ্য নিয়োগ ক'রে থাকেন যে কাছাকাছি তার গুলি ৪০ গজের মধ্যে খুব জোরের সঙ্গেই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাতে ফল নির্ঘাত ফলে। মেঘলা কিংবা ঝড়ো দিনে ৪০।৫০ গজের চেয়ে দূরে পাখী উড়ে উঠলে কিছু হওয়া অসম্ভব। সে সময় এই বন্দুক ব্যবহার ক'রতে কারো দ্বিধা হবার কথা নয়। মাঝে মাঝে 12-bore বন্দুক ব'হে নিয়ে বেড়াতে তার গুরু-ভারে হাত দুখানি একেবারে শ্রান্ত হ'য়ে পড়ে। তখন তনুদেহ 16-bore আগ্নেয়াস্ত্র তুলে হাড় যেন জুড়িয়ে যায়, আপনার অজ্ঞাতে আরামের নিশ্বাস পড়ে। কিন্তু তোমার প্রতিপক্ষ পক্ষীরা যদি গৃহপালিত কুক্কুটের রীতি নীতি অনুসরণ করে, উড়ে উঠে নেমে পড়ে, তোমার ক্ষিপ্রতার দারুণ পরীক্ষা নিতে চায়, তখন শস্ত্রের শোভনতা ও তনুদেহের মায়া ত্যাগ ক'রে বিপুল-ভার বহনের জন্যেই মন ত্বরান্বিত হ'য়ে উঠে। বহু বহু বৎসর পূর্বে যখন পাখীর সংখ্যা অধিক ও শিকারীর সংখ্যা স্বল্প ছিল, তখন তন্বী, আর বিপুল-শ্রোণী-ভারাবনতা, দুইয়েরি সঙ্গে লাস্য লীলা চ'লত। এখন কিন্তু মৃগয়াক্ষেত্রে একের পক্ষপাতী হ'য়ে পড়েছি, অপরটি গৃহের নিরাপদ আশ্রয়ে বিশ্রাম করলেই মন নিশ্চিন্ত থাকে। 20-bore এখনও আকর্ষণ-শক্তি-বিহীন নয়। যে-দিনে সে অনেক হতাহত গণনা ক'রতে পারত, আমি বার বার এখনও সে পুরান দিনের কথা ভুলতে পারি নে, কেবলি সে পথে ফিরে ফিরে চাই। একদিন আমরা শিকার-ক্ষেত্রে কিছু সকাল সকাল গিয়ে পৌঁচেছিলাম। কাজ আরম্ভ ক'রতে প্রায় সাড়ে আটটা হ'ল। যখন আবিষ্কার হ'ল, আমাদের সবে পঞ্চাশটি 12-bore কার্তুজের

পরিবর্তে ক্ষীণশক্তি বহুতর কার্তুজ এসেছে, তখন মন নিশ্চয়ই প্রসন্ন হয় নি। প্রতি পদে কখনো একক কখনো বা বহু সঙ্গী সাথী নিয়ে পাখীরা উড়ে উঠে আমাদের মন মুগ্ধ করেছিল। বুঝলাম আজকের দিন বৃথা যাবে না। সেদিন 20-bore আমাদের এম্নি মন যুগিয়ে চলেছিল, ইতি আমাদের এমন দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল যে, দিনের শেষে দিনের ফলাফল গণনা ক'রে মোহ আমাদের বিস্ময়ে পরিণত হয়েছিল। স্নাইপ শিকারের বিশেষ একটি মোহিনী শক্তি আছে। শিকারীর মন এতে পরিতুষ্ট হয়, তবে শার্দূল ভল্লুকাদির বিপজ্জনক শিকারই মৃগয়া-ক্ষেত্রে প্রথম পদবী পাবার যোগ্য। স্নাইপ শিকারে চোখের ও হাতের চতুরতার যে শিক্ষা হয়, তা অন্যত্র হওয়া অসম্ভব। যদিও আগেকার মত এদের সংখ্যা বহুতর নয়, তবুও প্রতি বৎসরই কাছাকাছি সকলেই এদের নাগাল পেতে পারে। এই সম্পূর্ণতা লাভ ক'রতে হ'লে শুধু নিজের সময় দিলেই চলে না, নিজেকেও দিতে হয়। "পাপে মৃত্যু", এ প্রবাদ ভুললে সবই মিছে হয়। জীবন সুন্দর সংযত রাখতে হয়, নইলে সবই ব্যর্থ। বালক বয়স হ'তেই না-দেখে বন্দুক ভ'রতে, আর দু'চোখ খুলে তীর ছুঁড়বার মত ক'রে বন্দুক ছাড়তে অভ্যাস করা ভাল। এতেই পূর্ণ নৈপুণ্য লাভ হয়, এতে চলন-সই রকম কৃতিত্ব লাভ করে,—একটা লাগল, অন্যটা ফসকাল, দেখে ওঃ যাঃ ক'রতে হয় না।

অনেক শিকারী, দুর্ভাগ্যবশতঃ এদের সংখ্যাও বড় কম নয়, অসাবধানতা-বশতঃ স্নাইপ মারতে গিয়ে, মাঝে মাঝে আশে পাশে ক্ষেতে যারা কাজ করে কিংবা গরু চরায়, তাদের গায়ে ছর্‌রা বিঁধে ব্যথা দিয়ে থাকেন। সে জন্যে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করেন না, বরং গৌরব ক'রে থাকেন। বেশ খাতির নদারৎ ভাবে ব'লতে শুনেছি, মাদ্রাজে এ অবস্থায় এক ছর্‌রার জরিমানা চারি আনা মাত্র। যিনি এই জরিমানা ধার্য করেছেন, তাঁকে একবার দেখতে ইচ্ছা হয়, আর টাকা দুয়েক দামের এই গুলিকাধারা তাঁর শরীরখানিতে প্রবেশ করিয়ে দিলে মুখখানায় কি ভাবের অভিব্যক্তি হয়, জানতে ইচ্ছা করে? দেহের কোন্ প্রদেশে এ পরীক্ষা করা বাঞ্ছনীয়, সেটা স্বয়ং নির্বাচন করবার স্বাধীনতা তাঁকে দিতে আমরা সম্মত আছি।

শ্রীযুক্ত 'ল' বন্দুকের অসাবধান লক্ষ্যের ফলে কেমন ক'রে তাঁর ডান চোখটি হারান, সে দুঃখের ঘটনা আজও আমার মনে আছে। এখান হ'তে অনতিদূরে মাঝ-বাংলায় কিছু দিন আগে আর একটি দুর্ঘটনার কথা আজও ভুলতে পারিনি। ভাগ্যবলে আমার ঘাড়ের বাঁদিকে একটা জোর চাপড় ছাড়া বিশেষ কিছু লাগেনি। দোষের মধ্যে না জেনে শুনে আমি আগ্রা অঞ্চলের একজন বড় কর্মচারীকে শিকারে নিয়ে গিয়েছিলাম। একটা স্নাইপ উড়ে উঠল। সে ব্যক্তির শিকারের ধরণ দেখে আমি একটু পিছু হয়েই ছিলাম। গুলি আমার গায়ের চামড়ায় ঢুকতে পারেনি সত্যি, কিন্তু আমার কোট আর কামিজের আস্তিন দু ফুঁড়ে ঝাঁঝরা ক'রে দিয়েছিল। ছেলে বেলায় পাঠশালে গুরুমশায়ের চড়টা চাপড়টা লভ্য হয়েছে। বলা বাহুল্য, সে স্পর্শ একেবারে "পরিশীলন কোমল মলয়সমীরে" নয়। স্বয়ং তার পুনরভিনয় আর কামনা করিনে। তবে এই সব বীর পুরুষের গণ্ডদেশে তার পুনরাবৃত্তি দেখলে মনটা বেশ একটু উৎফুল্ল হ'য়ে উঠতে পারে সন্দেহ নাই।

তার খুল্লতাতের দৃষ্টান্তে আমরা তাকে boy ব'লে ডাকতাম। আইরিশ বংশজাত ছেলেটি দেখতে বড় সুন্দর ছিল। বিলাইতী ব্যারিষ্টার, শিকার ক্ষেত্রে না হ'লেও অন্যত্র খুল্লতাতের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। গাজর-ক্ষেতে Partridge মারতে গিয়ে তিনি একবার গুলি দিয়ে boyএর পায়ের ডিমের গভীরতা পরিমাপ ক'রে দেখবার চেষ্টা করেছিলেন। দৈবাৎ আইরিশ রক্তপাত হয়েছিল সত্যি, তবু boy সুবিধা খুঁজতে লাগল। প্রায় আশী গজ দূর হ'তে ভ্রাতষ্পুত্র পিতৃব্যের খোস-মেজাজের দানের প্রতিদান দিতে ভুলল না। আর একই সঙ্গে যে Partridgeটি সারাদিন ধ'রে কোটের পকেটে ক'রে ব'য়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল, সেটি যতদূর সম্ভব সেইদিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। ক্রীড়াক্ষেত্রে কিংবা ধর্মাধিকরণে, যেখানেই হ'ক, দুখানি নির্মল হাত নিয়ে আসা কর্তব্য। এই হচ্ছে নৈতিক বিধান। Boy সেই মহাজন-পন্থার অনুসরণ ক'রে, আমার মতে উচিত কাজই করেছিল।

আমার বালক বয়সে, আমি একবার অভিজাত মৃগয়া ব্যবসায়ীদের সঙ্গে অভিযান ক'রে, কোনরূপে হত্যাকাণ্ডের হাত এড়িয়ে এসেছিলাম। তারপর হ'তে ঘরপোড়া গরুর রক্তসন্ধ্যায় ভয়ের মত আমি এ বিভীষিকা বাঁচিয়ে চলি। প্রায়ই এই রকম জাঁকাল শিকারে আর যাই না। এ রকম জায়গায় পিছিয়ে প'ড়ে থাকতে হয়। যাঁদের পদ-পদবী বড়, তাঁরাই ভাল জায়গাগুলি অধিকার ক'রে বসেন। আর শিকারীরা মনোযোগের সহিত নির্ভুল ভাবে সেই দিকেই সব শিকার তাড়না ক'রে প্রেরণ করে।

হাঁস শিকার

অনেক দিন দারুণ রৌদ্রে স্নাইপ শিকারের পর আসন্ন শীতের স্নিগ্ধ দিনগুলি যখন হাঁস-শিকারের সম্ভাবনা নিয়ে আসে, তখন আরামের নিশ্বাস না ফেলে পারা যায় না। মানস সরোবরের যাত্রী এই সব হংস-কারণ্ডব স্বল্পদিনের প্রবাসী; এদের শিকার-সংকার তাই দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় না। এখন দেখছি সংখ্যায় এরা দিন দিন হ্রাস হ'য়ে আসছে। পূর্বে আমাদের নিকটবর্তী ঝিলে আর বিলে এই জাতীয় পাখীর মেলা ব'সে যেত। হাঁস, লাল সেরা, পিইংহাঁস, নীল-শীর আরো যে কত জাতের চিত্র-বিচিত্র "বিহঙ্গম স্বর্ণ বর্ণ কেহ", তাদের বর্ণ ও জাতি গণনা ও বর্ণনা করা কঠিন ছিল। শীষ-দেওয়া Teal কিংবা Teal হাঁসদের দিকে আমরা চোখ তুলে দেখতামই না। নীল-পাখা টীল, এম্নি ঝাঁক বেঁধে এত বেশী সংখ্যায় উড়ে উঠত, তাদের পাখার শব্দে মনে হ'ত, বুঝি একখানা ষ্টীমার আসছে। সন্ধ্যার গোধূলি লগ্নে, কনে বউএর মত লাল পোষাকপরা লালসেরা বাড়ীর কাছ পথে এত নীচু দিয়ে উড়ে যেত, যে দু এক গুলিতেই অনেক দিনের জন্য মাংসের অভাব দূর হ'ত। আমি আমাদের ঝিল এই জাতীয় পাখীদের জন্য আশ্রমের মত নিরাপদ ক'রে রেখেছি। নিজেও মারিনে, কাউকে মারতেও দিইনি। কিন্তু তবুও দেখছি বংশ বৃদ্ধি না হ'য়ে লোপের দিকেই চলেছে। তাই ভাবি এরা উপযুক্ত আহার্যের অভাবে দুর্ভিক্ষপীড়িত ব'লেই মারা পড়ছে। মড়কের মত

ত্রিষ্ঠুর' বেগুনি রঙের পদ্মপানার অত্যাচারে এ সব জলাভূমিতে পাখীদের খাদ্যোপযোগী গুল্ম কিংবা ওষধি জন্মে না, বরং মারা পড়ে। তাই এই দুর্দশা।

রাজহাঁসও ছিল অনেক, তাঁদের খুঁজে ফিরে ব্যর্থমনোরথ হ'তে হ'ত না। লুকিয়ে ব'সে থেকে ছোট্ট ডিঙ্গী পাঠিয়ে জল নাড়া দিলে তারা কোন্ পথে উড়ে ওঠে, সেইটুকু লক্ষ্য ক'রলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হ'ত। পদ্মার চড়ায় ঝাঁকে ঝাঁকে গিন্নী ঠাকুরনদের মত যেন পিঁড়ি পেতে ব'সে থাকত, আর কর্তা ব্যক্তিরা ভাঙা গলায় ব'কে ব'কে ঘুরে বেড়াত। একবার তাদের যাত্রার ধীরগতি দৃষ্টি-গোচর হ'লে উঁচু চড়ার নীচুতে গা ঢাকা দিয়ে ব'সে এত সংখ্যায় সংগ্রহ ক'রে আনতে পারতে যে, তোমার শিকারী মন খুসী হ'য়ে যেত। খাবারের খোঁজে তারা নিশাচরবৃত্তিতে অভ্যস্ত। সেই সময় যখন ধানের ক্ষেতে আহারে নিযুক্ত থাকে, চাঁদের অনির্দিষ্ট আলোকে শেষ-রাতের দিকে অনায়াসেই ধরা পড়ে। আমার এক পিতৃব্য-পুত্র 4-Bore বন্দুক দিয়ে এদের ভিড়ের মধ্যে একবার একটা গলিপথ কেটে গিয়েছিলেন, যদিও ব্যূহ রচনাটা জার্মানদের মতই জমাট ছিল। এ কীর্তির পুনরাবৃত্তি আর ঘ'টতে দিই নি। আমি একবার ফাল্গুনের প্রভাতে পদ্মার উপর দিয়ে প্রায় সহস্রাধিক হাঁসকে ফিকে বেগুনি আকাশের গা বেয়ে নিস্কম্প পক্ষে উড়ে আসতে দেখেছিলাম। সে অপূর্ব দৃশ্য জীবনে কখনো ভুলতে পারব না। ফাঁকা খোলা জলাশয়ের উপর দিয়ে রাঙা অস্তরাখাপরা লালসেরা যখন দলে দলে ভেসে আসে, সামান্য বিপদের আশঙ্কায় তেমনি ঝাঁকে ঝাঁকে স'রে পড়ে, সে বড় সুদৃশ্য। লাল পাগড়ী পরা ঐই জাতীয় পাখী ঝাঁকে বড় হয় না। ঘাসে-ঘেরা পদ্মবনে এদের খুঁজে বার করা কঠিন কাজ। শ্বেত-চক্ষু হাঁস কঠিন-প্রাণ পাখী, শরবণে এদের শিকার করায় যথেষ্ট আমোদ পাওয়া যায়। এরা দুটো কি তিনটে এক সঙ্গে উড়ে ওঠে। আর যখন ঘাসের মাথা ছাড়িয়ে যায়, তখন ডাইনে বাঁয়ে দুধারেই গুলি চালাতে পার। আহত পাখীকে কুড়িয়ে নেবার জন্যে এ দেশে থামবার দরকার হয় না। তোমার জেলে

মাঝি তার বহু-ফলা মাছধরা কুঁচ দিয়ে তাদের আটক করবার আশ্চর্য কৌশল জানে। তার সুশিক্ষিত চোখ, জলের উপর সামান্য বুদ্‌বুদ কি ঢেউ দেখে, জলের নীচে পাখীটা কোথায় আছে, সহজেই অনুমান ক'রতে পারে। আমি দেখেছি এরা সহজেই ঘাস-বনে লুকান পাখীকে ঠোঁট ধ'রে টেনে বার ক'রে আনে, ভেসে-চলা পদ্ম কি অন্য জলজ পাতার ফুলে ওঠা আকৃতি দেখে পাখী যে কোন্‌খানে আছে অনায়াসেই আবিষ্কার ক'রে ফেলে।

ভারতবর্ষীয় হাঁসদের মধ্যে ত্রিশূল দেখতে সব চেয়ে সুন্দর। যখন উড়ে ওঠে, আকাশের গায়ে ত্রিশূলের মত দেখায় ব'লেই তার ঐ নাম বাংলা দেশে প্রচার। নরম মেজাজের পাখী অল্প জলেই খেলতে ভালবাসে —গভীর জলের প্রাণীর বিশেষত্ব তার নেই। যেমনই কঠিন-প্রাণ শিকারী হ'ক না কেন, এ পাখীর রূপে বর্ণমহিমায় অলকা-তিলকার বৈচিত্র্যে মুগ্ধ না হ'য়ে পারে না। তবে এ-রূপ পাখীটির পক্ষিণীর নয়। নীল-শিরা পুরুষপাখী (Teal) আর ত্রিশূল এ দুয়ের মধ্যে স্বয়ংবর সভায় কে যে মালা পাবে, এক-নজর চেয়েই বোঝা সহজ !

সাদা Tealরা গাছের কোটরে বাসা বাঁধে দেখেছি। শুনেছি, ভাঙা বাড়ী, ঘরের দেয়ালের ফাঁক, কার্নিসের কোণও এ উদ্দেশ্যে বেছে নেয়। শীস-দেওয়া Tealরা এদের মত দেশান্তরে প্রবাস যাত্রা করে না—বারো মাসই এক গাঁয়ে কাটায়। তাই তাদেরি মত সাদাসিধা গেঁয়ো ধরণের জীব। এই কারণেই এদের সম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য কিছু নেই।

কি ভাবে হাঁস আর Tealদের সম্মুখীন হ'তে হয়, চতুর রাজ-হাঁসকে ঘেরাও ক'রতে হয়, সে সব উপায় তুমি সহজেই আয়ত্ত ক'রতে পারবে। তারা কি আকার-প্রকারের ঝিল বা জলাশয়ে বসবাস করে, সেটা জানা থাকলেই কাজ কঠিন হবে না। তবে তুমি যেমনই নিপুণ শিকারী হও না কেন, আর তোমার অস্ত্রটি যেমনই দামী হ'ক না কেন, পাঁড়া গায়ের শিকারী, যাদের এই ব্যবসায়, যারা এই ক'রেই খায়, কখনই তাদের সমকক্ষ হ'তে পারবে না। সে যে মাথায় ঘাসের চাবলা ঢাকা দিয়ে

সম্মুখে পদ্ম প্রভৃতি জলজ ফুল পাতা শেওলার চলন্ত দ্বীপ ঠেলে ঠেলে এক-পেশে ভাবে কাঁকড়ার মত, নিঃসন্দিগ্ধ পাখীদের একেবারে কাছে গিয়ে পৌঁছায়, আর ঝাঁকে ঝাঁকে মেরে নিয়ে আসে,—সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! একবার পরীক্ষা ক'রে দেখবার জন্য আমি কতকগুলো Spoonbill আর Shoveller (পাটাবুকো হাঁস) আমাদের বাড়ীর পুকুরে ছেড়ে দিয়েছিলাম। Spoonbillটার ডানা ভাঙা ছিল, অন্যগুলি উড়ে না পালাতে পারে ব'লে তাদের ডানার পালক কেটে দিয়েছিলাম। ডানা-ভাঙা পাখী অস্ত্রচিকিৎসায় অল্প দিনের মধ্যেই আরাম হ'য়ে উঠল; কিন্তু তাকে এতটা সুস্থ সবল হ'তে দেওয়া হ'ল না যে পালিয়ে যেতে পারে। কিছু দিনের মধ্যেই তাদের লাজুক বন্যপ্রকৃতি কেটে গেল সত্যি, কিন্তু কিছুতেই তারা পোষা হাঁসদের সঙ্গে 'জল-চল' মেনে নিলে না। রাতেও পুকুরে থাকত, বাদলা দিনে কেবল জল ছেড়ে ডাঙায় উঠত। শীতকাল এলে ভারি চঞ্চল হ'য়ে উঠল, ডানাভাঙা পাখীটি ছাড়া আর সবাই এদিক ওদিকে উড়ে চ'লে যেতে আরম্ভ ক'রলে, যদিও দিনের বেলায় আবার সবাই ফিরে আসত। বসন্তকাল আসবা মাত্র ডানা-ভাঙা পাখীটিকে একা ফেলে সবাই পালিয়ে গেল। পরের আশ্বিনে সংখ্যায় প্রায় দ্বিগুণ হ'য়ে তারা ফিরে এসেছিল। নবাগতগুলি বোধ হয় তাদের পুত্রকন্যা। আবার বসন্ত আসবার আগেই আমরা অন্যত্র চ'লে গেলাম। কাজেই যথাকালে তারা মানস-পথের যাত্রী হয়েছিল কিনা, সে সংবাদ জানবার সুযোগ ঘটেনি!

প্রবাস যাত্রা ক'রতে নীল-শিরা হাঁসের সব চেয়ে বেশী দেরী হয়। বৈশাখের মাঝামাঝি সময়েও এ হাঁস আমি অনেক বার শিকার করেছি। সেই রৌদ্র-প্রখর দিনে এদের নীল আঙরাখাগুলি আরো উজ্জ্বল হ'য়ে সাটিনের মত ঝক্-ঝক্ করে। সেবার আমরা শিকারী তিনজন ছিলাম। জল এত কমে এসেছিল যে, অনেক জায়গায় ভেলা ভাসান চলেনি, হেঁটে পাড়ী জমাতে হয়েছিল। সেদিন আমাদের যা লভ্য হয়, তাতে মন খুসী হ'য়ে গিয়েছিল, কিন্তু ডাঙায় উঠে হাঁটু হ'তে পা পর্যন্ত কি-যে যাতনা

আরম্ভ হয়েছিল সে-কথা আমি কখনো ভুলে যাব না। একজন কৃষকের টোটকা ওষুধে আরাম পেলাম। এর আগে কিংবা পরে আর কখনো এমন হয়নি। যেখানে যাতনা হচ্ছিল সেখানটা সাবান ও গরম জল দিয়ে বেশ ক'রে ধুয়ে অনেকখানি সরিষার তেল দিয়ে যেন প্রলেপ দিলে। বন্ধু দুজনেই বয়সে আমার চেয়ে বড় ছিলেন। তাঁদের এ দুঃখ পেতে হয়নি ব'লে, তখন আমার প্রতি প্রায় কোন সহানুভূতি দেখান নি। পরদিন কিন্তু তাঁদেরও ভাগ্য বিপর্যয় ঘটল, ("চিরদিন কখনো সমান না যায়", মানুষ সে কথা মানতে চায় না)। রাতে ব্যথা আরম্ভ হ'য়ে সারাটা রাত-ভোর দুঃখ দিয়েছিল। পরিণাম-স্মৃতিও সুখকর হয়নি!

তরুণ বয়সে ম-দাদার নিত্য সঙ্গী হ'য়ে যখন ঝিলে বিলে দিনের পর দিন হংস-কারণ্ডবদের বিচরণ-ভূমিতে অশ্রান্ত উৎসাহে হত্যাকাণ্ডের অভিনয় ঘটিয়ে বেড়াতাম, সেই সব দিনের স্মৃতির মধ্যে মাঝে মাঝে ফিরে যেতে ইচ্ছা করে। একদিন আমরা বাড়ী হ'তে বহুদূর গিয়ে পড়েছিলাম। স্থির ছিল সন্ধ্যার প্রাক্কালে ফিরে আসব, কেননা যে জঙ্গলের পথে আমাদের সওয়ার হ'য়ে ফিরতে হবে, তারি আশে পাশে একটি চিতাবাঘ ভারি উপদ্রব ক'রে ফিরছিল। মাঘের প্রারম্ভ, আকাশ মেঘ-লেশ-হীন, দিনগুলি সূর্যালোকিত, চমৎকার রমণীয়। দুটি দেশী টাট্টু আমাদের বাড়ী নিয়ে আসবার জন্য প্রতীক্ষা করছিল। আমি বেলা থাকতেই ডাঙ্গায় উঠেছিলাম, দাদা কিন্তু অনেকদূর গিয়ে পড়েছিলেন। কতকগুলি রাঙা-ঠোঁট, সাদা-গলা, সবুজ-চূড়া-বাঁধা হাঁসের (merganser) পিছু নিয়েছিলেন। এ জাতের পাখী এদিকে বড় বিরল। যখন আমার প্রলুব্ধ চোখের সম্মুখে একজোড়া এই সুন্দর হাঁস সগর্বে দেখাতে দেখাতে বিজয়ীবেশে ফিরলেন, তখন সূর্যদেব পাটে বসেছেন, আলোর স্রোতে ভাঁটা প'ড়ে আকাশ ঘোরালো হ'য়ে আসছে। সোয়ার হ'তে দেরী হ'ল না। আমরা টাট্টু ছুটিয়ে চ'ললাম। এক জন শিকারী আর একজন মাঝি দুজনে দুই ঝুড়িতে আমাদের শিকার-লব্ধ হাঁসগুলি ব'য়ে নিয়ে চ'লল। রাতের অন্ধকার আগবাড়িয়ে ছিল, বনের পথে যেতে যেতে

আল্লোর আর এতটুকু বাকী রইল না। পথ ঘাট গাছ পালা সব যেন কালীর দহে ডুব দিলে। পথে বেশী গাছ পালা ঝোপ ঝাড় ছিল না। বেশীর ভাগ খোলা মাঠ, মাঝে মাঝে ঘন আম-বন! এ পথে এলে এমন দিন যেত না, যেদিন না দেখতে পেতাম বুনো বরার দল আশে পাশে ধানের ক্ষেতে তাণ্ডব ক'রে ফিরছে। মাঝে মাঝে মুখ তুলে আমাদের দিকে দেখত। টাট্টু দুটো ভয় পেত না, আমরাও কিছু মনে ক'রতাম না। আমরা বেশ খুশ-মেজাজে বহাল-তবিয়তে চলেছিলাম। হঠাৎ আমাদের বাঁদিকে সম্মুখে ঘাসের বনে খস্‌খস্ শব্দ শুনতে পেলাম। টাট্টু দুটি আর এক পাও নড়ল না, আর থর্‌থর্ ক'রে কাঁপতে লাগল, অন্য পথে ছুট দিয়ে পালতে পারলেই যেন বাঁচে। মুহূর্তের জন্য শব্দটা থেমে গিয়ে আবার আরম্ভ হ'ল। যদিও অন্ধকারে বিশেষ কিছু দেখা যাচ্ছিল না, তবুও ঘাসের মধ্যে শব্দের অনুমানে বুঝতে পারলাম, একটা বিপুল-বপু জন্তু অন্য পথে চ'লে গেল। টাট্টু দুটি আমাদের পায়ের ইসারায় আবার চ'লল। তবে সাবধানের বিনাশ নাই মনে ক'রে আমার বন্দুকে ৫নং এর কার্তুজ ভ'রে নিলাম। এক-শ হাত যেতে না যেতে আবার সেই ভয়ানক শব্দ হল! আমাদের বাঁ দিকে, বেশী দূরেও নয়, তাই অধিক না ভেবে-চিন্তে আমার শব্দভেদী অস্ত্র ছাড়লাম। ঝোপের মধ্যে খুব একটা হুড়্‌মুড়্ শব্দ হ'ল, তারপর জন্তুটা পালিয়ে গেল! আমার টাট্টুটা তো ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ব'সে প'ড়ল। টাট্টু হ'তে নিজেদের উদ্ধার ক'রে নিয়ে লাগাম ধ'রে খুব কাছাকাছি হ'য়ে হেঁটে চ'ললাম। সমস্ত পথ মনটা তারে বাঁধা যন্ত্রের মত যেন একেবারে টান হ'য়ে রইল। সে এক অদ্ভুত ভাব। কেবলি মনে হ'তে লাগল, কে যেন আমাদের পিছু ধ'রে চলেছে, আর তার মতলবটা মোটেই ভাল নয়।

সে অদৃশ্য শত্রু যে বাঘ সেটা পরে জানা গেল। টাট্টুরা তাদের জন্মগত সংস্কারবশে যে বিপদ অনুমান করেছিল, তাতে ভুল হয় নি। এদের এ সংস্কার যে কত অভ্রান্ত তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি। আমার waler ঘোড়া "শঙ্কর" জীবনে কখনো বাঘ কি চিতা দেখেনি,—শুধু যে

সে নিজে দেখেনি তা নয়,—তার চৌদ্দপুরুষে অষ্ট্রেলিয়া দেশে কেউ কখনো দেখেনি। তবু যখন একবার কটা মরা-বাঘ শিকারীরা বয়ে আনছিল, তখন তার গন্ধে সে ভারি চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিল! তার চেয়ে আশ্চর্যের কথা শোন। একবার গুটিকত মরা বাঘের চামড়া বারান্দার একধারে শুকতে দেওয়া হয়েছিল। বাগানে গুটিকত হরিণ চরছিল। সেখান হ'তে চামড়া তারা দেখতে পায়নি। শুধু গন্ধের প্রভাবে ভয়ে তারা কেঁপে কেঁপে চীৎকার ক'রে উঠতে লাগল। অলকমণি, তোমার পোষা হরিণশিশুরা কেন অমন করছে জানবার জন্যে তোমার ভারি কৌতূহল হয়েছিল। কল্যাণ আমার কাছে জেনে নিয়ে "সব-জান্তা"-ভাবে সকলের কাছে খবরটা দিয়ে বেড়াতে লাগল। এ হরিণগুলি এত ছোট বেলায় বন ছেড়ে এসেছিল যে তখন তাদের দুগ্ধপোষ্য অবস্থা। বাঘের চামড়ার ব্যাপার যখন ঘটে, তখন সবে ঘাস খেতে শিখেছে।

শূকর-শিকার

Polo হচ্ছে খেলার রাজা, আর বরাহ-শিকার সেরা শিকার। এর ও রাজ-পদবী। তা ছাড়া এই দুই হচ্ছে রাজাদের খেলা আর শিকার। বয়স যখন তরুণ ছিল, তখন এ-দুই খেলা খেলবার মত ভরা থলি ছিল না, আর যখন বয়স পুরান হ'য়ে এল, তখন যৌবনোচিত খেয়াল ছাড়তে হ'ল। Tent club (তাঁবু-সমিতি) এখন অতীত ইতিহাস। রাসায়নিক নীলের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এবং অন্যান্য নানা কারণে নীলকর জাতির অন্তর্ধান হয়েছে। ভদ্র ইংরাজ অভিজাত-বর্গের স্থান জবরদস্তি দখল করেছে, জার্মান ইহুদি আরও বহুতর বিদেশী। অবস্থা তাঁদের ভিন্ন, মনোভাব অন্য বর্ণের, আর আদর্শ স্বতন্ত্র। সেকালের মত যে দু-চারজন দিলদরিয়া ইংরাজ ভদ্রলোক এখনও বর্তমান, তাঁরাও মৃগয়া-প্রীতি ও ক্রীড়া-কৌতুক-বর্জিত; স্বজাতীয় ভাই-বন্ধুর সঙ্গে এমন মিলে মিশে হারিয়ে গেছেন যে, তাঁদের পুনরুদ্ধার ক'রে শিকারীর দলে টেনে দল-পুষ্ট করবার চেষ্টা খুবই হাস্যকর—যেন "প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাৎ উদ্বাহুরিব বামনঃ"। বাঘ-

ভালুক মারা পুরুষোচিত ব্যবসায় আর তাঁদের নেই, তাস-পাশার মোহ মৃগয়ার আনন্দকে গ্রাস ক'রে ব'সে আছে। দেশের প্রজার সঙ্গে যে প্রীতির বন্ধন আগে ছিল, তা শিথিল হ'য়ে খ'সে পড়েছে। এখন গ্রামের নিরক্ষর চৌকীদারই হচ্ছে স্বাস্থ্য, কৃষি, বাণিজ্য ও রাজনৈতিক জ্ঞান-অর্জনের প্রধান উপায়—তাঁদের শিক্ষা-ভাগীরথীর গোমুখীর উৎস! ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কলম পিশে দিন কাটান, অবান্তর ও অমূল বিবরণী লিখে ও সরকারে পেশ ক'রে কালক্ষেপ করেন। তার চেয়ে যদি "ঘোড়া পর জিন" এঁটে বরাহ-অবতারের ছিন্নশীর্ষ বর্শাফলকে গেঁথে, নূতনতম আগ্নেয়াস্ত্রের সদ্ব্যবহার ক'রে, বন্য ও গ্রাম্য পথ পরিদর্শন ও পরিভ্রমণে হাতে-বন্দুকে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান-রাশি সঞ্চয় করতেন, তা হ'লে আর কিছু না হ'ক, পথ-ঘাট-গুলোর সংস্কার হ'ত—প্রজার চলাচলের সুবিধা ঘ'টত। আধুনিক সরকারী ডাক্তারগণ প্রায়শঃই পড়া-পুঁথির সাহায্যে বন্দুক- ও বর্শা-আঘাতের সম্বন্ধে অভিমত ব্যক্ত করেন, অথচ এ দুই অস্ত্রের সঙ্গে এঁদের সাক্ষাৎ পরিচয় থাকে কিনা সন্দেহ। নিয়মের ব্যতিক্রমই কিনা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ,—তাই দু-একজন ভিন্ন-গোত্রের নিশ্চয়ই আছেন। তাঁদের প্রাপ্য সম্মান তাঁদের সম্মুখে নিবেদন ক'রে দিয়ে আমার মত ব্যক্ত করছি, সে কথা জানিয়ে রাখাই ভাল।

আইরিশ জাতীয় কোন কমিশনার, তাঁর শাসনাধীন প্রদেশে ও তাঁর আয়ত্তাধীন কাজের মধ্যে, অশ্বারোহণে অপটু আর বন্দুক চালনায় অনভিজ্ঞ কোন কর্মচারীকে প্রবেশাধিকার দিতেন না। বলা বাহুল্য আমি এঁর সঙ্গে অভিন্ন-হৃদয় ও সম্পূর্ণ একমত।

সে যাই হ'ক, আজকালকার দিনে যে সব চা-কর কি নীলকর এখন জমিদার হ'য়ে বসেছেন, দু-একজন আইন-ব্যবসায়ী কিংবা ধনী বণিক ভিন্ন আর কোন ইংরাজের শিকারে বড় একটা উৎসাহ দেখা যায় না। স্থানীয় আইন ব্যবসায়ীদের মধ্যে একবার বাৎসরিক ক্রীড়া-কৌতুকের উৎসব অনুষ্ঠানের প্রস্তাবে অনেকে ভীত হ'য়ে উঠেছিলেন—যে, এর মধ্যে বোধ হয় বয়স্ক ধনী আইনজ্ঞদের ধনে-প্রাণে মারবার কোন

দুরভিসন্ধি নিহিত আছে। আমার বরাহ-শিকার সম্বন্ধে জ্ঞান এত অসম্পূর্ণ যে, কাজের সময় নানারূপ বুদ্ধি-বিচারের জন্যে তোমাকে অপরের পরামর্শ গ্রহণ ক'রতে হবে। তবে এই মাত্র ব'লতে পারি, এ মৃগয়ার মত মনোমুগ্ধকর দীক্ষা আর খুঁজে পাওয়া ভার। যদিও শাস্ত্র-মতে এটি ব্যসন।

এ প্রসঙ্গ শেষ করবার আগে দু-একটা ঘটনার উল্লেখ না ক'রে পারছি নে। যদিও চতুর বরাহ-বীরই পরাভূত হয়েছিল, তবু এ বিয়োগান্ত নাট্যের দু-একটা গর্ভাঙ্কে বিশেষ হাস্য-রসের আবির্ভাব হয়। বড় বড় বরাহ-শিকারী, যথা প্রথিতযশা Simpson, Baden Powell প্রভৃতি, এ সম্বন্ধে যা লিখেছেন, সমস্ত প'ড়ে আমি পরিপাক করেছিলাম; আর মনে মনে স্থির নিশ্চয় ছিল যে, Brodraj অপেক্ষা Simmy, তদপেক্ষা Bayonet, কী উৎকর্ষ প্রকাশ করে, সে সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা প্রচার ক'রব। আমার সঙ্গীরা কিন্তু এদের মধ্যে কিছুরি অনুসন্ধান আবশ্যক বোধ করে নি। খোলা মাঠের খেলা। প্রথম বরাহ যখন দেখা দিলে, তখন সকলেই মনে করেছিল, তার সঙ্গে ঘোড়দৌড়ে পারা যাবে। আমি জিন সোয়ার হ'লাম, আরো দু-জন সাথী ছিল; (I sprang to the stirrup & Joris & he ; শুধু তার নাম Joris ছিল না)। আমরা দৌড় দিলাম। উত্তম মধ্যম প্রথম পুরুষ সবাই মিলে দৌড় দিলাম (I galloped, Dick galloped, we galloped, all three , মধ্যমের নাম যদিও Dick ছিল না। আমরা একটি বরাহ বীরের পশ্চাদ্ধাবন ক'রলাম। আমার সঙ্গীদের ঘোড়া ছিল ভাল, তাঁরা এগিয়ে গেলেন। ঘোড়ার গুণে না হ'ক, স্ফূর্তির জোরে আমিও সত্বর অগ্রসর হ'লাম। সেদিন শিকারের নিয়মাবলি আমার মত কেউ পরিপালন করে নি।—(ক) শূকরের যত কাছাকাছি থাকতে পার ততই ভাল; আমি টাট্টুকে বাধ্য ক'রে যত কাছে যাওয়া সম্ভব, তাই গিয়েছিলাম; (খ) শূকর-শাবক যেখানে যায়, ঘোড়াও সে পর্যন্ত অনুসরণ ক'রতে পারে। (গ) ঘোড়া কোথায় পদক্ষেপ ক'রবে, সে-সম্বন্ধে সে নিজেই সতর্ক হবে, তোমার ভাববার আবশ্যক নাই।

আমি ঘোড়ায় চেপে বসলাম, বীরাসনে দৃঢ় হ'য়ে রইলাম। মহাজনের আদেশ-উপদেশ যখন জানা আছে তখন মাভৈঃ। ঘোড়াই সব কর্তব্য পালন করবে। মাঠের মধ্যে একটা গর্ত ছিল—শূকর লম্ফ দিল, স্বাধীন অশ্বরাজও ঠিক তাই ক'রলেন, সওয়াররূপ দায়িত্ব তাঁর স্কন্ধ হ'তে শূকরের পৃষ্ঠভাগে খ'সে প'ড়ল। সে তখন ঘোলা জলে হাবু ডুবু খাচ্ছিল। আমি স্বায়ত্তশাসন নিজ অধিকারে নিয়ে নিপান হ'তে প্রাণ রক্ষা ক'রলাম। সময় ও অবস্থার অনুযায়ী যতদূর সম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হ'য়ে, আবার ঘোড়ায় সওয়ার হ'য়ে ব'সলাম। মধ্যম পুরুষ ততক্ষণে শূকরের সন্নিকট হ'লেন, প্রথম পুরুষও অধিক দূরে ছিলেন না, কেবল উত্তম পুরুষ, অহং, পিছে প'ড়ে মিছে হয়েছিলাম। চক্ষের পলকে শূকরটি ফিরে মধ্যমের ঘোড়াকে নির্ঘাত দন্ত-প্রহার ক'রলে। শাস্তি-স্বরূপে তার গায়ে বর্শাফলকের একটু আঁচড় লাগল মাত্র। তারপর সে প্রথম পুরুষের দিকে মনোযোগ ক'রলে। তাঁর শিক্ষিত ঘোড়া অবলীলাক্রমে শূকরটিকে ডিঙিয়ে গেল। তিনিও তার পশ্চাদ্দেশের উরু-শীর্ষ ভাগে বর্শাখানিকে নিবদ্ধ ক'রে রেখে চ'লে গেলেন। এবার আমার পালা। বরাহরাজ এতক্ষণে একেবারে উন্মত্তপ্রায়, সম্পূর্ণ মুখ-ব্যাদান ক'রে গুরু-বর্শার ভারে বিপন্ন, ছন্দোবিহীন আন্দোলিত গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। বাঙ্গালাদেশের মান তখন আমার হাতে। পঙ্কিল নিপান হ'তে আত্মোদ্ধার ক'রেও আমি কি সম্মান-পদবী লাভ ক'রব না ? এও কি একটা কথা ! কেমন ক'রে যে সম্ভব হ'ল ব'লতে পারি নে। প্রস্তুলে ছিলাম, কি নামান ছিল, মনে নাই, আমার বর্শা-ফলক কিন্তু, সে লাফিয়ে আসবা মাত্র, তার গলা হ'তে স্কন্ধদেশ ফুঁড়ে বেরিয়ে প'ড়ল, আমি পাশ কাটিয়ে গেলাম। ঘোড়ার একটু বাঁকবার জন্যে, না আমার একটু হাতের কৌশলে, কিংবা বরাহের বেয়াকুবিতে, কিসে ঘটনাটা ঘ'টল জানতে পারলাম না। আমি যখন ঘোড়া চাবকে ফিরে দাঁড়ালাম, তখন শূয়রও দাঁড়িয়ে আছে—গলা দিয়ে উৎসধারে রক্ত ঝরছে। তবু সে শেষ পর্যন্ত হার মানে নি, খাড়াই ছিল। যমদণ্ডের দুরন্ত আঘাত অতঃপর তাকে ধরাশায়ী ক'রে দিলে। সেদিন আরো বরাহ মারা পড়েছিল,

কিন্তু প্রথম বর্শা-নিক্ষেপের সম্মান আমাকে পরে অন্যত্র সঞ্চয় ক'রতে হয়েছিল। আর একটা ঘটনা এখানে বলা যেতে পারে। একটি শূকর লম্ফ দিয়ে নালায় পড়েছিল। নালার পাড় একেবারে খাড়া। সে-পথে পলায়ন তার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। যে-পথে নেমেছিল, সেই পথে ফেরা ভিন্ন দ্বিতীয় পন্থা ছিল না। তাকে অন্য পথে ফেরাবার চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। সে একেবারে অগ্নিমূর্তি হ'য়ে আমাদের দিকে চেয়ে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমি আগে যেমন জাল ও বর্শা নিয়ে শূকর-শিকারে যেতাম, সেই উপায় অবলম্বন ক'রে, ঘোড়া ছেড়ে পায়ে হেঁটে চ'ললাম। অন্যেরা ঘোড়ায় যাবেন ব'লে পিছে রইলেন। আমাকে পায়ে হেঁটে আসতে দেখে, সে ধৈর্যের সীমান্ত প্রদেশে পৌঁছুল, একেবারে বায়ুবেগে এগিয়ে এল। সে ভালই হয়েছিল, বর্শা তার অন্তর ভেদ ক'রলে। সেও অবিলম্বে নালায় প'ড়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল! বেচারী H. L.; বহুপূর্বে সে পরপারের যাত্রীদের সাথী হয়েছে; শারীরিক অক্ষমতার জন্যে ঘোড়-সওয়ার হ'তে পারত না, হেঁটেই আসছিল। যখন আমার ঘাড়ের উপর হাত রেখে উৎসাহের সুরে ব'ললে, "সাবাস," তখন জয়গর্বে আমার বুকটা একেবারে ফুলে উঠল।

পলাশী-ক্ষেত্রে যে বরাহ-শিকার দেখেছিলাম, সেটা উল্লেখ না ক'রলে আমাদের বারের (Bar) অবিচার করা হবে। এ রঙ্গাভিনয়ের নায়ক একজন সমব্যবসায়ী ব্যারিষ্টার। সব খুঁটিনাটি বর্ণনা জোগাড় করা অসম্ভব, তবে যতটুকু প্রকাশ ও যতখানি গোপন ছিল, তাহাতে অনায়াসে বোঝা গেল, অল্পক্ষণের মধ্যেই অশ্ব ও অশ্বারোহীর সখ্যবন্ধন ভ্রষ্ট ও বিচ্যুত হ'য়ে বিপুল-শব্দে তিনি বরাহ-অবতারের পৃষ্ঠভাগে অবতরণ করেন। যেরূপ গভীরভাবে আপন পদবী সেখানে প্রোথিত ক'রে প্রথিতযশা হয়েছিলেন, অদ্বিতীয় ক্লাইভও গুরুভার কামানের সাহায্যে ততটা পারেন নি। অন্যান্য বরাহ-পরিবার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সেই স্মরণীয় প্রাতঃকাল হ'তে আর সে পথে কখনো যাতায়াত করে না। সেই হ'তে তিনি অশ্ব ও অশ্বারোহীর সম্বন্ধ-বিচ্যুতির মামলা ছেড়ে অনুরূপ সম্বন্ধভ্রংশের মামলায়

মনোযোগ করেছেন। এতে তাঁর অর্থ ও যশ দুইই প্রচুররূপে লভ্য হচ্ছে।

একটা শেষ-কথা তোমায় ব'লে রাখি। শূকর তাড়িয়ে বেড়াবার আগে কাগজ তাড়িয়ে (paper chase) বেড়াবার অভ্যাসটা খুব পাকা ক'রে নিয়ো। ভাল ঘোড়সওয়ার না হ'লে শূকর-শিকার শক্ত ব্যাপার, একথা ভাল ক'রে মনে রেখো।

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯১৮।

স্নেহের অলকা কল্যাণ,

শিকার ব্যাপারের মোহিনী শক্তি চিরন্তনী। এ সম্বন্ধে আমি Tennyson'এর ছোট্ট নদীর (Brook) মত অনবরত অনর্গল ব'কেই যেতে পারতাম। কিন্তু আপাততঃ শিকার ছেড়ে হাতিয়ার সম্বন্ধে আরো দু'চার কথা ব'লে এ পর্ব সমাধা করা ভাল। সব রকম শিকারে সব সময়ে কাজে আসে এমন এক বন্দুক পাওয়া সম্ভব নয়। বহুকাল হ'ল আমি কালা বারুদের বন্দুকের সঙ্গে ফারখতি করেছি, সেই জন্যে আর তাদের দোষগুণ বিচার ক'রব না। Cordite (নির্ধূম বন্দুক) তার স্থান অধিকার ক'রে বসেছে. আর-যে সহজে স্থানচ্যুত হবে তার সম্ভাবনা কম। এর প্রধান সুবিধা এই যে, গুলির ফলাফল তুমি স্বচক্ষে দেখতে পাও। আর পায়ে হেঁটে শিকার ক'রতে হ'লে, এই আগ্নেয়াস্ত্রটি সব চেয়ে নিরাপদ—লতাগুল্মসমাকীর্ণ পথে, কুয়াশা-সমাচ্ছন্ন দিনে, বারুদের ধোঁয়ায় চারিদিক আরো যদি অন্ধকার হ'য়ে আসে, তা হ'লে পদব্রজে মৃগয়া যথার্থই ব্যসনী হ'য়ে দাঁড়ায়। এই ধোঁয়ার প্রকাশে তোমার আশ্রয়স্থান আর গোপন থাকে না। বাঘ কিংবা চিতা, মহিষ অথবা ভল্লুক, তুমি তাদের ভাল ক'রে দেখবার সুযোগ পাবার আগে, তারাই তোমায় দেখে ফেলে; আঘাতের পরিণাম কি হ'ল তুমি জানতে পার না, ধোঁয়ায়-অন্ধকার জায়গা ছেড়ে তাই বেরিয়ে পড়া সমূহ বিপজ্জনক; বিশেষ, যখন শিকার ও শিকারীর সংস্থান দূরে নয়, সন্নিকটে।

অনেকে বলেন—আমাদের দেশের আবহাওয়া Cordite বন্দুকের অনুকূল নয়, তিন বৎসরের টোটার উপর নির্ভর করা চলে না, গুলি ফস্‌কান সম্ভব, কিংবা অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর আওয়াজ হ'তে পারে, সেটায় বিপদের আশঙ্কা আরো বেশী। আবহাওয়ার উপর দোষ না চাপিয়ে এস্থলে শিকারীর ইচ্ছাকৃত অনবধানতার উপর দোষ দেওয়াই অধিক সমীচীন। এ সম্বন্ধে আমার কুড়ি বৎসরের অভিজ্ঞতার কথা তোমায় ব'লতে পারি। আমি যখন কার্তুজ আনাই, তখন যাদের কাছে কিনি তাঁদের ব'লে রাখি তাঁরা টোটাগুলি এমন বাক্সে ভ'রে সাজিয়ে পাঠাবেন, যে বাক্সে একেবারে বায়ু চলাচল রহিত। এসব আমি আবার ফ্লানেলের আস্তর-দেওয়া চামড়া কিংবা ওক কাঠের পাত্রে ভ'রে আমার water proof বন্দুকের আলমাইরায় রেখে দিই। হিংস্র জন্তু শিকারে বেরুবার অব্যবহিত পূর্বে একটা ক'রে টাটকা পুলিন্দা খুলে নিই, আর শিকার হ'তে ফিরে যা প'ড়ে থাকে, সে সব পরে হরিণ শিকার কিংবা আহত জন্তর গায়ে দ্বিতীয়বার মারবার জন্যে ফ্লানেলের থলিতে স্বতন্ত্র ক'রে তুলে রাখি। এসব কাজ চাকরের হাতে ফেলে না রেখে, নিজে হাতে করা উচিত। অনেকে এ বিষয়ে চাকরের উপর নির্ভর করেন, আমি করি না, তা সে চাকর যতই বিশ্বাসী অথবা কার্যদক্ষ হ'ক না কেন। গুলি ফস্‌কালে শুধু-যে শিকার হাত-ছাড়া হয় তা নয়, আরো কিছু দেহ-ছাড়া হ'তে পারে, আর গুলি যদি অনেকক্ষণ ধ'রে বন্দুক ছেড়ে না বেরোয়, তা হ'লে তো বিপদ সঙ্গীন। যে সব শিকারী হাওদায় ব'সে কিংবা মাচানে চ'ড়ে শিকার করেন তাঁরা গুলি সম্বন্ধে তেমন সতর্ক-সাবধান হন না, কেননা তাঁরা জানেন আশ্রয় অনেকটা নিরাপদ। তবে গুলি ফস্‌কালে কিংবা যথাসময়ে আওয়াজ না হ'লে শরীর ও মন দুইই উত্ত্যক্ত হ'য়ে ওঠে। এটা শিকারীর পক্ষে বাঞ্ছনীয় অবস্থা নয়। আমার সৌভাগ্যের পরিচয়ে বন্ধুরা আশ্চর্য হন, (তোমাদের 'জীব' 'জীব' বলা ভাল), কিন্তু এ সৌভাগ্য শুধু আমার সাবধানতার ফল। পনের বৎসরের পুরান কার্তুজ শুধু যে দেখতেই নূতনের মত দেখিয়েছে তাই নয়, কাজেও তাজার মত কাজ দিয়েছে।

তুমি যদি Selous কিংবা Samuel Baker না হও, আর, একটা সহজ সীমার মধ্যে আপন খেয়াল খেলাও, অপব্যয় না কর, তা হ'লে পঞ্চাশটি কার্তুজ খরচ ক'রে সমস্ত শিকার চালিয়ে নিতে পার। শুধু একটি নয়, সমস্ত বন্দুক ব্যবহার ক'রলেও এর বেশী আবশ্যক হয় না।

আমার মতে ৪৬৫, ৪৭০, কি ৪২৫ দোনলাকে হারানো শক্ত ব্যাপার। ৪৮০ গ্রেণ গুলি এর সঙ্গে ব্যবহার ক'রতে পার। চিনকারা কিংবা হিমালয়-প্রদেশে হরিণ-শিকারের জন্যে ৩৫০ ম্যাগাজিন বন্দুক কাজে লাগান চলে। যে বন্দুক এক গুলিতে শিকার ঘায়েল করে, তার লড়াই-ক্ষমতা কেড়ে নিতে পারে, সেই অস্ত্রই যথার্থ কাজের। চিক্কণ ছিদ্র (smooth bore), ক্ষুদ্র ছিদ্র (small bore) বন্দুক সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেন, বিশেষ হিংস্র-জন্তু-শিকার ব্যাপারে। এই শিকারে ব্যবহারের জন্য বহুবিধ অস্ত্র আবিষ্কার হয়েছে—অনেকে মনে করেন সেগুলি শ্রেষ্ঠতর, অর্থাৎ রাইফেলগুলির (Rifle) চেয়ে অধিকতর কাজের। সেকালে মসৃণ-ছিদ্র বন্দুক এ ক্ষেত্রে ব্যবহার হ'ত, আর বারুদের জোরে কাছে কাজ দিত, বেশী দূরে শত্রু-নিধন চ'লত না। এখন এসব বন্দুকের স্থান অধিকার করেছে, গুলি আর ছররা ব্যবহারের বন্দুক। যদিও আমি Holland & Holland কোম্পানীর জন্যে ওকালতি ক'রতে রাজী নই, তবু মুক্তকণ্ঠে স্বীকার ক'রতেই হবে যে, তাঁদের Paradox বন্দুক মৃগয়া-ক্ষেত্রে অদ্বিতীয়, এর সমকক্ষ আর নাই। আমার সুপারিশিতে যে সব বন্ধু এই বন্দুক ব্যবহার করেছেন তাঁরা সকলেই আমাকে জানিয়েছেন যে, ৬০ গজের মধ্যে বাঘ ভালুক আর সাম্বর শিকার ব্যাপারে এই অস্ত্রই সর্বশ্রেষ্ঠ। চিতা শিকারের পক্ষে 12 bore Paradox একটু বেশী বড়, আর এর গুলি একটু বেশী ভারী, প্রায়ই শিকার ভেদ ক'রে যায়। আমি একবার ত্রিশ গজ দূরে একটি চিত্রিণী বাঘিনীকে এই গুলিতে বুকে আঘাত ক'রে শিকার করেছিলাম। মৃত্যুর পর দেখা গেল গুলি তার বক্ষ ভেদ ক'রে, ডান কাঁদে বাধা পেয়ে চামড়া বিচ্ছেদ ক'রে একেবারে পেটের মধ্যে গিয়ে পৌঁচেছে—গুলির আকারের বিশেষ ব্যতিক্রম হয়নি। বন্যমহিষের উপর

এই অস্ত্রের আশ্চর্য পরাক্রমের কথা ইতিপূর্বেই বলেছি—তবে সে পরীক্ষা আর দুবার করবার ইচ্ছা নাই। আমি পায়ে হেঁটে শিকার ক'রে থাকি; অনেক সময় এত কাছে হ'তে করি, যে অনেকে সেটা নিরাপদ মনে করেন না; কিন্তু এসব সময়ে আমি Rifle'এর উপর অধিকতর আস্থা স্থাপন করি, আর প্রায় আমার সব শিকারই ৪৫০ কিংবা ৪৬৫ নম্বর টোটা দিয়ে ক'রে থাকি। যে গুলির সম্মুখ ভাগ নরম, সেগুলি কাছে কাজ দেয়, দূরে হ'লে ছুঁচল ফাঁপা-গুলি কিংবা Velopex ব্যবহার আবশ্যক। সাম্বর কিংবা ভালুক শিকারে একথা যতটা খাটে, বাঘ ও চিতা শিকারে ততটা নয়। জন্তুটির অস্থিসংস্থান সম্বন্ধে জ্ঞান বিশেষ প্রয়োজন। এই সঙ্গে অবিলম্বে মন স্থির করবার ক্ষমতা, অভিজ্ঞ দৃষ্টি—সোনায় সোহাগা। কেননা তা হ'লে ঠিক কোন কোণ লক্ষ্য ক'রে গুলি চালালে কাজের হবে, সেটা বোঝা সহজ, ক্ষমতা লাভও নিশ্চয়। আমি বাঘ কি চিতার মাথা লক্ষ্য ক'রে গুলি প্রায়ই মারি নে, কেননা মস্তিষ্ক—যেখানে আঘাত পেলে জন্তু নির্ঘাত মরে—সে-পদার্থ এদের মাথার পশ্চাৎ ভাগে থাকে। তার আয়তন অতি অল্প। বাঘের মস্তিষ্ক কমলা লেবুর চেয়ে বড় নয়, চিতার আবার তার চেয়েও ছোট।

একবার একটি চিতা যখন নীচে হ'তে আক্রমণ ক'রে উপরে উঠে আসছিল, তখন তার নাকের উপর গুলি করেছিলাম। তাতে সে নিরস্ত হয়নি। বন্দুকের বাঁ-নলটি যখন তার কাঁধের উপর খালাস ক'রলাম, তখন সে ম'রে হুমড়ে প'ড়ে গেল। মাথার খুলি খুলে দেখা গেল; দেখতে পেলাম, গুলি নীচের দিকে নেমে তার চোয়াল দুটোকে যেন কুড়োলের ঘায়ে সমান ক'রে কেটে দিয়েছে। গুলি যে কত অদ্ভুত ভাবে জন্তুর দেহের মধ্যে পথ ক'রে চলে, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। অতি নরম মেদ-মজ্জাও এদের গতি-পথে বাধা সৃষ্টি করে।

Smooth-bore বন্দুক বাঘ-ভালুক-শিকারে একেবারেই নিরাপদ নয়। এ Smooth-bore আধুনিক গুলি-ছররার বন্দুক নয়। এ সস্তা বন্দুক নিয়ে চলা-ফেরা ও লক্ষ্য করা সহজ ব'লে অনেকে Rifle'এর চেয়ে এই

জাতীয় বন্দুকের পক্ষপাতী। Rifle'এর জন্যে "পাস" (pass) পাওয়া এম্নি কঠিন ব্যাপার যে অনেকে একমাত্র এই কারণেই যে-বন্দুকের "পাস" সহজে পায়, তাই কেনে। বিজ্ঞাপনের জোরে যে-সব বন্দুক আপন মহিমা-প্রচার করে, তার উপর নির্ভর ক'রে বাঘ-ভালুক-শিকারের উপযোগী আগ্নেয়াস্ত্র কিনতে যাওয়া নিরাপদ নয়। সত্বরে কিংবা বিলম্বে সমূহ বিপদ ঘটবারই সম্ভাবনা। যে ব্যক্তি Smoothbore আর Rifle দুই-ই ব্যবহার করেছে, পরীক্ষার পর Rifleকেই শ্রেষ্ঠ পদবী দেবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; বিশেষতঃ হিংস্র-জন্তু-নিধন ব্যাপারে। Rifle যেমন নিশ্চয় আঘাত করে, লক্ষ্যে যেমন অভ্রান্ত থাকে, আর এই অস্ত্র-সহায়ে নিজেকে যেমন নিরাপদ বোধ হয়, তাহাতে দুই অস্ত্রের মধ্যে Rifleকেই মনোনীত ক'রে নিতে দ্বিধামাত্র হবার কথা নয়। অন্যটির উপর এমন নিশ্চয় নির্ভর চলে না। মৃগয়াক্ষেত্রে বিপদ যদি বা নাই ঘটে, দুঃখ নিরাশা ঘটবার বিশেষ সম্ভাবনা।

একটা দু-নলা ৪৬৫ Cordite Rifle-এ কিংবা অন্য কোন বন্দুকে যাতে একই ওজনের গুলি ছোঁড়া যায়, যাতে ৪৮০ গ্রেন দিয়ে সব রকম শিকার চলে, সে-রকম বন্দুকের সমকক্ষ আর কোনো বন্দুক নয়। এর সঙ্গে যদি দু-নলা 12 bore Royal Nitro Paradox থাকে, তা হ'লে ভাল। যদি বাইসন শিকারের দুরাকাঙ্ক্ষা অন্তরে পোষণ কর, তা হ'লে এই সঙ্গে ৫৭৭ দু-নলা কর্ডাইট রাখলে, সমস্ত বিপদ আর নিরাশার হাত এড়াতে পারবে। চিন্‌কারা আর পার্বত্য প্রদেশে হরিণ শিকারের জন্য একটা একনলা Magazine Rifle না হ'লেই নয়। এর চেয়ে ছোট বন্দুক সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা নেই ব'লেই, তাদের উপর আস্থারও অসদ্ভাব। আমি চিরকালই বিশ্বাস ক'রে এসেছি, ধাতুর দৃঢ়তা আর ওজনের প্রাচুর্যই শেষ রক্ষা করে, অবশ্য এই সঙ্গে স্থিরদৃষ্টি ও দৃঢ়মুষ্টি একান্ত প্রয়োজনীয়। সর্বদা অভ্যাস, নাড়াচাড়া ও ব্যবহার, এই হ'তে Rifle বন্দুকের নিপুণ প্রয়োগে দক্ষতা জন্মে। বনে জঙ্গলে যে জ্ঞান অর্জন করেছি, বিপদের মুখে স্বেচ্ছায় অগ্রসর

হ'য়ে যে-উপায়ে আত্মরক্ষা ক'রতে শিখেছি, বিপদ এড়াবার পন্থা নির্ধারণ করবার তাহাই যে শ্রেষ্ঠ পথ, সে বিষয়ে আর সন্দেহমাত্র নাই।

শিকারের Rifle কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে যাবার কোন আবশ্যকতা নেই। মাচানে চ'ড়ে কি হাওদায় ব'সে শিকার ক'রলে তার দরকার হয় না। আর পায়ে হেঁটে যদি শিকার কর, তা হ'লে এভাবে বন্দুক বয়ে নিয়ে যাওয়ায় বিপদ আছে। কাঁধে ঝোলে ব'লে গায়ে প'ড়ে বাধা দেয়, সেই জন্যে কাঁধে না ঝুলিয়ে হাতে ক'রে নিয়ে যাওয়াই ভাল। আমি আমার বন্দুকগুলি এমন ক'রে গড়িয়ে নিয়েছি, যাতে এ-সবের আবশ্যক হয় না। একটি মাত্র Rifle-এ এই রকম ঝুলিয়ে নিয়ে যাবার ছিদ্র ছিল। একবার ঘন বনের মধ্যে দিয়ে যেতে তার মধ্যে ছোট একটি ডাল ঢুকে এমন সঙ্কট মুহূর্তে বাধা সৃষ্টি করেছিল, যে, আমি তার পরে সে ছিদ্রের চিহ্নমাত্র রাখিনে, ঘষিয়ে সমান ক'রে নিয়েছিলাম।

বানান করাটা যেমন লেখকের খেয়ালের উপর নির্ভর করে, বন্দুক নির্বাচনও তেম্নি শিকারীর অভিরুচির উপর নির্ভর করে। কিন্তু Sam Weller'এর নাম বানান ক'রতে হ'লে যেমন বড় হাতের 'W' লেখা ভাল, তেম্নি হাঁস ও স্নাইপ শিকারের সময় তাদের উপযোগী অস্ত্র ব্যবহার করাই উচিত। আধুনিক হাঁস শিকারের বন্দুক একটি বিশেষ আবশ্যকীয় অস্ত্র। আর আজকালকার দিনে বন্দুক নির্মাতারা এই অস্ত্রটি এমন নিপুণ নির্ভুল উপায়ে চমৎকার ক'রে তৈরি করেছেন যে, 4 bore বন্দুক ছুঁড়তে কাঁধে কিছু আঘাত লাগে না। এ বন্দুক আমি অধিক ব্যবহার করিনি, কেননা হত্যাকাণ্ডকে আমি শিকার মনে করিনে, কিন্তু বড় গুলি ব্যবহার ক'রলে ১৩০ গজ দূরেও হাঁস এতে নির্ঘাত মারা যায়, এ বিষয়ে আমি হলফ ক'রতে রাজী আছি। আমার দৈত্য-বন্দুকটি এখন আলমাইরায় আরাম-শয়নে বহুকাল ধ'রে সুখে কাল কাটাতে থাকবে। যতদিন না তুমি তার চেয়ে লম্বায় বেড়ে ওঠ, ততদিন তার ছুটি। এই বন্দুক ব্যবহার ক'রতে গিয়ে আমাকে ধাক্কা খেতে হয় দেখে'

একজন মাঝি, আমি যতবার বন্দুক ছুঁড়লাম ততবারই, পিছন হ'তে আমায় সামলাতে চেষ্টা করায়, গুলি লক্ষ্য ছেড়ে বহু দূরে গিয়ে প'ড়ে একেবারে সে-দিনের শিকার পণ্ড ক'রে দিয়েছিল। মাঝির এ অপ্রত্যাশিত প্রীতি ও অনাহূত সহকারিতার ফলে ব্যাপারটির পরিণাম ক্ষতিকর আর হাস্যজনক হয়েছিল।

এই হ'তে মনে প'ড়ে গেল, আর একবার একজন শিকারী বিশেষ একটা সঙ্কট মুহূর্তে আমার হাত ধ'রে টেনে কার্য পণ্ড ক'রে দিয়েছিল। এক জ্যোৎস্না-রাতে আমি আর K. G. B. বাঘের প্রতীক্ষায় দুজনায় দুই মাচানে ব'সে ছিলাম। বাঘকে প্রলোভন দেখাবার জন্যে যে টাট্টু বাঁধা হয়েছিল, একটা মস্ত ভালুক ঠিক তারি সম্মুখে এসে দাঁড়াল। ঋক্ষ মহারাজ অশ্বতরটির কানের কাছে দু'তিনবার হুঙ্কার দিলেন। সে কিন্তু ছাঁদন-দড়ি বাঁধন-দড়ির সীমানা ছেড়ে পলায়ন ক'রল না, বরং তাকে ছেড়ে ঠিক আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াল। শিকারী আমার ডাহিনে হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসেছিল। যদিও আমি আগে হ'তেই তাকে নড়াচড়া ক'রতে বারণ ক'রে দিয়েছিলাম, তবুও হিংস্র জন্তু শিকারের ভীতিকর উত্তেজনার মুখে সে অকস্মাৎ আপনার অজ্ঞাতে আমার হাত ধ'রে টান দিলে, ফলে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হ'য়ে আমার হাতের শিকার ফস্‌কাল, গুলিটা উদ্‌ভ্রান্তের মত উধাও হ'য়ে কোথায় উড়ে চ'লে গেল। শিকারীটির এই ক্ষিপ্ত ব্যবহারের পর হ'তে আমি এমন লোকের সান্নিধ্য একেবারে বর্জন করেছি।

শিকারের তোড়জোড় সম্বন্ধে প্রত্যেকের "আপ্ রুচি খানা"-হিসাবে স্বাধীনতা থাকা ভাল। তোমার ভাল লাগাটা অন্যের উপর জোর ক'রে না চালানই ভাল। পোষাক-পরিচ্ছদের আকার যা'ই হ'ক না তাতে কিছু আসে যায় না, তবে রংটার উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। সে-হিসাবে আরামের সঙ্গে অদৃশ্য থাকবার অধিক সুবিধা যাতে ঘটে, সেই সুবর্ণ সুযোগ কখনো ছাড়বে না।

আমি নিজের জন্যে এক বিশেষ নমুনার কোট উদ্ভাবন করেছি।

তাতে আরাম, শিকার, ভ্রমণ, ঘোড়দৌড়, লম্ফ, খেলা সবই চ'লতে পারে। আর আমি গৌরব ক'রে ব'লতে পারি—এ নমুনাকে কেউ হারাতে পারবে না। আমার বড় সঙ্কোচ হ'ত যে, পাছে আমাকে কেউ Brougham, Wellington কিংবা Spencer'এর মত উচ্চাভিমানী মনে করেন। তাই দু' একজন ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ছাড়া আর কারো কাছে এ রহস্য ভেদ করিনি। তাঁরা কিন্তু বেইমানি ক'রে চতুর দর্জির সহযোগে এ-নমুনার কোটকে "কুমুদনাথ কোট" নামকরণ ক'রে সর্বসাধারণ্যে প্রচার ক'রে দিয়েছেন। ব্রাহ্মণ-হিসাবে "দেব-শর্মা" লিখতে পারি, এতেই আমি পরম পরিতুষ্ট, অন্য অমরতার দাবী আমার মনের মধ্যে বসতি করে না। "ডোডো" পাখীর মত ব্রুহাম আজ অন্তর্ধান। ট্রেঞ্চ (Trench) খুঁড়ে কবর দেবার সময় আসবার আগেই Wellingtonএর গোর হ'য়ে গেছে, Spencer আর ফ্যাসান নেই। পার্থিব কীর্তির পরিণাম এইরূপই হ'য়ে থাকে। "কীর্তি র্যস্য স জীবতি" সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ উপস্থিত হচ্ছে। যদিও পার্থিব সবই নশ্বর, তবুও সৈনিকপরিচ্ছদ-ব্যবসায়ী কোন বিশেষ বিপণিতে যদি যাও, তা হ'লে তারা তোমাকে এই দিব্য পরিচ্ছদ প্রস্তুত ক'রে দেবে। আর মৃগয়াক্ষেত্রে এটি যে তোমার বিশেষ কাজে আসবে, সে আশ্বাস খুবই দিতে পারি। পারিপাট্যে পাশ্চাত্য, প্রাচুর্য এবং সৌন্দর্যে প্রাচ্য নীতির অনুকরণ ও অনুসরণ করেছি। আস্তিনে যতখানি পরিসর ইচ্ছা কর পাবে, আর কোমরবন্ধে বন্ধ যখন ক'সবে, তখন ক্ষীণমধ্য কিংবা পৃথু-কটি যা'ই হওনা কেন, সব ধ'রে তোমায় বীর ছাড়া আর কিছু মনে হবার জো-ই থাকবে না! তবেই দেখছ, মানুষী বুদ্ধি—বহুকষ্টকাতর শিকারীর পক্ষে এমন দৈব বর আর কী দিতে পারত?

আজ কাল যুদ্ধে, সৈনিক, খাদ্য নয়, ধোঁয়ার সাহায্যে লড়াই করে! ধূমপানই তার ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার প্রধান হেতু ও উপায়। কথায় বলে, প্রবৃত্তির বশ হওয়াই তাকে দমন করবার প্রধান সাধন। ভাল; একদিন কনকনে শীতের সকালে Regent Street'এ খাতির-নদারৎ-ভাবে চ'লতে
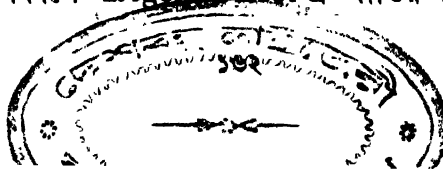
টেলাতে একটা muria কিনেছিলাম। বিক্রেতা স্বয়ং এই সৌখীন পদার্থটি মনোনীত ক'রে দিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য এই মনোহর পর্ণ-পুটের অন্তর্নিহিত গোপন মাধুর্য সম্ভোগ। চারিদিক নিবাত নিষ্কম্প, বাতাসের একটি শ্বাসও পড়ছিল না। কাজেই এই সুগন্ধ তাম্রকূট-পত্রের বহ্নি-উত্থিত ধূম্রের তিল পরিমাণও বায়ু-তাড়িত ও অন্যত্র বাহিত হ'য়ে অপব্যয় হবার কোন আশঙ্কাই ছিল না! আমি দোকানের বাহিরে এলাম। সে চুরুট সম্ভোগ; অভিনব সুখরাজ্যের আবিষ্কার। তবে দুঃখ এই যে, সমস্ত সুখের মত ক্ষণিক ও ভঙ্গুর! দেশে ফিরে এসে আবিষ্কার ক'রতে অধিক বিলম্ব হ'ল না যে, আমার দম রাখবার ক্ষমতা কমে গেছে, এবং সেই জন্যেই দু-একটা গুলি অযথা-রকম লক্ষ্য ছেড়ে অন্যত্র পলাতক হ'ল,—যদিও আমি চুরুট পাইপ ছাড়া সিগারেটের পায়ে আপনাকে কখনো বিকিয়ে দিইনি! শিকার ক'রতে হ'লে স্নায়ুবল আর নিশ্বাসের বায়ুবল দুই-ই রক্ষা করা দরকার। তাই প্রথমটা এই ধূমপান সুখ ও -সখ ছেড়ে কিছু অসুবিধা বোধ হ'লেও, অল্পদিনেই এ ত্যাগে অভ্যস্ত হ'লাম। মনের বল থাকলে কিছুই কষ্টসাধ্য নয়। মনের জোর থাকলে এ দুনিয়ায় কিছুতেই আসে যায় না! কাল ছাড়ব ব'লে রাখলে অবস্থা কি দাঁড়ায় জান?—একজন নাপিত তার দোকানের দুয়ারে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল, আগামী কল্য বিনা পয়সায় কামান হইবে। সে আগামী দিন কখনো আসেনি, এটা নিশ্চিত। সেই জন্যে, বাছা, তোমার প্রতি আমার উপদেশ—ত্যাগ করার চেয়ে অভ্যাস না করাই ভাল। কড়া পানীয় তাদেরই ভাল, যাদের পণ—বাঁচা নয়, মরা! আর সুরা নামক তরল দ্রব্যটি পরিশেষে সর্পের মতই দংশন করে। কথায় বলে দুধ দিয়ে সাপ পোষা, তার পরিণাম ভয়াবহ! আমি বলি, প্রাণ বলি দিয়ে পান না করাই ভাল। অতএব সাবধান! এই বারাহী প্রবৃত্তি হ'তে তফাৎ থেকো।

শিকার ব্যাপারে আমি এতদিন রেল ও বিভিন্ন বিভাগের কর্ম্মচারীদের কাছ হ'তে সদাসর্বদাই যে সাহায্য ও ভদ্র ব্যবহার পেয়ে আসছি, তার জন্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। একবার একজন

উচ্চপদস্থ কর্মচারী,—তিনি নিজে দক্ষ শিকারী,—তবু আমি দূর বাংলা দেশ হ'তে শিকার ক'রতে আসছি শুনে বনবিভাগের শ্রেষ্ঠ স্থানটি আমার জন্যে স্বতন্ত্র ক'রে রেখেছিলেন। তাঁর এই সৌজন্য আমি কখনো ভুলতে পারব না। আর একবার স্বদেশ হ'তে দূরে একজন পুলিশ কর্মচারী, প্রবাসে বাংলা মুলুক হ'তে শিকার ক'রতে গেছি জেনে, অনাহূত অনেক সাহায্যের প্রস্তাব ক'রে পাঠিয়েছিলেন। সে কথাও আমার মনে গাঁথা আছে। আমার মনের তলে যেমন-চতুর ডুবুরি নামাও না কেন, বন-বিভাগের কর্মচারীদের আতিথ্যের জন্যে আমার গভীর অশেষ কৃতজ্ঞতার মাপ-জোক সে কখনই ক'রতে পারবে না। আমার এ কৃতজ্ঞতা একেবারে অফুরন্ত, খুলে দেখান যায় না ব'লে বোঝান অসম্ভব। মধ্য প্রদেশের একজন সামন্ত রাজা তাঁর অপূর্ব সুন্দর বনস্থলীতে আমাকে স্বেচ্ছা-বিচরণের অধিকার দিয়ে যে বদান্যতার পরিচয় দিয়েছেন, তাও চিরস্মরণীয়। আসামের অপর একজন [illegible] সহৃদয় আতিথ্যের গুণে আমি শিকারের বহুতর গৌরব-নিদর্শনে আমার গৃহখানি সাজাতে পেরেছি, এ সুযোগ না পেলে তা আমার ভাগ্যে ঘ'টত না। তিনি নিজে অতি নিপুণ শিকারী, তাই আমার মনের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তাঁর সহানুভূতি এমন সহজ ও সুন্দররূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

২০শে জুন, ১৯১৮।

আদরের ছেলে মেয়ে,

প্রায় এক বৎসর হ'য়ে গেল, এই চিঠিগুলি আমি লিখতে আরম্ভ করেছিলাম। করুণা এখন ডাগর হ'য়ে উঠেছে, জুলুম-বাজ কালীপ্রসাদও জানান দিতে সুরু করেছে যে, সেও একটা মানুষ, তাকে আর পিছে ফেলে রাখা চ'লবে না। সে এখন বাঘ ও চিতা, কৃষ্ণ-সার ও সাম্বর, বাইসন ও মহিষের, তফাৎ বেশ বুঝতে পারে। তাই বাকী কথাগুলি চার জনেরই উদ্দেশে ব'লে, এখনকার মত চিঠি লেখা বন্ধ ক'রব। মুহূর্তের জন্যে যদি একটিবার অমর কবি কালিদাসের বনস্থলী-বর্ণনার মধ্যে ফিরে যাবার

অবসর হয়, এমন প্রতি ছত্রে তাঁর আশ্চর্য লক্ষ্য করবার ক্ষমতা ও শিল্পকৌশল দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত না হ'য়ে পারা যায় না!

কিবা চারু গ্রীবা ভঙ্গে ফিরে ফিরে চায় *
একদৃষ্টে মুহুর্মুহু রথটির বাগে;
শরপাত ভয়ে মৃগ আকুঞ্চিত কায়,
পশ্চাতের দেহ যেন পাশে পূর্ব ভাগে॥
শ্রমে আধো খোলা-মুখ, ঝরি' তাহা হ'তে
অর্ধেক চর্বিত তৃণ পড়ে পথে পথে।
কি দীর্ঘ দিতেছে লম্ফ, মনে হয় তায়,
ব্যোম-মার্গে গতি তার অল্পই ধরায়॥

মৃগয়ার প্রশংসা ক'রে দুষ্মন্ত-সেনাপতিও যে বলেছিলেন—

মৃগয়ায় মেদোহীন, কৃশোদর কার্যক্ষম দেহ,
মৃগয়ায় জানা [illegible] য় ক্রোধ স্নেহ,
ধন্য সেই ধনুর্ধারী চল-লক্ষ্যে সিদ্ধ হস্ত যার,
কে বলে মৃগয়া দূষ্য, এ বিনোদ কোথা পাবে আর?

এটা খুব ঠিক কথা। সূর্যের তেজোদৃষ্টি-পাতে আজ আমার দেহ প্যাটল বর্ণ, বনের ছায়ার মনের অন্তঃপুর প্রীতিসিক্ত। প্রতিদিন প্রাতে অভিনব আশার উৎসাহে অভিনন্দিত আমার দিনগুলি হ'তে, অরণ্য-বাসের অবসানে যে আনন্দের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রে নিয়ে এসেছিলাম, আজ তাই তোমাদের সম্মুখে ধ'রে দিলাম। যথার্থ মৃগয়াপ্রিয় ব্যক্তি নিশ্চয়ই ব'লবেন, বনে বনে বরাহ ভল্লুকের অনুসরণ ক'রে ফিরবার যে আনন্দ, তা জীব-হিংসার তীব্র আগ্রহ নয়, জীবধাত্রী ধরিত্রীর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের মধুর সুখ-স্মৃতি!—জীবনে যৌবনের উজ্জ্বল রসধারা। শোন, ব্রাউনিং কি বলেছেন:—

"Oh, our manhood's prime vigour!
Not a muscle is stopped in its playing, nor sinew unbraced.

* জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত—অভিজ্ঞান শকুন্তলার বঙ্গানুবাদ।

Oh, the wild joy of living ! the leaping from rock to rock,
The strong rending of boughs from the fir-tree—the cool silver shock
Of the plunge in a pool's living water—the hunt of the bear
And the sultriness showing the lion is couched in its lair.

আবার শোন, Walt Whitman কি বলেন :—

"এই তো জীবন, সম্পূর্ণ জীবন ; বাচ খেলায় যে নৌকা জেতে, তাতে দাঁড়টানা যেমন জীবন—যেটা পিছে প'ড়ে থাকে, তাতে দাঁড় বাওয়াও তেমনি জীবন। জীবনের অর্থই হচ্ছে উৎসাহ, প্রাবল্য ও ঐকান্তিক একাগ্রতা ;

এ খেলায় হার নেই, সবই জিত। তারুণ্যের খেলার বর্বরতায় বাধা পেলেই ভয়ানক হ'য়ে ওঠে... এ খেলায় লাভের পাল্লাই বেশী—আয়ু বাড়ে, স্নায়ু বাঁচে, বাড়ে বুকের...

Robert Louis Stevenson'এর এই কয় ছত্র মনের পাতায় ভাল করে, লিখে রেখো—

"সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে নিয়ত পরিচয়ের মত আর কিছুতে আমাদের বুদ্ধি সংস্কৃত মার্জিত ও সর্বাঙ্গসুন্দর ক'রতে পারে না। সূর্যের উদয়াস্ত দৃশ্যের অপূর্ব সৌন্দর্যের মত এমন নিপুণ শিক্ষক আর খুঁজে পাওয়া কঠিন। প্রকৃতি-দেবীর যেমন মাধুর্যেই তুমি মুগ্ধ হও, মনের উপর তার প্রভাব অপরিসীম, প্রত্যক্ষ না হ'লেও অব্যর্থ !"

তবেঃ—"আজ এই ধনু মোর লভুক বিশ্রাম *
শিথিল হউক ছিলা, তূণ-শায়ী ..."

সেই সঙ্গে আমিও কিছুকাল বিশ্রাম করি, কি বল।

আশীর্বাদক—শ্রীকু... দেবশর্মা

---

* জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত—শকুন্তলা কাব্যের বঙ্গানুবাদ।